রাজাবলি

দ্বিতীয় পুস্তক

ইস্রায়েল-রাজ আহাজিয়ার মৃত্যু

১ আহাবের মৃত্যুর পরে মোয়াব ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। ২ আহাজিয়া সামারিয়ায় তাঁর
বাড়ির উপরতলার জানালা দিয়ে পড়ে গেছিলেন বলে পীড়িত ছিলেন; তাই তিনি এই বলে
কয়েকজন দূত পাঠালেন, ‘যাও, এক্রোনের দেবতা বায়াল-জেবুবের অভিমত অনুসন্ধান কর, এই
পীড়া থেকে আমি সুস্থ হব কিনা।’ ৩ কিন্তু প্রভুর দূত তিশবীয় এলিয়কে বললেন, ‘ওঠ,
সামারিয়া-রাজের দূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাও; তাদের বল, ইস্রায়েলের মধ্যে কি কোন ঈশ্বর
নেই যে, তোমরা গিয়ে এক্রোনের দেবতা বায়াল-জেবুবেরই অভিমত অনুসন্ধান করবে? ৪ সুতরাং,
প্রভু একথা বলছেন: তুমি যে খাটে উঠে শুয়েছ, তা থেকে আর নামবে না, মরবেই মরবে!’ আর
এলিয় রওনা হলেন।

৫ সেই দূতেরা রাজার কাছে ফিরে গেলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেন ফিরে এলে?’ ৬
তারা উত্তরে বলল, ‘একজন লোক আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে আমাদের বলল, যে রাজা
তোমাদের পাঠালেন, তাঁর কাছে ফিরে যাও, তাঁকে বল: প্রভু একথা বলছেন, ইস্রায়েলের মধ্যে কি
কোন ঈশ্বর নেই যে, তুমি লোক পাঠিয়ে এক্রোনের দেবতা বায়াল-জেবুবের অভিমত অনুসন্ধান
করবে? এজন্য, তুমি যে খাটে উঠে শুয়েছ, তা থেকে আর নামবে না, মরবেই মরবে!’ ৭ রাজা
তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে যে লোকটি এই সমস্ত কথা বলল,
সে দেখতে কেমন?’ ৮ তারা উত্তর দিল, ‘তার পরনে লোমের এক আলোয়ান; তার কোমরে
চামড়ার বন্ধনী বাঁধা।’ রাজা বললেন, ‘সে তিশবীয় এলিয়!’

৯ রাজা পঞ্চাশজন সৈন্যের সঙ্গে একজন পঞ্চাশপতিকে এলিয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, আর সে
তাঁর কাছে গেল ও তাঁকে একটা পর্বতের চূড়ায় বসা পেল। সে তাঁকে বলল, ‘হে পরমেশ্বরের মানুষ,
রাজা বলছেন: নেমে এসো।’ ১০ এলিয় উত্তরে সেই পঞ্চাশপতিকে বললেন, ‘যদি আমি পরমেশ্বরের
মানুষ হই, তবে আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস
করুক!’ আর আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তাকে ও তার পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করল।

১১ রাজা আবার পঞ্চাশজন লোকের সঙ্গে আর একজন পঞ্চাশপতিকে তাঁর কাছে পাঠালেন। সেও
গিয়ে বলল, ‘হে পরমেশ্বরের মানুষ, রাজা বলছেন: এখনই নেমে এসো।’ ১২ উত্তরে এলিয় তাদের
বললেন, ‘যদি আমি পরমেশ্বরের মানুষ হই, তবে আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তোমাকে ও
তোমার পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করুক!’ আর আকাশ থেকে ঐশআগুন নেমে এসে তাকে ও তার
পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করল।

১৩ রাজা তৃতীয়বারের মত পঞ্চাশজন লোকের সঙ্গে একজন পঞ্চাশপতিকে পাঠালেন। সেই
তৃতীয় পঞ্চাশপতিও গেল, এবং সেখানে গিয়ে পৌঁছে এলিয়ের সামনে হাঁটু পেতে মিনতি জানিয়ে
বলল, ‘হে পরমেশ্বরের মানুষ, বিনয় করি, আপনার দৃষ্টিতে আমার প্রাণের ও আপনার এই

পঞ্চাশজন দাসের প্রাণের কিছুটা মূল্য থাকুক। ১৪ দেখুন, আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে আগে
আসা সেই দু'জন সেনাপতিকে ও তাদের পঞ্চাশ পঞ্চাশজনকে গ্রাস করেছে। কিন্তু এখন আপনার
দৃষ্টিতে আমার প্রাণের কিছুটা মূল্য থাকুক।' ১৫ তখন প্রভুর দূত এলিয়কে বললেন, 'এর সঙ্গে নেমে
যাও, একে ভয় পেয়ো না।' তাই এলিয় উঠে তার সঙ্গে রাজার কাছে নেমে গেলেন, ১৬ আর তাঁকে
তিনি বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: যেহেতু তুমি দূত পাঠিয়ে এক্রোনের দেবতা বায়াল-জেবুবের
অভিমত অনুসন্ধান করেছ ঠিক যেন ইস্রায়েলে আমি ব্যতীত অন্য এমন ঈশ্বর আছে যার অভিমত
অনুসন্ধান করা যেতে পারে, সেজন্য তুমি যে খাটে উঠে শুয়েছ, তা থেকে আর নামবে না, মরবেই
মরবে!'

১৭ আর আসলে এলিয়ের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর বাণীমত তিনি মরলেন, আর তাঁর সন্তান না
থাকায়, যুদা-রাজ যোসাফাতের সন্তান যেহোরামের দ্বিতীয় বর্ষে তাঁর ভাই যোরাম তাঁর পদে রাজা
হলেন। ১৮ আহাজিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর কর্মবিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজাদের
ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই?

এলিয়ের স্বর্গারোহণ
এলিসেয় তাঁর আত্মার উত্তরাধিকারী

২ যখন প্রভু এলিয়কে ঘূর্ণিবায়ুর বাহনে স্বর্গে তুলে নিলেন, তখনকার ঘটনা এরূপ: এলিয় ও
এলিসেয় গিল্গাল ছেড়ে রওনা হলেন, ২ আর এলিয় এলিসেয়কে বললেন, 'তুমি এখানে থেকে যাও,
কেননা প্রভু আমাকে বেথেল পর্যন্ত পাঠিয়ে দিচ্ছেন।' কিন্তু এলিসেয় বললেন, 'জীবনময় প্রভুর
দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।' আর তাঁরা বেথেলে
গেলেন। ৩ বেথেল-নিবাসী নবী-সঙ্ঘ এলিসেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁকে বলল, 'আজ প্রভু
আপনার কাছ থেকে আপনার প্রভুকে ছিনিয়ে নেবেন, একথা আপনি কি জানেন?' তিনি উত্তর
দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও একথা জানি, কিন্তু তোমরা নীরব থাক।' ৪ এলিয় তাঁকে বললেন, 'এলিসেয়,
তুমি এখানে থেকে যাও, কেননা প্রভু আমাকে যেরিখোতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।' কিন্তু তিনি উত্তরে
বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব
না।' আর তাঁরা যেরিখোতে গেলেন। ৫ যেরিখো-নিবাসী নবী-সঙ্ঘ এলিসেয়ের কাছে এগিয়ে এসে
তাঁকে বলল, 'আজ প্রভু আপনার কাছ থেকে আপনার প্রভুকে ছিনিয়ে নেবেন, একথা আপনি কি
জানেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও একথা জানি, কিন্তু তোমরা নীরব থাক।' ৬ এলিয় তাঁকে
বললেন, 'তুমি এখানে থেকে যাও, কেননা প্রভু আমাকে যর্দনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।' কিন্তু তিনি
বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব
না।' আর তাঁরা দু'জনে এগিয়ে চললেন।

৭ নবী-সঙ্ঘের পঞ্চাশজন সদস্যও তাঁদের পিছু পিছু গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়াল;
এই দু'জন যর্দনের ধারে দাঁড়ালেন। ৮ এলিয় তাঁর নিজের আলোয়ান খুলে তা গুটিয়ে নিয়ে জলে
আঘাত হানলেন, আর জল ডান পাশে বাঁ পাশে সরে গিয়ে দু'ভাগ হল, আর তাঁরা দু'জনে শুকনো
মাটির উপর দিয়ে পার হলেন। ৯ পার হওয়ার পর এলিয় এলিসেয়কে বললেন, 'যাচনা কর,
আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে ছিনিয়ে নেওয়ার আগে তোমার জন্য আমাকে কী করতে হবে?'

এলিসেয় উত্তর দিলেন, ‘আমি যেন আপনার আত্মার তিন ভাগের দু’ভাগ পেতে পারি।’ ১০ তিনি
বললেন, ‘কঠিন ব্যাপার যাচনা করেছ! আচ্ছা, তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেওয়ার সময়ে
তুমি যদি আমাকে দেখতে পাও, তবে তোমার কাছে তা মঞ্জুর করা হবে; কিন্তু দেখতে না পেলে,
তা মঞ্জুর করা হবে না।’

১১ তখন এমনটি ঘটল, তাঁরা যেতে যেতে কথা বলছেন, এমন সময় একটা অগ্নিরথ ও কয়েকটা
অগ্নিঘোড়া হঠাৎ দেখা দিয়ে দু’জনের মাঝখানে এসে দু’জনকে আলাদা করে দিল, এবং এলিয়
ঘূর্ণিবায়ুর বাহনে স্বর্গে উঠে গেলেন। ১২ এলিসেয় চেয়ে দেখছিলেন ও চিৎকার করে বলছিলেন,
‘পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ ও তার অশ্ববাহিনী!’ এবং তাঁকে আর দেখতে
পেলেন না। তখন নিজের জামাকাপড় ছিঁড়ে দু’ টুকরো করে ফেললেন। ১৩ তারপর, এলিয়ের গা
থেকে পড়ে যাওয়া আলোয়ানটা তুলে নিয়ে তিনি ফিরে গিয়ে যর্দনের ধারে দাঁড়ালেন। ১৪ এলিয়ের
গা থেকে পড়ে যাওয়া আলোয়ানটা দিয়ে তিনি এই বলে জলে আঘাত হানলেন, ‘এলিয়ের পরমেশ্বর
সেই প্রভু কোথায়?’ তিনি জলে আঘাত হানলেই জল ডান পাশে বাঁ পাশে সরে গিয়ে দু’ভাগ হল,
আর এলিসেয় পার হয়ে গেলেন। ১৫ দূর থেকে তাঁকে দে’খে যেরিখোর নবী-সঙ্ঘ বলল, ‘এলিয়ের
আত্মা এলিসেয়ের উপরে অধিষ্ঠিত!’ আর তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারা তাঁর সামনে মাটিতে প্রণিপাত
করল। ১৬ তারা তাঁকে বলল, ‘দেখুন, এখানে আপনার দাসদের মধ্যে পঞ্চাশজন বীরপুরুষ আছে;
আপনার দোহাই, তারা আপনার প্রভুর খোঁজে যাক; কি জানি, প্রভুর আত্মা তাঁকে উঠিয়ে কোন
পর্বতে বা কোন উপত্যকায় ফেলে দিয়েছেন।’ তিনি বললেন, ‘কাউকে পাঠাবে না!’ ১৭ তথাপি তারা
তাঁকে এতই পীড়াপীড়ি করল যে, তিনি অস্বীকার করতে লজ্জাবোধ করলেন, তাই বললেন,
‘পাঠিয়ে দাও।’ তাই তারা পঞ্চাশজন লোক পাঠিয়ে দিল; ওরা তিন দিন ধরে খোঁজ করে বেড়াল,
কিন্তু তাঁকে পেল না। ১৮ ওরা এলিসেয়ের কাছে ফিরে এল; তিনি তখনও যেরিখোতে ছিলেন। তিনি
বললেন, ‘আমি কি তোমাদের বলিনি, যাবে না?’

১৯ শহরের লোকেরা এলিসেয়কে বলল, ‘প্রভু, এই শহরে বাস করা সত্যি মনোহর, আপনি
নিজেই তা দেখতে পাচ্ছেন; কিন্তু জল ভাল নয়, ও মাটি অনুর্বর।’ ২০ তিনি বললেন, ‘আমার কাছে
নতুন একটা ভাঁড় এনে তাতে লবণ দাও।’ তাঁর কাছে তা আনা হল। ২১ তিনি বের হয়ে জলের
উৎসের কাছে গিয়ে তাতে লবণ ফেলে বললেন, ‘প্রভু একথা বলছেন, আমি এই জল নিরাময়
করলাম, আজ থেকে তা আর কখনও মৃত্যুজনক বা অনুর্বরতাজনক হবে না।’ ২২ এলিসেয়ের
উচ্চারিত সেই বাণীমত সেই জল আজ পর্যন্ত বিশুদ্ধ থাকল।

২৩ সেখান থেকে তিনি বেথেলে গেলেন; তিনি খাড়া পথ বেয়ে উঠছেন, এমন সময় শহর থেকে
কয়েকটা ছেলে এসে তাঁকে বিদ্রূপ করে বলল, ‘হে টেকো, উঠে এসো! হে টেকো, উঠে এসো!’ ২৪
তিনি পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকালেন এবং প্রভুর নামে তাদের অভিশাপ
দিলেন; তখন বন থেকে দু’টো ভালুকী বের হয়ে তাদের মধ্যে বিয়াল্লিশজন ছেলেকে ছিঁড়ে
ফেলল। ২৫ সেখান থেকে তিনি কার্মেল পর্বতে গেলেন এবং সেখান থেকে সামারিয়ায় ফিরে
গেলেন।

ইস্রায়েল-রাজ যোরাম (৮৫২-৮৪১)

৩ যুদা-রাজ যোসাফাতের অষ্টাদশ বর্ষে আহাবের সন্তান যোরাম সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে
রাজ্যভার গ্রহণ করে বারো বছর রাজত্ব করেন। ২ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই
করলেন; তবু তাঁর পিতামাতার মত ছিলেন না; তাঁর পিতা বায়ালের যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন
করেছিলেন, তিনি তা দূর করে দিলেন; ৩ কিন্তু নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে পাপ দ্বারা
ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই পাপের প্রতি তিনি আসক্ত থাকলেন, তেমন পাপাচরণ
ত্যাগ করলেন না।

৪ মোয়াব-রাজ মেশা মেষের চাষ করতেন; তিনি ইস্রায়েল-রাজকে কর হিসাবে লোম সহ এক
লক্ষ মেষশাবক ও এক লক্ষ ভেড়া দিতেন। ৫ কিন্তু আহাবের মৃত্যু হলে মোয়াব-রাজ
ইস্রায়েল-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। ৬ যোরাম রাজা সঙ্গে সঙ্গে সামারিয়া ছেড়ে গোটা
ইস্রায়েল পরিদর্শন করলেন। ৭ রওনা হয়ে তিনি দূত পাঠিয়ে যুদা-রাজ যোসাফাৎকে বললেন,
'মোয়াবের রাজা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আপনি কি আমার সঙ্গে মোয়াবের বিরুদ্ধে
রণ-অভিযানে যাবেন?' ইনি উত্তর দিলেন, 'যাব! মনে করুন: আমি ও আপনি, আমার লোক ও
আপনার লোক, আমার ঘোড়া ও আপনার ঘোড়া, সবই এক!' ৮ যোসাফাৎ আরও জিজ্ঞাসা করলেন,
'আমরা কোন্ পথ দিয়ে যাব?' ইনি উত্তর দিলেন, 'এদোম মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে।'

৯ তাই ইস্রায়েলের রাজা, যুদার রাজা ও এদোমের রাজা রওনা হলেন। তাঁরা সাত দিন ধরে ঘুরে
ঘুরে গেলেন; সৈন্যদলের জন্যও জল ছিল না, তাঁদের পিছু পিছু যে পশুরা যাচ্ছিল, সেগুলোর
জন্যও নয়। ১০ ইস্রায়েলের রাজা বলে উঠলেন, 'হায় হায়! মোয়াবের রাজার হাতে তুলে দেবার
জন্যই প্রভু তিন রাজা এই আমাদের একত্রে আহ্বান করলেন!' ১১ কিন্তু যোসাফাৎ বললেন, 'যাঁর
দ্বারা প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি, এখানে কি প্রভুর এমন কোন নবী নেই?'
ইস্রায়েল-রাজের কর্মচারীদের একজন উত্তরে বলল, 'এখানে শাফাটের ছেলে সেই এলিসেয় আছেন,
যিনি এলিয়ের হাতের উপরে জল ঢালতেন।' ১২ যোসাফাৎ বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভুর বাণী তাঁর সঙ্গে
আছে!' তাই ইস্রায়েলের রাজা, যোসাফাৎ ও এদোমের রাজা তাঁর কাছে গেলেন।

১৩ কিন্তু এলিসেয় ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, 'আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্ক আবার কি?
আপনি আপনার পিতারই নবীদের কাছে যান, আপনার মাতারই নবীদের কাছে যান!' ইস্রায়েলের
রাজা বললেন, 'তা হবে না, কেননা মোয়াবের হাতে তুলে দেবার জন্য প্রভুই তিন রাজা এই
আমাদের একত্রে আহ্বান করলেন।' ১৪ এলিসেয় বললেন, 'আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি,
সেনাবাহিনীর জীবনময় সেই প্রভুর দিব্যি! যদি যুদা-রাজ যোসাফাৎকে সম্মান না করতাম, তবে
আপনার দিকে তাকাতামও না, আপনাকে দেখতামও না! ১৫ যাই হোক, এখন আমার কাছে একজন
বীণাবাদককে আনা হোক।' আর সেই বাদক বীণা বাজিয়ে গান করতে করতে প্রভুর হাত
এলিসেয়ের উপরে এসে পড়ল। ১৬ তিনি বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তোমরা এই উপত্যকায়
গর্তের পর গর্ত খোঁড়, ১৭ কেননা প্রভু একথা বলছেন: তোমরা বাতাসও দেখতে পাবে না, বৃষ্টিও
দেখতে পাবে না, কিন্তু তবুও এই উপত্যকা জলে ভরে উঠবে: তোমরা, তোমাদের সৈন্যদল,
তোমাদের বাহন, সকলেই জল খেতে পাবে। ১৮ প্রভুর দৃষ্টিতে এ অতি সামান্য ব্যাপার, কেননা
তিনি মোয়াবকেও তোমাদের হাতে তুলে দেবেন। ১৯ তোমরা প্রত্যেক প্রাচীর-ঘেরা নগর ও প্রধান

প্রধান শহর দখল করবে, ফলদায়ী যত গাছ কেটে ফেলবে, জলের উৎসগুলো বুজিয়ে দেবে, উর্বর
যত খেত পাথরে ভরিয়ে দিয়ে নষ্ট করবে।’ ২০ পরদিন সকালে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার সময়ে দেখ,
এদোমের দিক দিয়ে জল বয়ে এল, আর অঞ্চলটা জলে প্লাবিত হল।

২১ সকল মোয়াব-অধিবাসী যখন শুনতে পেল যে, রাজারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন,
তখন অস্ত্র চালাতে পারে, এমন বয়সের সব লোককে আহ্বান করা হল; তারা সীমানায় স্থান নিয়ে
রইল। ২২ খুব সকালে উঠে—সূর্য যখন জলের উপরে চক্‌মক্ করছে, এমন সময়েই—মোয়াবীয়েরা
দূর থেকে দেখতে পেল, জল রক্তের মত লাল! ২৩ তখন তারা বলে উঠল, ‘এ তো রক্ত! রাজারা
নিশ্চয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করে একে অপরকে মেরে ফেলেছে। সুতরাং, হে মোয়াব, এখনই
লুট করতে বেরিয়ে পড়!’ ২৪ কিন্তু তারা ইস্রায়েলের শিবিরে এসে পৌঁছলে ইস্রায়েলীয়েরা হঠাৎ
তাদের আক্রমণ করল, আর মোয়াবীয়েরা তাদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল; ইস্রায়েলীয়েরা
এগিয়ে যেতে যেতে মোয়াবীয়দের টুকরো টুকরো করল। ২৫ তারা তাদের শহরগুলো ভূমিসাৎ করল,
প্রত্যেকজন প্রত্যেক উর্বর খেতে একটা করে পাথর ফেলে তা ভরে দিল, জলের উৎসগুলো বুজিয়ে
দিল, ও ফলদায়ী যত গাছ কেটে ফেলল। শেষে কেবল কির-হারেসেৎ বাকি রইল, কিন্তু ফিঙেধারী
সৈন্যেরা তা চারদিকে ঘিরে তার উপর ঘন ঘন পাথর ছুড়ল। ২৬ মোয়াবের রাজা যখন দেখলেন যে,
তাঁর পক্ষে যুদ্ধ অসহ্য হয়েছে, তখন এদোমের রাজার কাছে যাবার জন্য একটা পথ খোলার আশায়
তিনি সাতশ’ খড়্গধারী সৈন্যকে নিজের সঙ্গে নিলেন, কিন্তু সফল হলেন না। ২৭ তখন তিনি, তাঁর
পদে একদিন যার রাজা হওয়ার কথা, তাঁর সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে নগরপ্রাচীরের উপরে
আহুতিবলি রূপে উৎসর্গ করলেন। তখন ইস্রায়েলের উপরে নিদারুণ ক্রোধ জ্বলে উঠল; তারা তাঁর
কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেল।

বিধবার তেল

৪ নবী-সঙ্ঘের একজনের স্ত্রী চিৎকার করে এলিসেয়কে উদ্দেশ করে বলল, ‘আপনার দাস আমার
স্বামী মরেছেন; আপনি তো জানেন, আপনার দাস প্রভুকে ভয় করতেন। এখন ক্রীতদাস করার
জন্য একজন পাওনাদার আমার দু’টো ছেলেকে নিতে এসেছে।’ ২ এলিসেয় তাকে বললেন, ‘আমি
তোমার জন্য কী করতে পারি? আমাকে বল, ঘরে তোমার কী আছে?’ সে উত্তর দিল, ‘গায়ে
মাখবার জন্য এক শিশি তেল ছাড়া আপনার দাসীর আর কিছুই নেই।’ ৩ তিনি বললেন, ‘যাও,
তোমার সমস্ত প্রতিবেশীর কাছ থেকে শূন্য যত পাত্র চেয়ে আন। ৪ একবার ফিরে এসে ঘরের দরজা
বন্ধ কর, এবং তুমি ও তোমার ছেলেরা সেই সকল পাত্রে সেই তেল ঢাল; এক একটা পাত্র পূর্ণ
হলে তা একদিকে রাখ।’ ৫ স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছ থেকে চলে গেল; সে ও তার ছেলেরা ঘরের দরজা
বন্ধ করে দিল: তারা তার কাছে পাত্র আনত আর সে তেল ঢেলে দিত। ৬ সমস্ত পাত্র পূর্ণ হওয়ার
পর সে তার ছেলেকে বলল, ‘আর একটা পাত্র দাও।’ ছেলেটি বলল, ‘আর পাত্র নেই।’ তখন
তেলের স্রোত বন্ধ হল। ৭ স্ত্রীলোকটি গিয়ে পরমেশ্বরের মানুষকে কথাটা জানাল। আর তিনি
বললেন, ‘এবার যাও, সেই তেল বিক্রি করে তোমার ঋণ শোধ কর; আর যে তেল বেঁচে থাকবে,
তা দিয়ে তুমি ও তোমার ছেলেরা দিন কাটাও।’

শুনেমের মহিলার ছেলের পুনর্জীবনলাভ

[৮] একদিন এলিসেয় শুনেমের দিকে যাচ্ছিলেন; সেখানে সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি মহিলা থাকতেন।
তিনি পীড়াপীড়ি করে এলিসেয়কে তাঁর কাছে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ করলেন। পরেও তিনি
যতবার সেই পথ দিয়ে যেতেন, ততবার খাওয়া-দাওয়ার জন্য সেই বাড়িতে থাকতেন। [৯] সেই
মহিলা স্বামীকে বললেন, 'দেখ, আমি নিশ্চিত আছি, ওই যে লোক আমাদের এখানে প্রায়ই আসেন,
উনি পরমেশ্বরের একজন পবিত্র মানুষ। [১০] এসো, তাঁর জন্য আমরা ছাদে দেওয়াল গেঁথে ছোট
একটা থাকার ঘর তৈরি করি; সেই ঘরে একটা বিছানা, একটা টেবিল, একটা বসার আসন ও
একটা বাতিও রাখি; তাহলে উনি যখন আমাদের এখানে আসবেন, তখন সেখানে থাকতে
পারবেন।' [১১] একদিন এলিসেয় সেখানে এসে ছাদের সেই নিরিবিলি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। [১২]
তিনি নিজের চাকর গেহজিকে বললেন, 'শুনামীয়া স্ত্রীলোকটিকে ডেকে আন।' সে তাঁকে ডেকে
আনলে স্ত্রীলোকটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। [১৩] এলিসেয় নিজের চাকরকে বললেন, 'তাঁকে
বল: দেখুন, আমাদের জন্য আপনি যখন এত চিন্তা করেছেন, তখন আপনার জন্য আমরা কী
করতে পারি? রাজার বা সেনাপতির কাছে আপনার কি কোন সুপারিশ পেশ করা প্রয়োজন আছে?'
সেই মহিলা উত্তর দিলেন, 'আমি তো আমার আপন জাতির লোকদের মধ্যে বাস করছি।' [১৪]
এলিসেয় আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাঁর জন্য আমরা কী করতে পারি?' গেহজি উত্তর দিল,
'আচ্ছা, উনি নিঃসন্তান, আর স্বামীর বেশ বয়স হয়েছে।' [১৫] এলিসেয় বললেন, 'তাঁকে ডেকে আন।'
সে তাঁকে ডাকলে তিনি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। [১৬] এলিসেয় বললেন, 'আগামী বছর ঠিক এই
সময়ে আপনি নিজের ছেলেকে কোলে করে থাকবেন।' কিন্তু মহিলাটি বললেন, 'না, প্রভু আমার;
হে পরমেশ্বরের মানুষ, আপনি আপনার এই দাসীকে ভোলাবেন না।' [১৭] কিন্তু মহিলাটি গর্ভবতী
হলেন, এবং এলিসেয়ের কথামত ঠিক সময় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন।

[১৮] ছেলেটি বড় হল; একদিন সে ফসলকাটিয়েদের মধ্যে পিতার কাছে যাবার জন্য বাইরে গেল।
[১৯] পিতাকে উদ্দেশ করে সে হঠাৎ বলে উঠল, 'উঃ আমার মাথা! আমার মাথা!' পিতা একজন
চাকরকে বললেন, 'ওকে ওর মায়ের কাছে তুলে দিয়ে এসো।' [২০] চাকরটি ছেলেটিকে তুলে তার
মায়ের কাছে নিয়ে গেল। দুপুর পর্যন্ত ছেলেটি মায়ের কোলে রইল, তারপর মারা গেল। [২১] তখন
স্ত্রীলোকটি উপরতলায় গিয়ে ছেলেটিকে পরমেশ্বরের মানুষের বিছানার উপরে শুইয়ে রাখলেন, এবং
দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। [২২] স্বামীকে ডেকে তিনি বললেন, 'চাকরদের একজনকে ও একটা
গাধী আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি পরমেশ্বরের মানুষের কাছে শীঘ্রই গিয়ে ফিরে আসব।' [২৩]
স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজই কেন যেতে চাচ্ছ? আজ তো অমাবস্যাও নয়, সাব্বাৎও নয়।' কিন্তু
তাঁর স্ত্রী উত্তরে বললেন, 'দেখা হবে!' [২৪] গাধীকে সাজিয়ে তিনি নিজের চাকরকে বললেন, 'গাধী
চালাও, জোরে চালাও! আমার হুকুম না পেলে গতি কমাবে না!' [২৫] রওনা হয়ে তিনি কার্মেল পর্বতে
পরমেশ্বরের মানুষের কাছে গেলেন। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে পরমেশ্বরের মানুষ তাঁর চাকর
গেহজিকে বললেন, 'ওই যে সেই শুনামীয়া স্ত্রীলোক! [২৬] শীঘ্রই! দৌড় দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা
জানাও; জিজ্ঞাসা কর, আপনি কি ভাল আছেন? আপনার স্বামী কি ভাল আছেন? ছেলেটি কি ভাল
আছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমরা সকলে ভাল আছি।' [২৭] পরে পর্বতে পরমেশ্বরের মানুষের
কাছে এসে পৌঁছে তিনি তাঁর পা ধরলেন। তাঁকে সরাবার জন্য গেহজি এগিয়ে এল, কিন্তু

পরমেশ্বরের মানুষ বললেন, 'তাঁকে ছেড়ে দাও, তাঁর প্রাণ শোকে অবসন্ন, আর প্রভু ব্যাপারটা
আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছেন, আমাকে কিছুই জানাননি।' [২৮] স্ত্রীলোকটি বললেন, 'আমার
প্রভুর কাছে আমি কি পুত্রসন্তান চেয়েছিলাম? আমাকে ভোলাবেন না, একথা আমি কি বলিনি?' [২৯]
এলিসেয় গেহজিকে বললেন, 'কোমর বেঁধে আমার এই লাঠি হাতে নিয়ে রওনা হও: কারও দেখা
পেলে কুশল আলাপ করবে না; কেউ কুশল জিজ্ঞাসা করলে তাকে উত্তর দেবে না। তুমি ছেলেটির
মুখের উপরে আমার এই লাঠি রাখবে।' [৩০] ছেলেটির মা বললেন, 'জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি,
আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।' তখন এলিসেয় উঠে তাঁর পিছু
পিছু চললেন। [৩১] আর গেহজি তাঁদের আগে আগে গিয়ে ছেলেটির মুখের উপরে ওই লাঠি রাখল,
তবু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তাই গেহজি এলিসেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ফিরে গেল;
তাঁকে বলল, 'ছেলেটি জাগেনি।'

[৩২] এলিসেয় বাড়িতে ঢুকলেন, আর ওই যে, ছেলেটি মৃত, তাঁর বিছানায় শায়িত। [৩৩] তিনি ভিতরে
গেলেন, এবং ওই দু'জনকে বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। [৩৪] তারপর
বিছানায় উঠে ছেলেটির উপরে নিজেকে শুইয়ে দিলেন; তার মুখের উপরে নিজের মুখ, তার
চোখের উপরে নিজের চোখ, তার হাত দু'টোর উপরে নিজের হাত দু'টো রেখে তিনি তার উপরে
নত হতে হতে ছেলেটির গায়ের তাপ ক্রমে ফিরে আসতে লাগল। [৩৫] তারপর বিছানা ছেড়ে তিনি
ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করতে লাগলেন; পরে ছেলেটির উপরে আবার নত হলেন—তিনি পর
পর সাতবার তাই করলেন। তখন ছেলেটি হাঁচি দিল, তারপর চোখ মেলে তাকাল। [৩৬] এলিসেয়
গেহজিকে ডেকে বললেন, 'ওই শুনামীয়াকে ডেকে আন।' সে তাঁকে ডাকতে গেল; স্ত্রীলোকটি তাঁর
কাছে এলে এলিসেয় বললেন, 'আপনার ছেলেকে তুলে নিন।' [৩৭] স্ত্রীলোকটি ভিতরে এসে তাঁর পায়ে
লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে প্রণিপাত করলেন, এবং নিজের ছেলেকে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

এলিসেয় দ্বারা সাধিত নানা আশ্চর্য কাজ

[৩৮] এলিসেয় গিল্গালে ফিরে গেলেন; সেই অঞ্চলে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল। নবী-সঙ্ঘের
কয়েকজন সদস্য তখন তাঁর সামনে বসে ছিল; তিনি নিজ চাকরকে বললেন, 'বড় হাঁড়ি চড়িয়ে
নবী-সঙ্ঘের এই লোকদের জন্য শুরুয়া রান্না কর।' [৩৯] তাদের একজন মাঠে শাকসবজি কুড়তে
গেল, এবং একটা বুনো লতা পেয়ে তার বুনো লাউফলে চাদর ভরে আনল। ফিরে এসে তা কুটে
রান্নার হাঁড়িতে দিল; কিন্তু সেগুলো কি, তা তারা জানত না। [৪০] লোকদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য
শুরুয়া ঢেলে দিলে তারা তা মুখে দেওয়ামাত্র চিৎকার করে বলল, 'হে পরমেশ্বরের মানুষ, হাঁড়ির
মধ্যে রয়েছে মৃত্যু!' আর তারা তা খেতে পারছিল না। [৪১] এলিসেয় বললেন, 'খানিকটা ময়দা
আন।' তা হাঁড়িতে ফেলে তিনি বললেন, 'লোকদের জন্য ঢেলে দাও, তারা খেয়ে নিক।' হাঁড়িতে
মন্দ কিছুই আর রইল না!

[৪২] বায়াল-শালিশা থেকে একজন লোক এল, সে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে ফসলের প্রথমাংশ
হিসাবে কুড়িখানা যবের রুটি নিয়ে এল; সেই সঙ্গে নিয়ে এল থলিতে করে নতুন গমের শস্য।
এলিসেয় বললেন, 'ওগুলো লোকদের দিয়ে দাও, তারা খেয়ে নিক।' [৪৩] কিন্তু যে লোক খাবার
পরিবেশন করছিল, সে বলল, 'একশ' লোকের সামনে আমি তা কী করে দেব?' এলিসেয় আবার

বললেন, ‘ওগুলো লোকদের দিয়ে দাও, তারা খেয়ে নিক; কারণ প্রভু একথা বলছেন: তারা খাবে
আর কিছু খাবার পড়েও থাকবে।’ ৪৪ তাই চাকরটি লোকদের পরিবেশন করতে লাগল। সকলে খেল
আর কিছু খাবার পড়েও থাকল, ঠিক যেমনটি প্রভু বলেছিলেন।

নামানের সুস্থতা-লাভ

৫ আরাম-রাজার সেনাপতি নামান তাঁর প্রভুর দৃষ্টিতে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন,
কারণ তাঁরই দ্বারা প্রভু আরামীয়দের জয়ী করে তুলেছিলেন। কিন্তু এই বীরপুরুষ সংক্রামক
চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন। ২ আরামীয়েরা দলে দলে লুট করার জন্য হানা দিয়ে একসময়ে ইস্রায়েল
দেশ থেকে একটি ছোট মেয়েকে বন্দি করে এনেছিল, আর মেয়েটি ওই নামানের স্ত্রীর সেবায় নিযুক্ত
হয়েছিল। ৩ সে তার কর্ত্রীকে বলল, ‘আহা, আমার প্রভু সামারিয়ার নবীর সঙ্গে যদি একবার দেখা
করতেন, তিনি নিশ্চয়ই চর্মরোগ থেকে তাঁকে মুক্ত করতেন!’ ৪ নামান তাঁর প্রভুকে গিয়ে বললেন,
‘ইস্রায়েল দেশের সেই মেয়ে এই এই কথা বলছে।’ ৫ আরাম-রাজা বললেন, ‘তাহলে তুমি সেখানে
যাও। আমি ইস্রায়েলের রাজার কাছে একটা পত্র পাঠাচ্ছি।’ তখন নামান রওনা হলেন। সঙ্গে তিনি
দশ তলন্ত রুপো, ছ’হাজার শেকেল সোনা আর দশটা পোশাক নিলেন। ৬ তিনি গিয়ে ইস্রায়েলের
রাজার হাতে পত্রটা দিলেন; পত্রে লেখা ছিল: ‘দেখুন, এই পত্রের সঙ্গে আমি আমার কর্মচারী
নামানকে পাঠালাম, আপনি যেন তাকে চর্মরোগ থেকে মুক্ত করে দেন।’ ৭ পত্রটা পড়ে ইস্রায়েলের
রাজা পোশাক ছিঁড়ে ফেলে বলে উঠলেন, ‘মৃত্যু দেওয়া ও জীবনে বাঁচিয়ে রাখার দেবতাই কি আমি
যে, লোকটা একটা চর্মরোগীকে সারিয়ে তোলার জন্য আমার কাছে পাঠাবে! দেখ, তোমরা এবার
স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ: লোকটা আমার সঙ্গে বিবাদ বাধাবার সুযোগ খুঁজছে।’

৮ ইস্রায়েলের রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছেন, একথা শুনে পরমেশ্বরের মানুষ এলিসেয়
রাজার কাছে একথা বলে পাঠালেন: ‘আপনি কেন পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছেন? লোকটা আমার
কাছেই আসুক; তবে সে জানতে পারবে যে, ইস্রায়েলে একজন নবী আছে।’

৯ তাই নামান তাঁর যত ঘোড়া ও রথ নিয়ে এলিসেয়ের বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। ১০
এলিসেয় দূতের মধ্য দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, ‘আপনি গিয়ে যর্দনে সাতবার স্নান করুন।
তাহলে আপনার গায়ের চামড়া নতুন হবে, আর আপনি শুচি হয়ে উঠবেন।’ ১১ নামান ক্রুদ্ধ হয়ে
চলে গেলেন; যেতে যেতে মনের অসন্তোষে তিনি বলছিলেন, ‘দেখ, আমি ভাবছিলাম, তিনি নিশ্চয়
বেরিয়ে আসবেন, এবং আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর নাম করবেন; দূষিত জায়গার
উপরে হাত বুলিয়ে তিনি আমার চর্মরোগ সারিয়ে তুলবেন। ১২ দামাস্কাসের আবানা ও পারপার
নদীর জল কি ইস্রায়েলের সমস্ত জলাশয়ের চেয়ে ভাল নয়? শুচি হবার জন্য আমি কি সেগুলিতেই
স্নান করতে পারি না?’ আর মুখ ফিরিয়ে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। ১৩ কিন্তু তাঁর দাসেরা তাঁর
কাছে এসে বলল, ‘পিতা আমার, ওই নবী যদি আপনাকে কঠিন কোন কাজ করতে বলতেন,
আপনি কি তা করতেন না? তবে তিনি যখন শুধু বলেন, স্নান কর, তুমি শুচি হয়ে উঠবে, তখন
তাঁর এই কথা মেনে নেওয়াই কি আরও উচিত নয়?’ ১৪ তাই তিনি পরমেশ্বরের মানুষের বাণীমত
যর্দনের ধারে নেমে গিয়ে সাতবার ডুব দিলেন, আর তাঁর গায়ের চামড়া আবার একটি ক্ষুদ্র
বালকের চামড়ার মত হয়ে উঠল—তিনি শুচি ছিলেন!

১৫ তিনি তাঁর অনুগামীদের সমস্ত দল নিয়ে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে ফিরে ঘরের ভিতরে
গেলেন; তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এবার আমি জানতে পেরেছি, কেবল ইস্রায়েলে ছাড়া সারা
পৃথিবীতে আর কোথাও ঈশ্বর নেই! এখন, দয়া ক'রে, আপনি আপনার এই দাসের হাত থেকে কিছু
উপহার গ্রহণ করে নিন।' ১৬ কিন্তু এলিসেয় বলে উঠলেন, 'আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেই
জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি কিছুই গ্রহণ করে নেব না।' নামান তা গ্রহণ করে নিতে সাধাসাধি
করছিলেন, তবু এলিসেয় তা নিতে রাজি হলেন না। ১৭ তখন নামান বললেন, 'যখন আপনি
বলছেন "না," তখন অন্তত এমনটি দেওয়া হোক, যেন আপনার এই দাস এই দেশের কিছুটা মাটি
নিয়ে যেতে পারে—দু'টো খচ্চর যতটা বইতে পারে, ততটা। কেননা আজ থেকে আপনার এই দাস
প্রভুর উদ্দেশে ছাড়া অন্য কোন দেবতার উদ্দেশে কোন আহুতি বা যজ্ঞবলি আর কখনও উৎসর্গ
করবে না। ১৮ তবে কেবল এই বিষয়েই প্রভু আপনার এই দাসকে ক্ষমা করুন: আমার প্রভু
প্রণিপাত করার জন্য যখন রিম্মোন-দেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন ও আমার হাতে ভর দেন, তখন
আমাকেও রিম্মোন-দেবের মন্দিরে প্রণিপাত করতে হবে; তবে রিম্মোন-দেবের মন্দিরে এই প্রণিপাত
বিষয়ে প্রভু আপনার এই দাসকে যেন ক্ষমা করেন।' ১৯ এলিসেয় তাঁকে বললেন, 'শান্তিতে যান।'
তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কিছু দূরে হেঁটে গিয়েছেন, ২০ এমন সময় পরমেশ্বরের মানুষ
এলিসেয়ের চাকর গেহজি মনে মনে বলল, 'আমার প্রভু ওই আরামীয় নামানকে অমনি ছেড়ে
দিলেন, তাঁর হাত থেকে তাঁর আনা জিনিস গ্রহণ করে নিলেন না; জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আমি
তাঁর পিছু পিছু দৌড়ে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছুটা নেব।' ২১ গেহজি নামানের পিছু পিছু দৌড়ে
গেল। নামান নিজের পিছু পিছু একজনকে দৌড়ে আসতে দেখে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রথ
থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মঙ্গল তো?' ২২ সে উত্তর দিল, 'মঙ্গল! আমার প্রভু এই বলে
আমাকে পাঠালেন: দেখুন, এইমাত্র এফ্রাইমের পার্বত্য প্রদেশ থেকে নবী-সঙ্ঘের দু'জন যুবক
এল; বিনয় করি, তাদের জন্য এক রুপোর বাট ও দু'টো পর্বীয় পোশাক দিন।' ২৩ নামান বললেন,
'এক বাট কেন, দুই বাট নাও।' আর তিনি গেহজিকে তা গ্রহণ করে নিতে সাধাসাধি করলেন;
তিনি নিজে দুই থলিতে দু'বাট রুপো বেঁধে দু'টো পর্বীয় পোশাকের সঙ্গে তাঁর দু'জন চাকরকে
দিলেন, আর তারা গেহজির আগে আগে তা বইতে লাগল। ২৪ ওফেলে এসে পৌঁছলে সে তাদের
হাত থেকে সেই সমস্ত কিছু নিয়ে ঘরের মধ্যে রাখল এবং সেই লোকদের বিদায় দিলে তারা চলে
গেল। ২৫ পরে সে ভিতরে গিয়ে তার প্রভুর সামনে দাঁড়াল। এলিসেয় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'গেহজি, তুমি কোথা থেকে আসছ?' সে বলল, 'আপনার দাস কোথাও যায়নি।' ২৬ তখন তিনি
তাকে বললেন, 'লোকটি যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রথ থেকে নামলেন, তখন আমার
মন কি উপস্থিত ছিল না? এ কি রুপো নেওয়ার সময়? এ কি পোশাক, জলপাইবাগান ও
আঙুরখেত, মেষ, বলদ ও দাস-দাসী নেওয়ার সময়? ২৭ তাই নামানের সেই চর্মরোগ তোমাতে ও
তোমার বংশে চিরকাল লেগে থাকবে!' গেহজি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিল, চর্মরোগের কারণে
তার গা ছিল হিমের মত সাদা।

ভেসে ওঠা কুড়ালের লোহা

৬ নবী-সঙ্ঘের সদস্যেরা এলিসেয়কে বলল, 'দেখুন, যে জায়গায় আমরা আপনার সামনে আসন

গ্রহণ করি, তা আমাদের পক্ষে বেশি সঙ্কীর্ণ এক জায়গা। ২ অনুমতি দিন, আমরা যর্দনে গিয়ে
প্রত্যেকে সেখান থেকে একটা কড়িকাঠ তুলে নিয়ে আমাদের জন্য একটা বাসস্থান তৈরি করি।'
তিনি উত্তর দিলেন, 'যাও।' ৩ আর একজন বলল, 'প্রসন্ন হয়ে আপনিও আপনার দাসদের সঙ্গে
চলুন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'যাব,' ৪ আর তাদের সঙ্গে গেলেন। যর্দনে এসে পৌঁছে তারা কাঠ
কাটতে লাগল। ৫ তখন এমনটি ঘটল যে, একজন কাঠ কাটছিল, এমন সময় কুড়ালের ফলা জলে
পড়ে গেল। সে চিৎকার করে বলল, 'হায় হায়, প্রভু আমার! কুড়ালটাকে ধার করেই নেওয়া
হয়েছিল!' ৬ পরমেশ্বরের মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুড়াল কোথায় পড়েছে?' সে তাঁকে
জায়গা দেখাল। তখন এলিসেয় এক টুকরো কাঠ কেটে সেই জায়গায় ফেললেন আর লোহাটা ভেসে
উঠল। ৭ তিনি বললেন, 'কুড়ালটা তুলে নাও।' সে হাত বাড়িয়ে তা তুলে নিল।

অন্ধতায় আক্রান্ত আরামীয় এক সৈন্যদল

৮ আরাম-রাজ সেসময়ে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন; তিনি তাঁর সেনানায়কদের সঙ্গে
মন্ত্রণাসভায় বসে বললেন, 'আক্রমণের জন্য আমার শিবির অমুক অমুক জায়গায় স্থাপন করা
হোক।' ৯ কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ ইস্রায়েলের রাজাকে বলে পাঠালেন, 'সাবধান, অমুক জায়গা
রক্ষা করতে অবহেলা করবেন না, কারণ সেইখানে আরামীয়েরা আক্রমণ চালাবে।' ১০ এলিসেয় যে
জায়গা উল্লেখ করলেন, রাজা সেই অনুসারে সেখানে লোক পাঠিয়ে জায়গাটা রক্ষা করলেন। তাই
এলিসেয় খবর পাঠাতেন, এবং রাজা সাবধান থাকতেন; আর তেমনটি শুধু দু' একবার ঘটেনি!
১১ এই ব্যাপারে আরাম-রাজ অন্তরে যথেষ্ট বিরক্ত হলেন; তিনি তাঁর সেনানায়কদের কাছে ডেকে
বললেন, 'আমাদের মধ্যে যে কেইবা ইস্রায়েলের রাজার পক্ষে, তা তোমরা কি আমাকে বলতে পার
না?' ১২ তাঁর সেনানায়কদের মধ্যে একজন বলল, 'হে আমার প্রভু মহারাজ, তা নয়; কেননা আপনি
আপনার শোয়ার ঘরে যা কিছু বলেন, ইস্রায়েলের নবী সেই এলিসেয় ইস্রায়েলের রাজাকে তা সবই
বলে দেন।' ১৩ রাজা বললেন, 'যাও; দেখ লোকটা কোথায়; আমি লোক পাঠিয়ে তাকে গ্রেপ্তার
করব।' পরে তাঁকে বলা হল, 'দেখুন, তিনি দোথানে আছেন।' ১৪ রাজা বহু বহু ঘোড়া, রথ ও বিপুল
সৈন্যদল সেখানে পাঠালেন। তারা রাত্রিবেলায় সেখানে এসে পৌঁছে শহরটাকে ঘিরে ফেলল। ১৫
পরদিন পরমেশ্বরের মানুষ খুব সকালে উঠে বাইরে গেলেন, তখন দেখ, বহু বহু ঘোড়া ও রথসহ
এক সৈন্যদল শহরটাকে ঘিরে ফেলে আছে। তাঁর চাকর তাঁকে বলল, 'হায় হায়, প্রভু আমার!
আমরা কী করব?' ১৬ তিনি উত্তর দিলেন, 'ভয় করো না, কারণ ওদের পক্ষে যারা, তাদের চেয়ে
আমাদের পক্ষে যারা, তারাই বেশি।' ১৭ তখন এলিসেয় এই বলে প্রার্থনা করলেন, 'প্রভু, এর চোখ
খুলে দাও, এ যেন দেখতে পায়।' প্রভু দাসের চোখ খুলে দিলেন, এবং দাস দেখতে পেল: দেখ,
এলিসেয়ের চারপাশে অগ্নিঘোড়ায় ও অগ্নিরথে পর্বত পরিপূর্ণ!
১৮ আরামীয়েরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল বিধায় এলিসেয় এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা
করলেন, 'বিনয় করি, এই লোকদের সূর্যের আলোয় ধাঁধিয়ে দাও!' আর প্রভু এলিসেয়ের কথামত
তাদের সূর্যের আলোয় ধাঁধিয়ে দিলেন। ১৯ এলিসেয় তাদের বললেন, 'এ তো সেই পথ নয়, এ সেই
শহর নয়! আমার পিছু পিছু এসো, তোমরা যার খোঁজ করছ, আমি তোমাদের তার কাছে নিয়ে
যাব।' আর তিনি তাদের সামারিয়ায় নিয়ে গেলেন। ২০ তারা সামারিয়ায় প্রবেশ করলেই এলিসেয়

বললেন, 'প্রভু, এদের চোখ খুলে দাও, এরা যেন দেখতে পায়।' প্রভু তাদের চোখ খুলে দিলেন
আর তারা দেখতে পেল; আর দেখ, তারা সামারিয়ার মধ্যেই রয়েছে! ২১ তাদের দেখতে পেয়ে
ইস্রায়েলের রাজা এলিসেয়কে বললেন, 'পিতা আমার, এদের কি প্রাণে মারব?' ২২ তিনি উত্তর
দিলেন, 'না, এদের প্রাণে মারবেন না। আপনি কি খড়্গ ও ধনুক দ্বারা বন্দিদের প্রাণে মেরে
থাকেন? এদের সামনে বরং রুটি ও জল রাখুন; এরা খাওয়া-দাওয়া করুক, তারপর নিজেদের
প্রভুর কাছে ফিরে যাক।' ২৩ তাই তাদের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করা হল; তারা
খাওয়া-দাওয়া করার পর তিনি তাদের বিদায় দিলেন আর তারা তাদের প্রভুর কাছে ফিরে গেল।
লুট করার জন্য আরামীয়দের কোন দল ইস্রায়েলে আর কখনও আসল না।

সামারিয়ার দ্বিতীয় অবরোধের সময়ে এলিসেয়ের ভূমিকা

২৪ এই সমস্ত ঘটনার পর আরাম-রাজ বেন্-হাদাদ তাঁর সমস্ত সৈন্যদল জড় করে রণ-অভিযানে
বেরিয়ে পড়ে সামারিয়া অবরোধ করলেন। ২৫ সামারিয়ায় অসাধারণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছিল; আর
অবরোধ এত কঠোর ছিল যে, শেষে একটা গাধার মাথার দাম ছিল আশি রুপোর টাকা, এবং এক
পোয়া বুনো পিঁয়াজের দাম ছিল পাঁচ রুপোর টাকা।

২৬ একদিন ইস্রায়েলের রাজা নগরপ্রাচীরের উপরে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক তাঁর
দিকে চিৎকার করে বলল, 'হে আমার প্রভু মহারাজ, আমাকে ত্রাণ করুন!' ২৭ রাজা বললেন, 'যখন
প্রভু তোমাকে ত্রাণ করেন না, তখন আমি তোমার জন্য কোথা থেকে পরিত্রাণ পাব? কি খামার
থেকে? না আঙুরপেষাইকুণ্ড থেকে?' ২৮ রাজা বলে চললেন, 'তোমার ব্যাপার কী?' সে উত্তরে
বলল, 'এই স্ত্রীলোকটা আমাকে বলল, তোমার ছেলেটিকে দাও, আজ আমরা তাকে খাই; আমার
ছেলেটিকে আগামীকাল খাব! ২৯ তাই আমরা আমার ছেলেকে রান্না করে খেলাম। পরদিন আমি
একে বললাম, তোমার ছেলেটিকে দাও, আমরা খাই; কিন্তু এ ছেলেটিকে লুকিয়ে রেখেছে।' ৩০
স্ত্রীলোকটির তেমন কথা শুনে রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। তিনি নগরপ্রাচীরের উপরে
বেড়াচ্ছিলেন, তাই লোকেরা দেখতে পেল যে পোশাকের নিচে তাঁর গায়ে চটের কাপড় বাঁধা! ৩১
তিনি বললেন, 'আজ যদি শাফাটের ছেলে এলিসেয়ের মাথা কাঁধে থাকে, তবে পরমেশ্বর আমাকে
এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন!'

৩২ সেসময় এলিসেয় নিজের বাড়িতে বসে ছিলেন; তাঁর সঙ্গে প্রবীণেরাও বসে ছিলেন। রাজা
আগে আগে একজন লোক পাঠালেন; দূত আসবার আগে এলিসেয় প্রবীণদের বললেন, 'দেখেছ?
সেই খুনীর সন্তান আমার মাথা কেটে ফেলার হুকুম দিয়েছে! সাবধান, সেই দূত এলে দরজা বন্ধ
কর; তার সামনে দরজা আটকে রাখ! তার পিছনে কি তার প্রভুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?' ৩৩
তিনি তখন কথা বলছেন, এমন সময় রাজা নিজেই তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন; এলিসেয়কে তিনি
বললেন, 'এই অমঙ্গল নিশ্চয়ই প্রভুর কাছ থেকে আসছে। আমি প্রভুতে আর প্রত্যাশা রাখব কেন?'
৭ এলিসেয় বললেন, 'তোমরা প্রভুর বাণী শোন। প্রভু একথা বলছেন: আগামীকাল ঠিক এই সময়ে
সামারিয়ার নগরদ্বারে পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যব দশ টাকায় বিক্রি হবে!' ২
কিন্তু রাজা যে অশ্বপালের বাহুতে ভর করছিলেন, সে প্রতিবাদ করে পরমেশ্বরের মানুষকে বলল,
'অবশ্য, প্রভু না কি আকাশের জানালাগুলো খুলে দিচ্ছেন! এমন কিছু কি হতে পারবে?' তিনি

বললেন, 'দেখ, তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে, কিন্তু সেটার কিছুই খেতে পারবে না!'
৩ সেসময় নগরদ্বারের সামনে সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত চারজন লোক ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলছিল, 'আমরা এখানে বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকব কেন? ৪ যদি বলি, শহরের ভিতরে যাব, কৈ, শহরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ আছে, সেখানে মরব। যদি এখানে বসে থাকি, তবুও মরব। তাহলে, এসো, আমরা আরামীয়দের শিবিরে যাই; তারা আমাদের বাঁচায় তো বাঁচব, মেরে ফেলে তো মরব!' ৫ তাই তারা আরামীয়দের শিবিরে যাবার জন্য সন্ধ্যায় রওনা হল। যখন তারা আরামীয়দের শিবিরের সীমানায় এসে পৌঁছল, তখন দেখ, সেখানে কেউ নেই! ৬ কেননা প্রভু আরামীয়দের সৈন্যদলকে রথ ও ঘোড়ার শব্দ শুনিয়েছিলেন, বিপুল সৈন্যদলের শব্দও শুনিয়েছিলেন; তাই তারা একে অপরকে বলেছিল, 'দেখ, আমাদের আক্রমণ করার জন্য ইস্রায়েলের রাজা আমাদের বিরুদ্ধে হিত্তীয়দের রাজাদের ও মিশরীয়দের রাজাদের ভাড়া করেছে।' ৭
তাই তারা সন্ধ্যাবেলায় পালিয়ে গেছিল; তাদের তাঁবু, ঘোড়া, গাধা, সব শিবিরটাই যেমনটি ছিল, তা সেই অবস্থায় ছেড়ে নিজেদের বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেছিল। ৮ সেই চর্মরোগীরা শিবিরের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছে একটা তাঁবুর মধ্যে গেল, এবং খাওয়া-দাওয়া করার পর সেখান থেকে রুপো, সোনা ও যত পোশাক লুট করে নিয়ে তা লুকোতে গেল; পরে আবার সেখানে গিয়ে আর এক তাঁবুর মধ্যে গেল এবং সেখান থেকেও সবকিছু লুট করে নিয়ে লুকোতে গেল।
৯ তারা একে অপরকে বলল, 'আমাদের এ ব্যবহার ভাল নয়; আজ তো শুভসংবাদের দিন, অথচ আমরা চুপ করে আছি। কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমাদের উপরে শাস্তিও নেমে আসতে পারে। এসো, এখনই শহরের ভিতরে গিয়ে রাজপ্রাসাদে খবরটা দিয়ে যাই।' ১০ তারা গিয়ে শহরের দ্বাররক্ষকদের ডেকে তাদের এই সংবাদ দিল, 'আমরা আরামীয়দের শিবিরে গিয়েছি; আর দেখ, সেখানে কেউ নেই, কোন মানুষের শব্দও নেই। শুধু ঘোড়াগুলো ও গাধাগুলোই সেখানে বাঁধা, আর তাঁবুগুলো যেমনটি ছিল, সেই অবস্থায় পড়ে আছে।' ১১ তখন দ্বাররক্ষকেরা চিৎকার করল আর সংবাদটা রাজপ্রাসাদের মধ্যে দেওয়া হল।
১২ রাজা রাতে উঠে তাঁর সেনানায়কদের বললেন, 'আরামীয়েরা আমাদের প্রতি কী করেছে, আমি তা তোমাদের বলি: আমরা যে ক্ষুধার্ত, একথা জেনে তারা খোলা মাঠে লুকিয়ে থাকবার জন্য শিবির থেকে বাইরে গেছে; তারা ভাবছে, ওরা শহর থেকে বেরিয়ে গেলেই আমরা ওদের জিয়ন্তই ধরব, তারপর শহরের মধ্যে প্রবেশ করব।' ১৩ তাঁর সেনানায়কদের একজন উত্তরে বলল, 'তবে শহরে যত ঘোড়া বেঁচে রয়েছে, সেগুলির মধ্যে পাঁচটা নেওয়া হোক; যাই ঘটুক না কেন, ইস্রায়েলের এই বাকি লোকদের যে দশা হবে, ঘোড়াদের একই দশা হবে। তাই আসুন, ওদের পাঠিয়ে দেখি।' ১৪ তখন তারা ঘোড়া সহ দু'টো রথ নিল; রাজা এই বলে তাদের আরামীয়দের সৈন্যদলের পিছু পিছু পাঠালেন, 'দেখে এসো।' ১৫ তারা ওদের পিছু পিছু যর্দন পর্যন্ত গেল, আর দেখ, আরামীয়েরা ভয়ে যা কিছু ফেলে গেছিল, সেই সমস্ত কাপড়-চোপড়ে ও জিনিসপত্রে সমস্ত পথ ভরা। দূতেরা ফিরে এসে রাজাকে খবর দিল। ১৬ তখন সকলে বেরিয়ে পড়ে আরামীয়দের শিবির লুট করল; আর পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যবও দশ টাকায় বিক্রি হল, ঠিক যেমনটি প্রভু বলে গেছিলেন।
১৭ রাজা যে অশ্বপালের বাহুতে ভর করছিলেন, তাকেই তিনি নগরদ্বারের প্রহরী করে নিযুক্ত

করেছিলেন; কিন্তু নগরদ্বারের কাছে লোকেরা তাকে পায়ে মাড়িয়ে দিল, আর সে মারা গেল, ঠিক যেমনটি পরমেশ্বরের মানুষ তখনই বলে দিয়েছিলেন, যখন রাজা পরমেশ্বরের মানুষের কাছে গিয়েছিলেন। [১৮] বাস্তবিকই, পরমেশ্বরের মানুষ যখন রাজাকে বলেছিলেন, 'আগামীকাল ঠিক এই সময়ে সামারিয়ার নগরদ্বারে পাঁচ কিলো ময়দা দশ টাকা ও পাঁচ কিলো যব দশ টাকায় বিক্রি হবে!' [১৯] তখন সেই অশ্বপাল প্রতিবাদ করে পরমেশ্বরের মানুষকে বলেছিল, 'অবশ্য, প্রভু না কি আকাশের জানালাগুলো খুলে দিচ্ছেন! এমন কিছু কি হতে পারবে?' আর তিনি বলেছিলেন, 'দেখ, তুমি নিজের চোখে তা দেখতে পাবে, কিন্তু সেটার কিছুই খেতে পারবে না!' [২০] হ্যাঁ, তার ঠিক এই দশা ঘটল: নগরদ্বারে লোকেরা তাকে পায়ে মাড়িয়ে দিল আর সে মারা গেল।

শুনেমের মহিলার কাহিনীর সমাপ্তি

৮ এলিসেয় যে স্ত্রীলোকের ছেলেকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন, তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি উঠে পরিবার-সহ চলে যান, এবং যেখানে বাস করার মত ভাল স্থান পান, সেখানে—আপনার নিজের দেশের বাইরেই গিয়ে বাস করুন, কেননা প্রভু দুর্ভিক্ষ ডেকেছেন, আর তা এসে সাত বছর ধরে এদেশে থাকবে।' [২] সেই স্ত্রীলোক উঠে পরমেশ্বরের মানুষের বাণীমত কাজ করেছিলেন: তিনি ও তাঁর পরিবার গিয়ে সাত বছর ফিলিস্তিনিদের এলাকায় বাস করেছিলেন।

[৩] সেই সাত বছর শেষে সেই স্ত্রীলোক ফিলিস্তিনিদের এলাকা থেকে ফিরে এলেন আর রাজার কাছে গিয়ে তাঁর নিজের বাড়ি ও জমি আদায় করলেন। [৪] সেই মুহূর্তে রাজা পরমেশ্বরের মানুষের চাকর গেহজির সঙ্গে কথা বলছিলেন; তিনি বলছিলেন, 'এলিসেয় যে সমস্ত মহাকর্ম সাধন করেছেন, সেই সবকিছুর বিবরণ আমাকে দাও।' [৫] এলিসেয় কিভাবে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, গেহজি তারই বিবরণ রাজাকে দিচ্ছিল, এমন সময়, যাঁর ছেলেকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, সেই স্ত্রীলোক নিজেই তাঁর নিজের বাড়ি ও জমি আদায় করার জন্য রাজার কাছে এলেন। গেহজি বলে উঠল, 'হে আমার প্রভু মহারাজ, এই সেই স্ত্রীলোক, এই তাঁর ছেলে, যাকে এলিসেয় পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন!' [৬] রাজা স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তাঁকে ব্যাপারটা জানালেন। রাজা তাঁর পক্ষে একজন কর্মচারীকে এই বলে নিযুক্ত করলেন, 'এর সবকিছু, এবং এ যেদিন দেশ ত্যাগ করেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এর জমিতে যা কিছু ফসল হয়েছে, তার সমস্ত উপস্বত্ব একে ফিরিয়ে দাও।'

দামাস্কাসে এলিসেয় ও হাজায়েল

[৭] এলিসেয় দামাস্কাসে গেলেন। তখন আরাম-রাজ বেন্-হাদাদ অসুস্থ ছিলেন; তাঁকে একথা জানানো হল, 'পরমেশ্বরের মানুষ এখান পর্যন্তই এসেছেন!' [৮] রাজা হাজায়েলকে বললেন, 'উপহার সঙ্গে নিয়ে পরমেশ্বরের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাও; তাঁর দ্বারা প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, এই অসুস্থতা থেকে আমি বাঁচতে পারব কিনা।' [৯] হাজায়েল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন: তিনি উপহার সঙ্গে নিয়ে, এমনকি, সব ধরনের উত্তম বস্তু চল্লিশটা উটের পিঠে দিয়ে দামাস্কাসে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন; বললেন, 'আপনার সন্তান আরাম-রাজ বেন্-হাদাদ আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন: এই অসুস্থতা থেকে আমি কি বাঁচতে পারব?' [১০] এলিসেয় তাঁকে বললেন, 'আপনি তাঁকে গিয়ে বলুন: অবশ্য বাঁচবেন; তবু প্রভু আমাকে একথা জানিয়েছেন যে,

তাঁর মৃত্যু অনিবার্য।’ [11] পরে তিনি একদৃষ্টে বহুক্ষণ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, আর শেষে
পরমেশ্বরের মানুষ কেঁদে ফেললেন। [12] হাজায়েল জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমার প্রভু কাঁদছেন কেন?’
তিনি উত্তরে বললেন, ‘কারণটা এই: আপনি ইস্রায়েল সন্তানদের যে অমঙ্গল ঘটাবেন, তা আমি
জানি; হ্যাঁ, আপনি তাদের যত দৃঢ়দুর্গ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন, তাদের যুবকদের খড়্গোর আঘাতে
প্রাণে মারবেন, তাদের শিশুদের ধরে আছাড় মারবেন ও তাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পেট বিঁধিয়ে
দেবেন।’ [13] হাজায়েল বললেন, ‘আপনার এই দাস কি? একটা কুকুর কেমন করে এমন মহাকর্ম
সাধন করতে পারবে?’ এলিসেয় বললেন, ‘প্রভু আমাকে দেখিয়েছেন যে, আপনিই আরামের রাজা
হবেন।’

[14] এলিসেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তাঁর প্রভুর কাছে গেলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা
করলেন, ‘এলিসেয় তোমাকে কী বললেন?’ হাজায়েল উত্তর দিলেন, ‘তিনি আমাকে বললেন,
আপনি অবশ্যই বাঁচবেন!’ [15] কিন্তু পরদিন হাজায়েল একটা কম্বল জলে ডুবিয়ে তা রাজার মুখের
উপরে ছড়িয়ে দিলেন। রাজা মরলেন আর হাজায়েল তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ যোরাম (৮৪৮-৮৪১)

[16] ইস্রায়েল-রাজ আহাবের সন্তান যোরামের পঞ্চম বর্ষে যুদা-রাজ যোসাফাতের সন্তান যেহোরাম
রাজ্যভার গ্রহণ করেন। [17] তিনি বত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে আট বছর
রাজত্ব করেন। [18] আহাবের কুল যেমন করছিল, তিনিও তেমনি ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চললেন,
কারণ তিনি আহাবের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন
কাজই করলেন। [19] তথাপি তাঁর আপন দাস দাউদের খাতিরে প্রভু যুদাকে বিনাশ করতে চাইলেন
না; তিনিই তো দাউদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর ও তাঁর সন্তানদের জন্য সর্বদাই
এক প্রদীপ যুগিয়ে দেবেন।

[20] তাঁর আমলে এদোম যুদার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের উপরে একজনকে রাজা
করল। [21] তখন যোরাম তাঁর সমস্ত রথ সঙ্গে নিয়ে জেইরাতে পার হলেন। রাত্রিবেলায় উঠে তিনি ও
তাঁর সমস্ত রথ, যারা তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল, সেই এদোমীয়দের মধ্য দিয়ে সবলে নিজের জন্য পথ
করে নিলেন; লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুতে পালিয়ে গেল। [22] কিন্তু তবুও এদোম যুদার শাসনের
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আজ পর্যন্ত স্বাধীন হয়ে রয়েছে। সেসময় লিব্নাও বিদ্রোহ করল।

[23] যোরামের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ
নেই? [24] পরে যোরাম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে
দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আহাজিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ আহাজিয়া (৮৪১)

[25] ইস্রায়েল-রাজ আহাবের সন্তান যোরামের দ্বাদশ বর্ষে যুদা-রাজ যেহোরামের সন্তান আহাজিয়া
রাজ্যভার গ্রহণ করেন। [26] আহাজিয়া বাইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে এক
বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মাতার নাম আথালিয়া, তিনি ইস্রায়েল-রাজ অম্রির পৌত্রী। [27] আহাজিয়া
আহাবকুলের পথে চললেন, এবং আহাবকুল যেমন করছিল, তিনিও তেমনি প্রভুর দৃষ্টিতে যা
অন্যায় তেমন কাজই করলেন, কেননা তিনি আহাবকুলের জামাই ছিলেন। [28] তিনি আহাবের সন্তান

যোরামের সঙ্গে রামোৎ-গিলেয়াদে আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলেন, আর
আরামীয়েরা যোরামকে আহত করল। ২৯ তাই যোরাম রাজা আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করার সময়ে রামায় আরামীয়েরা তাঁকে যে সকল আঘাত করে, তা থেকে সুস্থতা লাভের জন্য তিনি
যেস্রেয়েলে ফিরে গেলেন। যেহেতু আহাবের সন্তান যোরাম অসুস্থ ছিলেন, সেজন্য যুদা-রাজ
যেহোরামের সন্তান আহাজিয়া তাঁকে দেখতে যেস্রেয়েলে নেমে গেলেন।

রাজপদে অভিষিক্ত যেহু

৯ নবী এলিসেয় নবী-সঙ্ঘের একজনকে ডেকে বললেন, 'কোমর বেঁধে এই তেলের শিশিটা হাতে
নিয়ে রামোৎ-গিলেয়াদে যাও। ২ সেখানে গিয়ে পৌঁছেই নিম্শির পৌত্র যোসাফাতের সন্তান যেহুর
খোঁজ কর। তাঁর খোঁজ পেয়ে তাঁকে তাঁর বন্ধুদের মধ্য থেকে উঠিয়ে ভিতরের এক ঘরে নিয়ে যাও।
৩ তখন তেলের শিশিটা নিয়ে তাঁর মাথায় ঢেলে দিয়ে বলবে, প্রভু একথা বলছেন: আমি তোমাকে
ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম। তারপর দরজা খুলে তুমি দেরি না করেই পালিয়ে যাও।'
৪ যুবকটি রামোৎ-গিলেয়াদের দিকে রওনা হল। ৫ সে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেই, দেখ, সেনাপতিরা
একত্রে বসে আছেন। সে বলল, 'হে সেনাপতি, আপনার কাছে আমার একটা বাণী আছে।' যেহু
বললেন, 'আমাদের সকলের মধ্যে কার্ কাছে?' সে উত্তর দিল, 'হে সেনাপতি, আপনারই কাছে।' ৬
যেহু উঠে ভিতরের একটা ঘরে গেলেন; যুবকটি এই বলে তাঁর মাথায় তেল ঢালল, 'ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: আমি প্রভুর জনগণের উপরে, ইস্রায়েলের উপরেই, তোমাকে
রাজপদে অভিষিক্ত করলাম। ৭ তুমি তোমার প্রভু আহাবের কুলকে ধ্বংস করবে; আর আমি আমার
দাস সেই নবীদের ও প্রভুর সকল দাসের রক্তেরই প্রতিশোধ নেব, যা যেসাবেল ঝরিয়েছে। ৮ হ্যাঁ,
আহাবের সমস্ত কুলের বিনাশ হবে; আমি আহাব-বংশের প্রতিটি পুরুষমানুষকে—ইস্রায়েলে তারা
ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—তাদের সকলকেই নিশ্চিহ্ন করে দেব। ৯ আমি আহাবের
কুলের দশা নেবাটের সন্তান যেরবোয়ামের কুলের দশার মত ও আহিয়ার সন্তান বায়াশার কুলের
দশার মত করব। ১০ আর সেই যেসাবেল সম্বন্ধে, তাকে কুকুরে যেস্রেয়েলের খোলা মাঠে গ্রাস
করবে; কেউই তাকে সমাধি দেবে না।' আর যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে পালিয়ে গেল।
১১ যখন যেহু ফিরে এসে তাঁর প্রভুর সেনানায়কদের সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তারা তাঁকে
জিজ্ঞাসা করল, 'সব ঠিক আছে কি? ওই পাগলটা তোমার কাছে কিজন্য আসছিল?' তিনি উত্তরে
বললেন, 'তোমরা তো লোকটাকে চেন, ও কি কি বলে, তাও জান।' ১২ কিন্তু তারা বলল, 'বাজে
কথা! আসল ব্যাপারটা খুলে বল।' তিনি বললেন, 'ও আমাকে এই এই কথা বলল। ও বলল, প্রভু
একথা বলছেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করলাম।' ১৩ তখন সকলে যে যার
পোশাক খুলে সিঁড়ির উপরে তাঁর পায়ের নিচে পেতে দিল, এবং তুরি বাজিয়ে বলে উঠল, 'যেহুই
রাজা!'

যেহুর হুকুমে ইস্রায়েল-রাজ, যুদা-রাজ ও যেসাবেলকে হত্যা

১৪ নিম্শির পৌত্র যোসাফাতের সন্তান যেহু যোরামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন। (সেসময়ে যোরাম
ও সমস্ত ইস্রায়েল আরাম-রাজ হাজায়েলের সামনে রামোৎ-গিলেয়াদ রক্ষা করেছিলেন; ১৫ পরে,
আরাম-রাজ হাজায়েলের বিরুদ্ধে যোরাম রাজা যুদ্ধ করার সময়ে আরামীয়েরা তাঁকে যে সকল

আঘাত করেছিল, তা থেকে সুস্থতা লাভের জন্য তিনি যেস্রেয়েলে ফিরে গেছিলেন)। যেহু বললেন,
'তোমাদের এ অভিমত হলে, তবে যেস্রেয়েলে খবর দেবার জন্য কেউই যেন এই শহর ছেড়ে না
যায়।' ১৬ যেহু রথে চড়ে যেস্রেয়েলের দিকে রওনা হলেন, কারণ সেইখানে যোরাম অসুস্থ অবস্থায়
শুয়ে ছিলেন, আর যোরামকে দেখতে যুদা-রাজ আহাজিয়া সেখানে গিয়েছিলেন।
১৭ যেস্রেয়েলের দুর্গের উপরে প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল; যেহুর আসবার সময়ে সে তাঁর সৈন্যদলকে
দেখে বলল, 'আমি একটা দল দেখছি।' যোরাম বললেন, 'তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য একজন
অশ্বারোহীকে পাঠাও, সে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক: মঙ্গল তো?' ১৮ একজন অশ্বারোহী তাঁর সঙ্গে
সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বলল, 'রাজা জিজ্ঞাসা করছেন, মঙ্গল তো?' যেহু বললেন, 'মঙ্গল! তাতে
তোমার কী? তুমি পিছনে এসে আমার অনুসরণ কর!' প্রহরী একথা জানাল: 'সেই দূত তাদের
কাছে গেল বটে, কিন্তু ফিরে আসছে না।' ১৯ রাজা আর একজনকে ঘোড়ার পিঠে পাঠালেন; সে
তাদের কাছে এসে পৌঁছে বলল, 'রাজা জিজ্ঞাসা করছেন, মঙ্গল তো?' যেহু বললেন, 'মঙ্গল! তাতে
তোমার কী? তুমি পিছনে এসে আমার অনুসরণ কর!' ২০ প্রহরী একথা জানাল: 'লোকটা তাদের
কাছে গেল, কিন্তু ফিরে আসছে না। রথ চালাবার কায়দা নিম্শির সন্তান যেহুর চালাবার কায়দার
মত মনে হচ্ছে, কেননা সে পাগলের মতই চালায়।'
২১ তখন যোরাম বললেন, 'রথ সাজাও।' তারা তাঁর রথ সাজালেই ইস্রায়েল-রাজ যোরাম ও
যুদা-রাজ আহাজিয়া নিজ নিজ রথে চড়ে বের হয়ে যেহুর কাছে গেলেন ও যেস্রেয়েলীয় নাবোথের
মাঠে তাঁর দেখা পেলেন। ২২ যেহুকে দেখামাত্র যোরাম বললেন, 'যেহু, মঙ্গল কি?' তিনি উত্তর
দিলেন, 'নিশ্চয়ই মঙ্গল, অন্তত ততদিন যতদিন না তোমার মা যেসাবেলের এত ব্যভিচার ও
অসংখ্য মন্ত্রতন্ত্র থাকে!' ২৩ তখন যোরাম পিছন ফিরে পালিয়ে গেলেন, আর সেইসঙ্গে আহাজিয়াকে
বললেন, 'আহাজিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা!' ২৪ কিন্তু যেহু ইতিমধ্যে ধনুক টেনেছিলেন; তিনি যোরামের
কাঁধ দু'টোর মধ্যস্থানে আঘাত করলেন; তীর তাঁর হৃদয় ভেদ করল, আর তিনি নিজের রথে
লুটিয়ে পড়লেন। ২৫ তখন যেহু তাঁর আপন অশ্বপাল বিদ্কারকে বললেন, 'ওকে তুলে নিয়ে
যেস্রেয়েলীয় নাবোথের মাঠে ফেলে দাও; আমার একথা মনে পড়ে যে, একদিন তুমি ও আমি
দু'জনে একই রথে চড়ে ওর পিতা আহাবের পিছনে চলছিলাম, এমন সময় প্রভু তাঁর বিরুদ্ধে এই
বাণী দিয়েছিলেন: ২৬ গতকাল আমি কি নাবোথের রক্ত ও তার ছেলেদের রক্ত দেখিনি? প্রভুর উক্তি!
এই একই মাঠেই আমি তোমাকে প্রতিফল দেব—প্রভুর উক্তি। তাই প্রভুর বাণীমত তুমি ওকে তুলে
নিয়ে ওই মাঠে ফেলে দাও।'
২৭ তা দে'খে যুদা-রাজ আহাজিয়া বেথ্-গানের পথ ধরে পালিয়ে গেলেন কিন্তু যেহু তাঁর পিছনে
ধাওয়া করলেন; তিনি হুকুম দিলেন, 'ওকেও নামাও!' তারা ইব্লেয়ামের কাছাকাছি সেই গুরের
চড়াই পথে তাঁকে তাঁর নিজের রথের মধ্যে আঘাত করল। তিনি মেগিদ্দোতে পালিয়ে গিয়ে সেখানে
মারা গেলেন। ২৮ তাঁর দাসেরা তাঁকে রথে করে যেরুসালেমে নিয়ে গেল ও দাউদ-নগরীতে তাঁর
পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তাঁর নিজের সমাধিমন্দিরে তাঁকে সমাধি দিল। ২৯ আহাজিয়া আহাবের সন্তান
যেহোরামের একাদশ বর্ষে যুদার উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন।
৩০ যখন যেহু যেস্রেয়েলে এসে পৌঁছলেন, তখন কথাটা শোনামাত্র যেসাবেল চোখে কাজল দিয়ে,
মাথায় চুলবেশ করে জানালায় গেল। ৩১ যেহু দরজায় ঢোকবার সময়ে সে তাঁকে বলল, 'হে জিম্রি!

হে প্রভুঘাতক! মঙ্গল তো?’ ৩২ যেহু জানালার দিকে মুখ তুলে বললেন, ‘কে আমার পক্ষে? কে?’
তখন দু’ তিনজন কঞ্চুকী তাঁর দিকে তাকাল। ৩৩ তিনি বললেন, ‘ওকে নিচে ফেলে দাও।’ তারা
তাকে নিচে ফেলে দিল, আর তার রক্ত দেওয়ালে ও ঘোড়ার পায়ে ছিটকে পড়ল। যেহু তার দেহ
পায়ে মাড়িয়ে চললেন, ৩৪ পরে ভিতরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলেন। তারপর তিনি বললেন,
‘তোমরা গিয়ে ওই শাপগ্রস্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তাকে সমাধি দাও, কেননা সে রাজপুত্রী।’ ৩৫
কিন্তু তারা তাকে যখন সমাধি দিতে গেল, তখন তার মাথার খুলি, পা ও করতল ছাড়া আর কিছুই
পেল না। ৩৬ তাই তারা ফিরে এসে যেহুকে কথাটা জানাল। তিনি বললেন, ‘এ প্রভুর বাণী
অনুসারেই হল, তিনি তাঁর দাস তিশবীয় এলিয়ের মধ্য দিয়ে একথা বলেছিলেন: যেস্রেয়েলের
খোলা মাঠে কুকুরে যেসাবেলের মাংস গ্রাস করবে; ৩৭ এবং যেস্রেয়েলের মাঠে যেসাবেলের লাশ
সারের মত খোলা মাঠে পড়ে থাকবে, যাতে কেউই বলতে না পারে: এ যেসাবেল।’

ইস্রায়েল ও যুদার রাজকুলকে হত্যা

১০ সামারিয়ায় আহাবের সত্তরজন সন্তান ছিল। যেহু সামারিয়ায় যেস্রেয়েলের সমাজনেতাদের
কাছে, অর্থাৎ প্রবীণদের কাছে ও আহাবের সন্তানদের অভিভাবকদের কাছে কয়েকটা পত্র লিখে
পাঠালেন। ২ তিনি লিখলেন: ‘তোমাদের প্রভুর ছেলেরা তোমাদের কাছে আছে, এবং কতগুলো রথ,
ঘোড়া, দৃঢ়দুর্গ ও অস্ত্রশস্ত্রও তোমাদের কাছে আছে; ৩ অতএব তোমাদের কাছে এই পত্র এসে
পৌঁছামাত্র তোমাদের প্রভুর ছেলেদের মধ্যে কোন্ জন সবচেয়ে সৎ ও উপযুক্ত, সেবিষয়ে নিশ্চিত
হয়ে তার পিতার সিংহাসনে তাকেই অধিষ্ঠিত কর; তোমরা তোমাদের প্রভুর কুলের জন্যই যুদ্ধ
কর।’

৪ কিন্তু তারা অতিশয় ভয় পেয়ে বলল, ‘দেখ, যাঁর সামনে দু’জন রাজা দাঁড়াতে পারলেন না, তাঁর
সামনে আমরা কী করে দাঁড়াব?’ ৫ তাই গৃহাধ্যক্ষ, নগরপাল, প্রবীণবর্গ ও অভিভাবকেরা যেহুর
কাছে একথা বলে পাঠালেন: ‘আমরা আপনার দাস, আপনি আমাদের যা কিছুই করতে বলবেন,
আমরা তা করব। আমরা কাউকে রাজা করব না; আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করুন।’ ৬
তিনি তাদের কাছে দ্বিতীয়বার পত্র লিখলেন: ‘তোমরা যদি আমার সপক্ষে ও আমার প্রতি বাধ্য,
তবে তোমাদের প্রভুর ছেলেদের মাথাগুলো নিয়ে আগামীকাল এই সময়ে যেস্রেয়েলে আমার কাছে
এসো।’ রাজপুত্রেরা ছিল সত্তরজন; তারা নগরবাসী বড় লোকদের সঙ্গে থাকত, যারা তাদের
প্রতিপালন করত।

৭ পত্রটা তাদের কাছে এসে পৌঁছলে তারা সেই সত্তরজনকে নিয়ে বধ করল ও কয়েকটা ডালাতে
করে তাদের মাথা যেস্রেয়েলে যেহুর কাছে পাঠিয়ে দিল। ৮ পরে একজন দূত এসে যেহুকে একথা
জানাল, ‘রাজপুত্রদের মাথাগুলো আনা হয়েছে।’ তিনি বললেন, ‘নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে দুই রাশি
করে সেগুলো সকাল পর্যন্ত রাখ।’ ৯ সকালে তিনি বাইরে গেলেন, এবং দাঁড়িয়ে গোটা জনগণকে
বললেন, ‘তোমরা নিরপরাধী; দেখ, আমি আমার প্রভুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে মেরে ফেলেছি;
কিন্তু এই সকলকে কে আঘাত করল? ১০ এখন তোমরা বিবেচনা করে দেখ, প্রভু আহাবকুলের
বিপক্ষে যা বলেছেন, প্রভুর সেই বাণীর মধ্যে কিছুই ব্যর্থ হয়নি! প্রভু তাঁর দাস এলিয়ের মধ্য দিয়ে
যা বলেছেন, তার সিদ্ধি ঘটালেন।’

১১ পরে যেস্রেয়েলে আহাবকুলের যত লোক বেঁচে রয়েছিল, যেহু তাদের, আহাবের সমস্ত
গণ্যমান্য ব্যক্তিকে, তাঁর বন্ধুবান্ধবদের ও তাঁর যাজকদের বধ করলেন : তাঁদের একজনকেও বাঁচিয়ে
রাখলেন না।
১২ পরে তিনি রওনা হয়ে সামারিয়ার দিকে গেলেন। চলার পথে 'রাখালদের বেথ্-একেদ' নামক
স্থানে এসে পৌঁছলে, ১৩ যুদা-রাজ আহাজিয়ার ভাইদের সঙ্গে যেহুর সাক্ষাৎ হল। তিনি জিজ্ঞাসা
করলেন, 'তোমরা কে?' তারা বলল, 'আমরা আহাজিয়ার ভাই। আমরা রাজা ও রানীর ছেলেদের
মঙ্গলবাদ জানাতে যাচ্ছি।' ১৪ তিনি বললেন, 'ওদের জিয়ন্তই ধর।' তাই তারা তাদের জিয়ন্ত ধরে
বেথ্-একেদের কুয়োর ধারে বধ করল—বিয়াল্লিশজনের মধ্যে একজনকেও বাঁচিয়ে রাখল না।
১৫ সেখান থেকে যেহু রওনা হলে রেখাবের সন্তান যেহোনাদাবের সঙ্গে তাঁর দেখা হল; তিনি তাঁর
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছিলেন। যেহু তাঁকে মঙ্গলবাদ জানিয়ে বললেন, 'তোমার প্রতি আমার মন
যেমন, তেমনি কি আমার প্রতি তোমার মন সরল?' যেহোনাদাব উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, সরল।' 'যদি
তাই হয়, তবে আমার কাছে হাত দাও।' তিনি তাঁকে হাত দিলে যেহু তাঁকে নিজের কাছে রথে
ওঠালেন। ১৬ তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে চল; তুমি দেখবে, প্রভুর জন্য আমার কেমন উদ্যোগ।'
এই বলে তাঁকে নিজের রথে ওঠালেন। ১৭ সামারিয়ায় প্রবেশ করে যেহু সামারিয়ার বেঁচে থাকা
আহাবের সমস্ত লোককে বধ করলেন, যতক্ষণ না আহাবকুলকে একেবারে বিনাশ করলেন, যেমনটি
ঘটবে বলে প্রভু এলিয়কে বলেছিলেন।

বায়াল-দেবের সকল ভক্তকে হত্যা

১৮ যেহু গোটা জনগণকে সম্মিলিত করে তাদের বললেন, 'আহাব বায়াল-দেবের অল্পই সেবা
করলেন, কিন্তু যেহু তার বেশি সেবা করবে! ১৯ সুতরাং, তোমরা এখন বায়াল-দেবের সমস্ত নবী,
তাঁর সমস্ত ভক্ত ও সমস্ত যাজককে আমার কাছে ডেকে আন; কেউই যেন অনুপস্থিত না হয়! কেননা
বায়াল-দেবের উদ্দেশে আমাকে মহাযজ্ঞ উৎসর্গ করতে হবে। যে কেউ উপস্থিত হবে না, সে রেহাই
পাবে না।' কিন্তু যেহু বায়াল-দেবের ভক্তদের বিনাশ করার অভিপ্রায়েই এই চালাকি করছিলেন। ২০
যেহু বললেন, 'বায়াল-দেবের উদ্দেশে এক পবিত্র সভা আহ্বান কর।' তারা তা আহ্বান করল। ২১
যেহু ইস্রায়েলের সব জায়গায় লোক পাঠালে বায়াল-দেবের যত ভক্তরা ছিল, সকলেই এল, সভায়
কেউই অনুপস্থিত রইল না। তারা বায়াল-দেবের মন্দিরে প্রবেশ করতে থাকল যে পর্যন্ত
বায়াল-দেবের মন্দির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভরে গেল। ২২ তখন তিনি বস্ত্রাগারের
অধ্যক্ষকে বললেন, 'বায়াল-দেবের সমস্ত ভক্তদের জন্য পোশাক বের করে আন।' সে তাদের জন্য
পোশাক বের করে আনল। ২৩ পরে যেহু ও রেখাবের সন্তান যেহোনাদাব বায়াল-দেবের মন্দিরে
প্রবেশ করলে তিনি বায়াল-দেবের ভক্তদের বললেন, 'লক্ষ রাখ, এখানে তোমাদের সঙ্গে
বায়াল-দেবের ভক্তরা ছাড়া প্রভুর ভক্তদের কেউই যেন না থাকে।' ২৪ ওরা যজ্ঞবলি ও আহুতিবলি
উৎসর্গ করতে যাচ্ছে, এমন সময় যেহু তাঁর আপন লোকদের মধ্যে আশিজনকে বাইরে মোতায়েন
রেখে বললেন, 'ওই যে লোকদের আমি তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি, ওদের একজনকেও কেউ যদি
চলে যেতে দেয়, ওর প্রাণের জন্য তার প্রাণ যাবে।' ২৫ আহুতি-কর্ম শেষ হলে যেহু প্রহরীদের ও
অশ্বপালদের বললেন, 'ভিতরে যাও, ওদের প্রাণে মার, একজনকেও বেরিয়ে আসতে দিয়ো না।'

তারা খড়্গের আঘাতে তাদের আঘাত করল। প্রহরীরা ও অশ্বপালেরা [তাদের বাইরে ফেলে
দেওয়ার পর] বায়াল-দেবের মন্দিরের নগরীতে ফিরে গেল। ২৬ তারা বায়াল-দেবের মন্দির থেকে
পবিত্র দণ্ডটা বের করে তা পুড়িয়ে ফেলল, ২৭ বায়াল-দেবের স্মৃতিস্তম্ভটা ভেঙে ফেলল, ও
বায়াল-দেবের মন্দির ভেঙে তা একটা পায়খানায় পরিণত করল—তা আজও আছে।
২৮ এইভাবে যেহু ইস্রায়েলের মধ্য থেকে বায়াল-দেবকে উচ্ছেদ করলেন। ২৯ তথাপি নেবাটের
সন্তান যে যেরবোয়াম ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর পাপ থেকে অর্থাৎ বেথেলে ও দানে
সোনার দুই বাছুরের পূজা থেকে পিছিয়ে গেলেন না। ৩০ প্রভু যেহুকে বললেন, 'আমার দৃষ্টিতে যা
ন্যায়, তেমন কাজ করে তুমি ভাল কাজই করেছ, এবং আমার হৃদয়ে যা যা ছিল, আহাবকুলের প্রতি
সেই সমস্ত কিছু করেছ বিধায় চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত তোমার বংশ ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে।' ৩১
তথাপি যেহু সমস্ত হৃদয় দিয়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুর বিধান অনুসারে চলতে সতর্ক হলেন না:
যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি
ত্যাগ করলেন না।
৩২ সেসময় প্রভু ইস্রায়েলের এলাকা খর্ব করতে লাগলেন; বাস্তবিক, হাজায়েল ইস্রায়েলের এই
সমস্ত এলাকায় তাদের পরাজিত করলেন: ৩৩ যর্দনের পুবদিকে সমস্ত গিলেয়াদ অঞ্চল, আর্নোন
উপত্যকার কাছে অবস্থিত যে আরোয়ের, তা থেকে গাদীয়, রূবেনীয় ও মানাসীয়দের অঞ্চল, অর্থাৎ
গিলেয়াদ ও বাশান পর্যন্ত অঞ্চলটা তিনি দখল করলেন।
৩৪ যেহুর বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ ও তাঁর বীর্যবত্তা, এই সমস্ত কথা কি
ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? ৩৫ পরে যেহু তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা
গেলেন, তাঁকে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যেহোয়াহাজ তাঁর পদে রাজা
হলেন। ৩৬ যেহু আটাশ বছর সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন।

আথালিয়া (৮৪১-৮৩৫)

১১ আহাজিয়ার মাতা আথালিয়া যখন দেখলেন যে, তাঁর সন্তান মারা গেছেন, তখন তিনি সঙ্গে
সঙ্গে সমস্ত রাজবংশকেই বধ করালেন। ২ কিন্তু যোরাম রাজার কন্যা, আহাজিয়ার বোন যেহোশেবা,
যাদের হত্যা করার কথা, তাদের মধ্য থেকে আহাজিয়ার সন্তান যোয়াশকে গোপনে সরিয়ে নিয়ে
তাঁর ধাইমার সঙ্গে শয্যাগারে রাখলেন। এইভাবে তিনি তাঁকে আথালিয়ার হাত থেকে লুকিয়ে
রাখলেন, আর রাজপুত্রকে হত্যা করা হল না। ৩ তিনি তাঁর সঙ্গে প্রভুর গৃহে ছ'বছর ধরে লুকিয়ে
রইলেন; সেসময়ে আথালিয়াই দেশের উপরে রাজত্ব করছিলেন।
৪ সপ্তম বর্ষে যেহোইয়াদা কারিয়া সৈন্যদলের ও রাজপ্রহরীদের শতপতিদের ডেকে পাঠিয়ে
নিজের কাছে প্রভুর গৃহে আনালেন; প্রভুর গৃহে তাদের শপথ করিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি
স্থির করলেন; তারপর রাজপুত্রকে তাদের দেখালেন। ৫ তিনি তাদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা
একাজ করবে: তোমাদের মধ্যে যারা সাব্বাৎ দিনেই পাহারা দিতে আসবে, তাদের তিন ভাগের
এক ভাগ রাজপ্রাসাদে, ৬ তিন ভাগের এক ভাগ শুরদ্বারে, এবং তিন ভাগের এক ভাগ সৈন্য-দ্বারে
পাহারা দেবে; কিন্তু তোমরা মাস্সাহ্‌র বাড়িতে পাহারা দেবে, ৭ তোমাদের মধ্য থেকে বাকি দুই
দল, অর্থাৎ যারা সাব্বাৎ দিনে পাহারা থেকে ছুটি পায়, তারা প্রভুর গৃহে পাহারা দেবে। ৮ তোমরা

প্রত্যেকে যে যার অস্ত্র হাতে নিয়ে রাজাকে ঘিরে রাখবে, আর যে কেউ সৈন্যসারির ভিতরে আসবার
চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করা হবে। রাজা বাইরে যান কিংবা ভিতরে আসুন, তোমরা সবসময়ই
তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।'
৯ যেহোইয়াদা যাজক যা কিছু করতে আজ্ঞা করেছিলেন, শতপতিরা সেইমত সবই করল। তাদের
সৈন্যদের মধ্যে যারা সাব্বাৎ দিনে পাহারা দিতে আসে এবং যারা পাহারা থেকে ছুটি পায়, তাদের
সকলকে সঙ্গে নিয়ে তারা যেহোইয়াদা যাজকের কাছে গেল। ১০ যাজক তখন দাউদ রাজার যে সমস্ত
ঢাল ও বর্শা প্রভুর গৃহে রাখা ছিল, সেগুলিকে শতপতিদের হাতে দিলেন; ১১ আর প্রহরীরা যে যার
অস্ত্র হাতে নিয়ে গৃহের দক্ষিণ মহল থেকে উত্তর মহল পর্যন্ত যজ্ঞবেদি ও গৃহের সামনে সারি বেঁধে
রাজাকে চারপাশে ঘিরে রাখল। ১২ পরে যেহোইয়াদা রাজপুত্রকে বাইরে এনে তাঁর মাথায় মুকুট
পরিয়ে দিলেন ও তাঁর হাতে রাজসনদ তুলে দিলেন: তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করা হল ও
তৈলাভিষিক্ত করা হল, এবং উপস্থিত সকলে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'
১৩ প্রহরীদের ও লোকদের কোলাহল শুনতে পেয়ে আথালিয়া প্রভুর গৃহের দিকে গেলেন। ১৪ তিনি
তাকালেন, আর দেখ, প্রথামত রাজা মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন; সেনাপতিরা ও তুরিবাদকের
দল রাজার দু'পাশে আছে; একই সময়ে দেশের সমস্ত লোক আনন্দে মেতে উঠছে ও তুরি বাজাচ্ছে।
তখন নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে আথালিয়া চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ!'
১৫ কিন্তু যেহোইয়াদা যাজক সৈন্যদলের অধিনায়কদের হুকুম দিলেন, 'ওকে সৈন্যসারির মাঝখান
দিয়ে বাইরে নিয়ে যাও, আর যে কেউ তার পিছনে যায়, তাকে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মার।' কেননা
যাজক আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন, যেন ওকে প্রভুর গৃহের মধ্যে হত্যা করা না হয়। ১৬ তাই তারা
আথালিয়াকে ধরল, আর যখন তিনি অশ্ব-দ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছলেন, তখন
সেইখানে তাঁকে হত্যা করা হল।
১৭ যেহোইয়াদা তখন প্রভু, রাজা ও জনগণের মধ্যে এই সন্ধি সম্পাদন করলেন যে, তারা প্রভুর
জনগণ হয়ে থাকবে; রাজা ও জনগণের মধ্যেও সন্ধি সম্পাদন করা হল। ১৮ পরে দেশের সমস্ত
লোক বায়াল-দেবের মন্দিরে গিয়ে তা ভেঙে ফেলল, তার যত যজ্ঞবেদি ও মূর্তি টুকরো টুকরো করে
চুরমার করে দিল, এবং বায়াল-দেবের যাজক মাত্তানকে বেদিগুলোর সামনে মেরে ফেলল।
যেহোইয়াদা যাজক প্রভুর গৃহে কয়েকজন প্রহরী মোতায়েন রাখলেন। ১৯ তিনি কারিয়া সৈন্যদলের
ও রাজপ্রহরীদের শতপতিদের এবং গোটা জনগণকে সঙ্গে নিলেন; তারা প্রভুর গৃহ থেকে রাজাকে
নিয়ে সৈন্য-দ্বারের পথ দিয়ে রাজপ্রাসাদে গেল, সেখানে তিনি রাজাসনে আসন নিলেন; ২০ দেশের
সমস্ত লোক আনন্দিত ছিল। শহর শান্ত থাকল; আর আথালিয়াকে খড়্গের আঘাতে রাজপ্রাসাদের
মধ্যে হত্যা করা হল।

যুদা-রাজ যোয়াশ (৮৩৫-৭৯৬)

১২ যোয়াশ সাত বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ২ যেহুর সপ্তম বর্ষে যোয়াশ রাজ্যভার গ্রহণ
করে যেরুসালেমে চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম সিবিয়া, তিনি বের্শেবা-নিবাসিনী। ৩
প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, তিনি তাঁর সমস্ত জীবনকালে তেমন কাজই করলেন, কেননা যোয়াশ
যেহোইয়াদা যাজকের উপদেশেই মানুষ হয়েছিলেন। ৪ তথাপি উচ্চস্থানগুলি নিশ্চিহ্ন হল না, জনগণ

তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলিদান করত ও ধূপ জ্বালাত।
৫ যোয়াশ যাজকদের বললেন, 'পবিত্র কর হিসাবে যত অর্থ প্রভুর গৃহে আনা হয়, নিজের
মুক্তিমূল্য হিসাবে যত অর্থ মানুষ দান করে, এবং যত অর্থ স্বেচ্ছাকৃত ভাবে প্রভুর গৃহে আনা হয়, ৬
সেই সমস্ত অর্থ যাজকেরা নিজ নিজ পরিচিতদের হাত থেকে গ্রহণ করুক, এবং তা দিয়ে, মন্দিরে
যে যে স্থানে প্রয়োজন মনে হয়, সেই সকল ভগ্নস্থান সংস্কার করুক।'
৭ কিন্তু যোয়াশ রাজার ত্রয়োবিংশ বর্ষ পর্যন্ত যাজকেরা গৃহের ভগ্ন স্থানগুলোর সংস্কার করেনি; ৮
তাই যোয়াশ রাজা যেহোইয়াদা যাজককে ও অন্য যাজকদের ডাকিয়ে বললেন, 'তোমরা গৃহের ভগ্ন
স্থানগুলো সংস্কার করছ না কেন? সুতরাং, এখন পরিচিতদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তা আর
নিজেরাই রাখবে না, বরং গৃহের ভগ্নস্থানের জন্যই তা দেবে।' ৯ যাজকেরা এবিষয়ে সম্মত হল যে,
তারা লোকদের কাছ থেকে অর্থ আর নেবে না ও গৃহের ভগ্ন স্থানগুলো সংস্কারের দায়িত্ব থেকে
অব্যাহতি নেবে। ১০ যেহোইয়াদা যাজক একটা সিন্দুক নিলেন, ও তার ঢাকনায় এক ছিদ্র করে
যজ্ঞবেদির কাছে প্রভুর গৃহের প্রবেশস্থানের ডান পাশে বসালেন; দ্বারপাল যাজকেরা প্রভুর গৃহে
আনা সমস্ত অর্থ তার মধ্যে রাখত। ১১ যখন তারা দেখতে পেত, সিন্দুকে অনেক টাকা জমেছে,
তখন রাজার কর্মসচিব ও মহাযাজক এসে সমস্ত টাকা বের করে প্রভুর গৃহে পাওয়া সেই টাকা
গুনতেন। ১২ তাঁরা গণনা করা সেই টাকা গৃহে নিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষদের হাতে দিতেন, আর এঁরা, গৃহে
যারা মেরামত কাজ করত, সেই সকল ছুতোর ও গাঁথক, ১৩ রাজমিস্ত্রী ও পাথরকাটিয়ের হাতে তুলে
দিতেন, এবং প্রভুর গৃহের ভগ্নস্থান সংস্কারের জন্য কাঠ ও খোদাই করা পাথর কিনবার জন্য, ও
গৃহ-সংস্কারের জন্য যা যা লাগত, সেইসব কিছুর জন্য তা ব্যয় করতেন। ১৪ কিন্তু প্রভুর গৃহে
নিবেদন করা সেই অর্থ দ্বারা প্রভুর গৃহের জন্য রুপোর কোন কলস, ছুরি, বাটি, তুরি, সোনার কোন
পাত্র বা রুপোর কোন পাত্র তৈরী হল না। ১৫ টাকাটা কর্মাধ্যক্ষদের হাতেই তুলে দেওয়ার কথা ছিল,
এবং তাঁরা প্রভুর গৃহ-সংস্কারের জন্যই তা ব্যবহার করতেন। ১৬ ওঁরা মেরামত কাজে নিযুক্ত
লোকদের দেবার জন্য যাদের হাতে টাকা তুলে দিতেন, তাদের কাছ থেকে হিসাব চাইতেন না,
কেননা তাদের ব্যবহার বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল। ১৭ সংস্কার-বলি ও পাপার্থে বলি সংক্রান্ত যে
টাকা, তা প্রভুর গৃহের জন্য দেওয়া হত না, তা যাজকদেরই হত।
১৮ সেসময়ে আরাম-রাজ হাজায়েল গাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে তা হস্তগত করলেন; তখন
হাজায়েল যেরুসালেমের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করতে উন্মুখ হলেন। ১৯ তাই যুদা-রাজ যোয়াশ তাঁর
আপন পিতৃপুরুষদের অর্থাৎ যুদা-রাজ যোসাফাৎ, যেহোরাম ও আহাজিয়া দ্বারা পবিত্রীকৃত
বস্তুগুলো, তাঁর নিজের দ্বারা পবিত্রীকৃত বস্তুগুলো, এবং প্রভুর গৃহের ভাণ্ডারে ও রাজপ্রাসাদের
ভাণ্ডারে যত সোনা পাওয়া গেল, সেই সমস্ত সোনা কেড়ে নিয়ে আরাম-রাজ হাজায়েলের কাছে
পাঠিয়ে দিলেন; আর হাজায়েল যেরুসালেমের সামনে থেকে চলে গেলেন।
২০ যোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ
নেই? ২১ যোয়াশের সেনানায়কেরা উঠে চক্রান্ত করল, এবং সিল্লা-গামী পথে অবস্থিত বেথ্-মিল্লোতে
তাঁকে প্রাণে মারল। ২২ শিমেয়াতের সন্তান যোসাখার ও শোমেরের সন্তান যেহোজাবাদ, তাঁর এই
দু'জন সেনানায়কই তাঁকে প্রাণে মারলেন। তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দাউদ-নগরীতে সমাধি
দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আমাজিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজ (৮১৪-৭৯৮)

১৩ আহাজিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যোয়াশের ত্রয়োবিংশ বর্ষে যেহুর সন্তান যেহোয়াহাজ সামারিয়ায়
ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে সতের বছর রাজত্ব করেন। ২ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়,
তিনি তেমন কাজই করলেন, এবং নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে
পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের অনুগামী হলেন; সেই পথ কখনও ত্যাগ করলেন না।
৩ তখন ইস্রায়েলের উপরে প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠল, আর তিনি সেই সমস্ত দিন ধরে আরাম-রাজ
হাজায়েলের হাতে ও হাজায়েলের সন্তান বেন্-হাদাদের হাতে তাদের তুলে দিলেন। ৪ যেহোয়াহাজ
প্রভুর কাছে মিনতি করলেন, আর প্রভু তাঁর প্রার্থনায় কান দিলেন, কেননা আরামের রাজা
ইস্রায়েলের উপরে যে অত্যাচার চালাচ্ছিলেন, সেই অত্যাচার তিনি দেখলেন। ৫ প্রভু ইস্রায়েলকে
একজন ত্রাণকর্তা দিলেন, তাই তারা আরামের হাত থেকে উদ্ধার পেল, এবং ইস্রায়েল সন্তানেরা
আগের মত নিজ নিজ তাঁবুতে বসবাস করল। ৬ তথাপি যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে
পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর কুলের সেই সমস্ত পাপ তারা ত্যাগ করল না, সেই পথেই চলল, আর
সামারিয়ায় পবিত্র দণ্ডটাও রইল। ৭ ফলে যেহোয়াহাজের সমস্ত সেনাদলের মধ্যে প্রভু কেবল
পঞ্চাশজন অশ্বারোহী, দশটা রথ ও দশ হাজার পদাতিককে ছাড়া অন্য কোন সৈন্য বাঁচিয়ে রাখলেন
না, কেননা আরামের রাজাই বাকি সবকিছু বিনাশ করেছিলেন; হ্যাঁ, পায়ে মাড়ানো হয় এমন
ধুলামাটির মতই তিনি তাদের করেছিলেন!

৮ যেহোয়াহাজের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর সমস্ত কর্মবিবরণ ও তাঁর বীর্যবত্তা, এই সমস্ত কথা কি
ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? ৯ পরে যেহোয়াহাজ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে
নিদ্রা গেলেন; তাঁকে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যোয়াশ তাঁর পদে রাজা
হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ (৭৯৮-৭৮৩)

১০ যুদা-রাজ যোয়াশের সপ্তত্রিংশ বর্ষে যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশ সামারিয়ায় ইস্রায়েলের
উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে ষোল বছর রাজত্ব করেন। ১১ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন
কাজই করলেন; নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন,
তাঁর সেই সমস্ত পাপ থেকে দূরে গেলেন না, সেই পাপের পথেই চললেন।

১২ যোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ, তাঁর বীর্যবত্তা, যুদা-রাজ আমাজিয়ার বিরুদ্ধে
তাঁর যত যুদ্ধ, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? ১৩ পরে
যোয়াশ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর যেরবোয়াম তাঁর পদে আসন নিলেন।
যোয়াশকে ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল।

এলিসেয়ের মৃত্যু

১৪ যখন এলিসেয় সেই অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, যে অসুখ তাঁর মৃত্যু ঘটাল, তখন
ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সামনে কেঁদে ফেললেন; বলছিলেন, ‘পিতা আমার,
পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ ও তার অশ্ববাহিনী!’ ১৫ এলিসেয় তাঁকে বললেন, ‘আপনি ধনুক

ও তীর নিন।’ রাজা ধনুক ও তীর নিলেন। ১৬ তিনি ইস্রায়েল-রাজকে উদ্দেশ করে বলে চললেন,
‘ধনুকটা হাতে নিন।’ রাজা ধনুকটা হাতে নিলে এলিসেয় রাজার হাতের উপরে নিজ হাত
রাখলেন; ১৭ তারপর বললেন, ‘পুবদিকের জানালা খুলে দিন।’ রাজা জানালা খুলে দিলে এলিসেয়
বললেন, ‘তীর ছুড়ুন!’ রাজা তীর ছুড়লেন। তখন এলিসেয় বললেন, ‘এ প্রভুর উদ্দেশে
বিজয়-তীর, আরামের উপরে বিজয়-তীর! হ্যাঁ, আপনি আফেকে আরামীয়দের পরাজিত করবেন,
তাদের একেবারে নিঃশেষ করবেন।’ ১৮ এলিসেয় আরও বললেন, ‘তীরগুলো নিন।’ রাজা তীরগুলো
নিলে এলিসেয় তাঁকে বললেন, ‘তীরগুলো দিয়ে মাটিতে আঘাত করুন।’ রাজা তিনবার মাটিতে
আঘাত করার পর ক্ষান্ত হলেন। ১৯ তখন পরমেশ্বরের মানুষ তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,
‘আপনাকে অন্তত পাঁচ ছ’বারই আঘাত করতে হত, তবেই আরামকে নিঃশেষে পরাজিত করতেন;
কিন্তু এখন আরামকে কেবল তিনবারই পরাজিত করবেন।’

২০ এলিসেয়ের মৃত্যু হল, ও তাঁকে সমাধি দেওয়া হল। তখন, নববর্ষের শুরুতে, মোয়াবীয়দের
কয়েকটা দল এসে দেশে হানা দিল। ২১ কয়েকজন লোক তখন একটি লোককে সমাধি দিচ্ছিল;
লুটেরার দল দেখে তারা লাশটা এলিসেয়ের সমাধির উপরে ফেলে দিয়ে চলে গেল। লোকটা
এলিসেয়ের হাড়ের সংস্পর্শে আসামাত্র পুনরুজ্জীবিত হয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

২২ যেহোয়াহাজের সমস্ত জীবনকালে আরাম-রাজ হাজায়েল ইস্রায়েলকে অত্যাচার করেছিলেন।
২৩ শেষে প্রভু, আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলেন, সেই সন্ধির খাতিরে
তাদের প্রতি সদয় হয়ে ও করুণা দেখিয়ে আবার তাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন; এজন্যই তিনি তাদের
ধ্বংস করতে চাইলেন না, আজ পর্যন্তও নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন না। ২৪ পরে
আরাম-রাজ হাজায়েলের মৃত্যু হল; এবং তাঁর সন্তান বেন্-হাদাদ তাঁর পদে রাজা হলেন। ২৫ তখন
যোয়াশের পিতা যেহোয়াহাজের হাত থেকে হাজায়েল যে সকল শহর অস্ত্রের বলে কেড়ে
নিয়েছিলেন, সেই সকল শহর যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশ হাজায়েলের সন্তান বেন্-হাদাদের হাত
থেকে আবার কেড়ে নিলেন। যোয়াশ তাঁকে তিনবার পরাজিত করলেন ও ইস্রায়েলের সেই সকল
শহর আবার জয় করে নিলেন।

যুদা-রাজ আমাজিয়া (৭৯৬-৭৮১)

১৪ ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যোয়াশের দ্বিতীয় বর্ষে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান
আমাজিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ২ তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে
ঊনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেহোয়াদ্দাইন, তিনি যেরুসালেম-নিবাসিনী। ৩ প্রভুর
দৃষ্টিতে যা ন্যায়, আমাজিয়া তেমন কাজই করলেন; তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত কাজ না করলেও
তবু তিনি সব দিক দিয়ে তাঁর পিতা যোয়াশের মত কাজ করলেন। ৪ তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে
নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ জ্বালাত।

৫ রাজ্য যখন তাঁর হাতে দৃঢ় হল, তখন তিনি, যে সকল অধিনায়ক তাঁর পিতা রাজাকে মেরে
ফেলেছিল, তাদের হত্যা করলেন; ৬ কিন্তু তিনি মোশীর বিধান-পুস্তকে লেখা কথা অনুসারে সেই
খুনীদের ছেলেদের হত্যা করলেন না; কেননা প্রভু আজ্ঞা দিয়েছিলেন, ‘*ছেলের জন্য পিতার, কিংবা
পিতার জন্য ছেলের প্রাণদণ্ড দেওয়া যাবে না; এক একজন নিজ নিজ পাপের জন্য প্রাণদণ্ড ভোগ*

করবে।'
[৭] তিনিই লবণ-উপত্যকায় এদোমীয়দের পরাজিত করে তাদের দশ হাজার লোক হত্যা করলেন; সেই যুদ্ধে তিনি শৈলটা হস্তগত করে তার নাম যক্তেল রাখলেন—আজও সেই নাম রয়েছে।
[৮] তখন আমাজিয়া দূত পাঠিয়ে যেহুর পৌত্র যেহোয়াহাজের সন্তান ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশকে বললেন, 'এসো, আমরা একে অপরের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াই!' [৯] ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ যুদা-রাজ আমাজিয়ার কাছে বলে পাঠালেন, 'লেবাননের শেয়ালকাঁটা লেবাননের এরসগাছের কাছে বলে পাঠাল: আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দাও। এর মধ্যে লেবাননের একটা বন্যজন্তু সেই পথে চলতে চলতে সেই শেয়ালকাঁটা পায়ে মাড়িয়ে দিল। [১০] আচ্ছা, তুমি এদোমকে পরাজিত করেছ, আর এখন তোমার হৃদয় গর্বোদ্ধত হয়েছে। বড়াই কর, কিন্তু তোমার নিজের ঘরে বসে থাক। একটা সর্বনাশ আহ্বান করায় কী কোন মানে আছে? তাতে তোমার ও যুদার, উভয়েরই পতন হতে পারে!' [১১] কিন্তু আমাজিয়া কথায় কান দিলেন না। তাই ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াশ রণ-অভিযানে নেমে গেলেন; এবং যুদার অধীন বেথ্-শেমেশ স্থানে তিনি ও যুদা-রাজ আমাজিয়া একে অপরের সম্মুখীন হলেন। [১২] যুদা ইস্রায়েল দ্বারা পরাজিত হল, এবং প্রত্যেকে যে যার তাঁবুতে পালিয়ে গেল। [১৩] ইস্রায়েলের রাজা বেথ্-শেমেশে আহাজিয়ার পৌত্র যেহোয়াশের সন্তান যুদা-রাজ আমাজিয়াকে বন্দি করলেন; তারপর যেরুসালেমে গিয়ে এফ্রাইম-দ্বার থেকে কোণ-দ্বার পর্যন্ত চারশ' হাত নগরপ্রাচীর ভেঙে ফেললেন। [১৪] তিনি প্রভুর গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে যত সোনা, রুপো ও পাত্র পেলেন, তা সবই লুট করে, আর সেই সঙ্গে কতগুলো লোককেও জিম্মী করে সামারিয়ায় ফিরে গেলেন।
[১৫] যেহোয়াশের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর বীর্যবত্তা, যুদা-রাজ আমাজিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যত যুদ্ধ, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [১৬] পরে যেহোয়াশ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যেরবোয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।
[১৭] ইস্রায়েল-রাজ যেহোয়াহাজের সন্তান যেহোয়াশের মৃত্যুর পরে যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়া আরও পনেরো বছর বেঁচে থাকলেন। [১৮] আমাজিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [১৯] যেরুসালেমে তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করা হল, তাই তিনি লাখিশে পালিয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁর পিছু পিছু লাখিশে লোক পাঠানো হল, আর তারা সেখানে তাঁকে হত্যা করল। [২০] ঘোড়ার পিঠে করে তাঁকে যেরুসালেমে আনা হল, আর দাউদ-নগরীতে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে যেরুসালেমে সমাধি দেওয়া হল। [২১] তখন যুদার সমস্ত লোক ষোল বছর বয়সী আজারিয়াকে নিয়ে তাঁকে তাঁর পিতা আমাজিয়ার পদে রাজা করল। [২২] রাজা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা যাওয়ার পর তিনিই এলাৎ আবার যুদার অধীনস্থ করে প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

ইস্রায়েল-রাজ ২য় যেরবোয়াম (৭৮৩-৭৪৩)

[২৩] যুদা-রাজ যোয়াশের সন্তান আমাজিয়ার পঞ্চদশ বর্ষে ইস্রায়েল-রাজ যোয়াশের সন্তান যেরবোয়াম সামারিয়ায় রাজ্যভার গ্রহণ করে একচল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। [২৪] প্রভুর দৃষ্টিতে যা

অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে
পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না। ২৫ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর
প্রভু তাঁর আপন দাস গাৎ-হেফেরীয় আমিত্তাইয়ের সন্তান নবী যোনার মধ্য দিয়ে যে কথা
বলেছিলেন, সেই অনুসারে তিনিই হামাতের প্রবেশস্থান থেকে আরাবার সমুদ্র পর্যন্ত ইস্রায়েলের
এলাকা পুনর্জয় করলেন, ২৬ কেননা প্রভু ইস্রায়েলের চরম দুর্দশা দেখেছিলেন: হ্যাঁ, ক্রীতদাস হোক
বা স্বাধীন মানুষ হোক এমন কেউই আর ছিল না যে, ইস্রায়েলের সাহায্যে আসতে পারবে। ২৭ কিন্তু
প্রভু স্থির করেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলের নাম আকাশের নিচ থেকে মুছে দেবেন না; তাই তিনি
যোয়াশের সন্তান যেরবোয়ামের হাত দ্বারা তাদের ত্রাণ করলেন।

২৮ যেরবোয়ামের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কর্মবিবরণ, যুদ্ধে তাঁর বীর্যবত্তা, তিনি যে দামাস্কাস ও
হামাৎ আবার যুদা ও ইস্রায়েলের অধীন করলেন, এই সমস্ত কথা কি ইস্রায়েল-রাজাদের
ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? ২৯ পরে যেরবোয়াম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে
ইস্রায়েল-রাজাদের সঙ্গে সামারিয়ায় সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান জাখারিয়া তাঁর পদে রাজা
হলেন।

যুদা-রাজ আজারিয়া (৭৮১-৭৪০)

১৫ ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়ামের সপ্তবিংশ বর্ষে যুদা-রাজ আমাজিয়ার সন্তান আজারিয়া রাজ্যভার
গ্রহণ করেন; ২ তিনি ষোল বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে বাহান্ন বছর রাজত্ব
করেন; তাঁর মাতার নাম যেখোলিয়া, তিনি যেরুসালেম-নিবাসিনী। ৩ আজারিয়া প্রভুর দৃষ্টিতে যা
ন্যায় তেমন কাজই করলেন, তাঁর পিতা আমাজিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে। ৪
তথাপি উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত
ও ধূপ জ্বালাত। ৫ প্রভু রাজাকে আঘাত করলেন, আর রাজা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তীব্র চর্মরোগে
আক্রান্ত হলেন; তিনি আলাদা একটা ঘরে বাস করতেন। রাজার সন্তান যোথাম প্রাসাদ পরিচালনা
করতেন ও দেশের লোকদের শাসন করতেন।

৬ আজারিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে
লিপিবদ্ধ নেই? ৭ পরে আজারিয়া তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর
পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দাউদ-নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যোথাম তাঁর পদে রাজা
হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ জাখারিয়া (৭৪৩)

৮ যুদা-রাজ আজারিয়ার অষ্টাত্রিংশ বর্ষে যেরবোয়ামের সন্তান জাখারিয়া ছয় মাস সামারিয়ায়
ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করেন। ৯ তাঁর পিতৃপুরুষেরা যেমন করেছিলেন, তেমনি তিনি প্রভুর
দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন: নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা
ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ ত্যাগ করলেন না। ১০ যাবেশের
সন্তান শাল্লুম তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন, জনগণের সামনেই তাঁকে বধ করলেন, আর তাঁর পদে
রাজা হলেন।

১১ জাখারিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, দেখ, ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

[12] এইভাবে প্রভু যেহুকে যে কথা বলেছিলেন: 'চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত তোমার বংশ ইস্রায়েলের
সিংহাসনে বসবে,' তা সিদ্ধিলাভ করল।

ইস্রায়েল-রাজ শাল্লুম (৭৪৩)

[13] যুদা-রাজ উজ্জিয়ার ঊনচত্বারিংশ বর্ষে যাবেশের সন্তান শাল্লুম রাজ্যভার গ্রহণ করে সামারিয়ায়
ছয় মাস রাজত্ব করেন। [14] পরে গাদির সন্তান মেনাহেম তির্সা থেকে রণযাত্রা করে সামারিয়ায়
প্রবেশ করলেন, ও তাঁর পদে রাজা হলেন।

[15] শাল্লুমের বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর সাধিত চক্রান্ত, দেখ, ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে
লিপিবদ্ধ রয়েছে। [16] পরে মেনাহেম তির্সা থেকে আসার পথে তিপ্সাহ্ হস্তগত করলেন, তার সকল
অধিবাসীকে বধ করলেন ও তার সমস্ত এলাকা বিনাশ করলেন; কেননা লোকেরা তাঁর জন্য
নগরদ্বার খুলে দেয়নি; তিনি সেখানকার গর্ভবতী যত স্ত্রীলোকের পেটও বিঁধিয়ে দিলেন।

ইস্রায়েল-রাজ মেনাহেম (৭৪৩-৭৩৮)

[17] যুদা-রাজ আজারিয়ার ঊনচত্বারিংশ বর্ষে গাদির সন্তান মেনাহেম ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যভার
গ্রহণ করে সামারিয়ায় দশ বছর রাজত্ব করেন। [18] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই
করলেন: নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর
সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না।

তাঁর জীবনকালে [19] আসিরিয়া-রাজ পুল দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন। পুলের সাহায্যে রাজক্ষমতা
যেন তাঁর নিজের হাতে স্থির থাকে, এজন্য মেনাহেম তাঁকে এক হাজার বাট রুপো দিলেন। [20]
আসিরিয়া-রাজকে দেবার জন্য মেনাহেম ইস্রায়েল থেকে, সমস্ত ধনশালী লোকের কাছ থেকে, সেই
অর্থ আদায় করলেন, প্রত্যেকের কাছ থেকে পঞ্চাশ শেকেল করে নিলেন। তখন আসিরিয়া-রাজ
চলে গেলেন, দেশে রইলেন না।

[21] মেনাহেমের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে
লিপিবদ্ধ নেই? [22] পরে মেনাহেম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর তাঁর সন্তান
পেকাহিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

ইস্রায়েল-রাজ পেকাহিয়া (৭৩৮-৭৩৭)

[23] যুদা-রাজ আজারিয়ার পঞ্চাশত্তম বর্ষে মেনাহেমের সন্তান পেকাহিয়া সামারিয়ায় ইস্রায়েলের
উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে দু'বছর রাজত্ব করেন। [24] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই
করলেন: নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন, তাঁর
সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না। [25] রেমালিয়ার সন্তান পেকা নামে তাঁর অশ্বপাল
তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেন, এবং সামারিয়ায় রাজপ্রাসাদের দুর্গে তাঁকে, আর্গোবকে ও আরিয়েকে
আঘাত করলেন; তাঁর সঙ্গে গিলেয়াদীয় পঞ্চাশজন লোক ছিল; তিনি তাঁকে বধ করে তাঁর পদে
রাজা হলেন।

[26] পেকাহিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ, দেখ, ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে
লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ইস্রায়েল-রাজ পেকা (৭৩৭-৭৩২)

[২৭] যুদা-রাজ আজারিয়ার দ্বিপঞ্চাশতম বর্ষে রেমালিয়ার সন্তান পেকা সামারিয়ায় ইস্রায়েলের
উপরে রাজ্যভার গ্রহণ করে কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। [২৮] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন
কাজই করলেন: নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করিয়েছিলেন,
তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথ তিনি ত্যাগ করলেন না।
[২৯] ইস্রায়েল-রাজ পেকার সময়ে আসিরিয়া-রাজ তিগ্লাৎ-পিলেজার এসে ইয়োন,
আবেল-বেথ্-মায়াখা, যানোয়াহ্, কেদেশ, হাৎসোর, গিলেয়াদ ও গালিলেয়া, অর্থাৎ নেফ্তালির সমস্ত
এলাকা হস্তগত করলেন আর জনগণকে দেশছাড়া করে আসিরিয়ায় নিয়ে গেলেন। [৩০] উজ্জিয়ার
সন্তান যোথামের বিংশ বর্ষে এলাহ্‌র সন্তান হোসেয়া রেমালিয়ার সন্তান পেকার বিরুদ্ধে চক্রান্ত
করলেন, তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বধ করলেন, আর তাঁর পদে রাজা হলেন।
[৩১] পেকার বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ, দেখ, ইস্রায়েল-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে
লিপিবদ্ধ রয়েছে।

যুদা-রাজ যোথাম (৭৪০-৭৩৬)

[৩২] রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকার দ্বিতীয় বর্ষে উজ্জিয়ার সন্তান যোথাম রাজ্যভার গ্রহণ
করেন। [৩৩] তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন;
তাঁর মাতার নাম যেরুসা, তিনি সাদোকের কন্যা। [৩৪] যোথাম প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই
করলেন; তাঁর আপন পিতা উজ্জিয়া যেমন কাজ করেছিলেন, সেই অনুসারে। [৩৫] তথাপি
উচ্চস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা হল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থানগুলিতে বলি উৎসর্গ করত ও ধূপ
জ্বালাত। তিনি প্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার গাঁথলেন।
[৩৬] যোথামের বাকি যত কর্মকীর্তি ও সমস্ত কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ
নেই? [৩৭] সেসময় প্রভু আরাম-রাজ রেজিনকে ও রেমালিয়ার সন্তান পেকাকে যুদার বিরুদ্ধে পাঠাতে
শুরু করলেন। [৩৮] পরে যোথাম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষ
দাউদের নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আহাজ তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ আহাজ (৭৩৬-৭১৬)

১৬ রেমালিয়ার সন্তান পেকার সপ্তদশ বর্ষে যুদা-রাজ যোথামের সন্তান আহাজ রাজ্যভার গ্রহণ
করেন। [২] আহাজ কুড়ি বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ষোল বছর রাজত্ব করেন;
তিনি তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের মত তাঁর আপন পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই
করলেন না। [৩] না, তিনি ইস্রায়েল-রাজাদের পথে চললেন, এমনকি, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের
সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে তিনি নিজের
ছেলেকেও আগুনের মধ্য দিয়ে পার হতে বাধ্য করলেন। [৪] তাছাড়া তিনি নানা উচ্চস্থানগুলিতে, নানা
পাহাড়ের উপরে ও প্রতিটি সবুজ গাছের তলায় বলি উৎসর্গ করতেন ও ধূপ জ্বালাতেন।
[৫] সেসময়েই আরাম-রাজ রেজিন ও রেমালিয়ার সন্তান ইস্রায়েল-রাজ পেকা যেরুসালেমের
বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন; তাঁরা যেরুসালেম অবরোধ করলেন, কিন্তু তা জয় করতে
পারলেন না। [৬] কিন্তু এদোমের রাজা এদোমের জন্য এলাৎ পুনর্জয় করলেন; তিনি সেখান থেকে

ইহুদীদের তাড়িয়ে দিলেন, আর এদোমীয়েরা তা দখল করে সেখানে বসতি করল—আজ পর্যন্ত। ৭
আহাজ আসিরিয়া-রাজ তিগ্লাৎ-পিলেজারের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, 'আমি আপনার দাস ও
আপনার সন্তান। আপনি এসে আরাম-রাজের হাত থেকে ও ইস্রায়েলের রাজার হাত থেকে আমাকে
ত্রাণ করুন, তারা যে আমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।' ৮ আর আহাজ, প্রভুর গৃহে ও রাজপ্রাসাদের
ধনভান্ডারে যত রুপো ও সোনা ছিল, তা নিয়ে আসিরিয়া-রাজের কাছে উপহার রূপে পাঠালেন। ৯
আসিরিয়া-রাজ তাঁর কথায় কান দিলেন; আসিরিয়া-রাজ দামাস্কাস আক্রমণ করে হস্তগত করলেন,
সেখানকার লোকদের দেশছাড়া করে কিরে নিয়ে গেলেন ও রেজিমকে বধ করলেন।
১০ আহাজ রাজা যখন আসিরিয়া-রাজ তিগ্লাৎ-পিলেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দামাস্কাসে
গেলেন, তখন দামাস্কাসে যজ্ঞবেদিটি দেখে আহাজ রাজা সেই বেদির গঠন ও তাতে যে যে শিল্পকর্ম
ছিল, নমুনা সহ তার সূক্ষ্ম বিবরণ উরিয়া যাজকের কাছে পাঠালেন। ১১ আহাজ রাজা দামাস্কাস
থেকে ফিরে আসবার আগেই উরিয়া যাজক বেদিটি গাঁথলেন, ঠিক সেই নির্দেশ অনুসারেই যা
আহাজ রাজা দামাস্কাস থেকে পাঠিয়েছিলেন। ১২ দামাস্কাস থেকে ফিরে এসে রাজা বেদিটি
দেখলেন, আর রাজা বেদির কাছে এগিয়ে গিয়ে তার উপরে গেলেন। ১৩ তিনি সেই বেদির উপরে
নিজের আহুতিবলি ও শস্য-নৈবেদ্য পুড়িয়ে দিলেন, পানীয়-নৈবেদ্য ঢাললেন, ও নিজের
মিলন-যজ্ঞবলিগুলোর রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। ১৪ প্রভুর সামনে যে ব্রঞ্জের বেদি ছিল, তা গৃহের সামনে
থেকে অর্থাৎ তাঁর নিজের বেদি ও প্রভুর গৃহের মধ্যস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের বেদির
উত্তরদিকে বসালেন। ১৫ পরে আহাজ রাজা উরিয়া যাজককে এই আজ্ঞা দিলেন, 'বড় বেদির উপরে
প্রাতঃকালীন আহুতি ও সন্ধ্যাকালীন শস্য-নৈবেদ্য, রাজার আহুতি ও তাঁর শস্য-নৈবেদ্য, এবং
দেশের গোটা জনগণের আহুতি ও তাদের শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে, আর তার
উপরে আহুতিবলির সমস্ত রক্ত ও অন্য সমস্ত রক্ত ঢালবে; কিন্তু ব্রঞ্জের বেদির ব্যাপারে আমিই
সিদ্ধান্ত নেব।' ১৬ উরিয়া যাজক আহাজ রাজার আজ্ঞামত সমস্ত কাজ করলেন।
১৭ আহাজ রাজা পীঠগুলোর আড়া ও প্রক্ষালনপাত্রগুলি খুলে পীঠগুলো ভেঙে দিলেন, আর
সমুদ্রপাত্রের নিচে যে ব্রঞ্জের বলদ-মূর্তিগুলো ছিল, তার উপর থেকে সেই পাত্র নামিয়ে পাথরময়
মেঝের উপরে বসালেন। ১৮ সাব্বাতের জন্য গৃহের মধ্যে যে চন্দ্রতপ ও বাইরের যে রাজকীয়
প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়েছিল, তা তিনি আসিরিয়া-রাজের সম্মানার্থে প্রভুর গৃহের অন্য স্থানে
রাখলেন।
১৯ আহাজের বাকি যত কর্মকীর্তি কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? ২০ পরে
আহাজ তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন; তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দাউদ-নগরীতে
সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান হেজেকিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

শেষ ইস্রায়েল-রাজ হোসেয়া (৭৩২-৭২৪)

১৭ যুদা-রাজ আহাজের দ্বাদশ বর্ষে এলাহ্‌র সন্তান হোসেয়া সামারিয়ায় ইস্রায়েলের উপরে
রাজ্যভার গ্রহণ করে নয় বছর রাজত্ব করেন। ২ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই
করলেন, তবু তাঁর আগে ইস্রায়েলে যে রাজারা ছিলেন, তাঁদের মত নয়। ৩ তাঁর বিরুদ্ধে
আসিরিয়া-রাজ শাল্‌মানেসের রণ-অভিযানে বেরিয়ে এলেন; হোসেয়া তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন

ও তাঁর করদাতা হলেন। ৪ কিন্তু পরবর্তীকালে আসিরিয়ার রাজা হোসেয়ার একটা চক্রান্তের কথা
জানতে পারলেন, কেননা তিনি মিশরের সো রাজার কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, এবং বছরে বছরে
যেমন করে আসছিলেন, আসিরিয়া-রাজের কাছে সেইমত কর আর পাঠাতেন না; এজন্য
আসিরিয়ার রাজা তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়ে কারাবাসে আটকে দিলেন। ৫ আসিরিয়ার রাজা এসে সমস্ত
দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন, এবং সামারিয়ায় এসে তিন বছর ধরে তা অবরোধ করে রাখলেন। ৬
হোসেয়ার নবম বর্ষে আসিরিয়ার রাজা সামারিয়া হস্তগত করে ইস্রায়েলীয়দের দেশছাড়া করে
আসিরিয়ায় নিয়ে গেলেন, এবং গোজানের হাবোর নদীর ধারে অবস্থিত হালাহে ও মেদীয়দের নানা
শহরে বসিয়ে দিলেন।

উত্তর রাজ্যের পতনের কারণ সম্বন্ধীয় পর্যালোচনা

৭ এমনটি ঘটবার কারণ এই: মিশর-রাজ ফারাওর হাত থেকে মুক্ত করে যিনি ইস্রায়েল সন্তানদের
মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন, তাদের সেই পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে তারা পাপ করেছিল
যেহেতু অন্য দেবতাদেরই পূজা করেছিল; ৮ আর প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে
জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তারা তাদেরই আচার-আচরণ, ও ইস্রায়েল-রাজাদের প্রবর্তিত
আচার-আচরণ মেনে চলেছিল। ৯ ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের পরমেশ্বর প্রভুর সম্বন্ধে অবজ্ঞা-ভরা
কথা বলেছিল; সবচেয়ে ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে দুর্গমিনার পর্যন্ত সমস্ত শহরেই তারা উচ্চস্থানগুলিতে নানা
দেবালয় নির্মাণ করেছিল। ১০ যত উঁচু পাহাড়ে বা সবুজ গাছের তলায় তারা স্মৃতিস্তম্ভ ও পবিত্র
দণ্ডগুলো দাঁড় করিয়েছিল। ১১ প্রভু তাদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন,
তাদের মত তারা সেই সমস্ত উচ্চস্থানে ধূপ জ্বালিয়েছিল; এবং কুকর্ম করে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে
তুলেছিল। ১২ তারা পুতুল-পূজা করেছিল, অথচ এই বিষয়ে প্রভু বলেছিলেন, 'তেমন কাজ তোমরা
করবে না!'

১৩ অথচ প্রভু সমস্ত নবী ও দৈবদ্রষ্টার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলকে ও যুদাকে বারবার সাবধান করে
বলেছিলেন, 'তোমাদের যত কুপথ ত্যাগ করে ফিরে এসো, এবং আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের
জন্য যে সমস্ত বিধান জারি করেছি ও আমার দাস সেই নবীদের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে যা
পাঠিয়েছি, সেই সমস্ত বিধান অনুসারে আমার সমস্ত আজ্ঞা ও বিধিনিয়ম পালন কর।' ১৪ কিন্তু তারা
কান দিল না; তাদের যে পিতৃপুরুষেরা তাদের পরমেশ্বর প্রভুতে বিশ্বাস করেনি, তাদের মনের মত
নিজেদের মনও কঠিন করল। ১৫ তারা তাঁর বিধিনিয়ম, তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করা
সন্ধি, ও তাদের কাছে দেওয়া সমস্ত সাক্ষ্যবাণী অগ্রাহ্য করল; তারা অসার বস্তুর অনুগামী হল,
ফলে তারা নিজেরাও অসার হল—ঠিক সেই জাতিগুলির মত, যাদের আচার-আচরণ অনুকরণ
করতে প্রভু তাদের নিষেধ করেছিলেন। ১৬ তারা তাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ত্যাগ
করল, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা দু'টো বাছুরের মূর্তি তৈরি করল, পবিত্র দণ্ডগুলো প্রস্তুত
করল, আকাশের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করল, ও বায়াল-দেবতাদের সেবা করল। ১৭
তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার করাল, মন্ত্রতন্ত্র ও জাদুবিদ্যা ব্যবহার
করল, এবং প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজ করার জন্য নিজেদের বিক্রি করে দিল, আর
এইভাবে তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলল। ১৮ এজন্য প্রভু ইস্রায়েলের উপরে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন, নিজের

সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন; তখন কেবল যুদা গোষ্ঠী অবশিষ্ট রইল!

[১৯] যুদাও তার আপন পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞা পালন না করে বরং ইস্রায়েল দ্বারা প্রবর্তিত প্রথাগুলো অনুসারে চলতে লাগল। [২০] তাই প্রভু ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে পরিত্যাগ করলেন: তাদের তিনি অবনমিত করলেন, লুটেরাদের হাতে তাদের তুলে দিলেন, শেষে নিজের দৃষ্টি থেকে একেবারে দূরে ফেলে দিলেন।

[২১] কেননা তিনি দাউদের কুল থেকে ইস্রায়েলকে ছিঁড়ে নেওয়ার পর তারা নেবাটের সন্তান যেরবোয়ামকে রাজা করেছিল; আর যেরবোয়াম প্রভুর অনুগমন থেকে ইস্রায়েলকে পরাঙ্মুখ করে তাদের মহাপাপ করিয়েছিলেন। [২২] যেরবোয়াম যে সমস্ত পাপ করেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথে চলল, সেই সমস্ত কিছু ত্যাগ করল না। [২৩] শেষে প্রভু তাঁর সকল দাস নবীদের মধ্য দিয়ে যেভাবে বলেছিলেন, সেই অনুসারে ইস্রায়েলকে নিজের দৃষ্টি থেকে দূর করলেন। আর ইস্রায়েলকে তার নিজের দেশভূমি থেকে দেশছাড়া করে সেই আসিরিয়ায় আনা হল, যেখানে আজ পর্যন্তই তারা আছে!

সামারীয়দের উৎপত্তি

[২৪] আসিরিয়ার রাজা তখন বাবিলন, কুথা, আব্বা, হামাৎ ও সেফার্বাইম থেকে লোক আনিয়ে সামারিয়ার শহরগুলিতে ইস্রায়েল সন্তানদের জায়গায় তাদেরই বসিয়ে দিলেন। তারা সামারিয়া দখল করে সেখানকার শহরগুলিতে বসতি করল। [২৫] সেখানে তাদের বসবাসের শুরুতে তারা প্রভুকে ভয় করত না, এজন্য প্রভু তাদের বিরুদ্ধে সিংহপাল পাঠালেন, আর সিংহেরা তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটাল। [২৬] তখন তারা আসিরিয়ার রাজাকে বলল, 'আপনি যে জাতিগুলোকে স্থানান্তর করে সামারিয়ার শহরগুলোতে বসিয়ে দিয়েছেন, তারা এই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্ম জানে না; তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে সিংহপাল পাঠিয়েছেন; দেখুন, সিংহেরা তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে, কেননা তারা এই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্ম জানে না।' [২৭] তাই আসিরিয়ার রাজা এই আজ্ঞা দিলেন, 'তোমরা সেখান থেকে যে যাজকদের দেশছাড়া করে এনেছ, তাদের একজনকে সেখানে ফেরত পাঠাও; সে গিয়ে সেখানে বাস করুক ও লোকদের সেই স্থানীয় ঈশ্বরের ধর্মের কথা শিখিয়ে দিক।'
[২৮] তখন তারা সামারিয়া থেকে যে যাজকদের দেশছাড়া করে নিয়ে গেছিল, তাদের একজন এসে বেথেলে বাস করে তাদের শেখালেন কেমন করে প্রভুকে উপাসনা করতে হয়।

[২৯] কিন্তু তবুও এক একটা জাতি তাদের নিজস্ব দেবমূর্তি তৈরি করল, এবং সামারীয়েরা উচ্চস্থানগুলিতে যে দেবালয় গেঁথেছিল, তারা সেগুলির মধ্যে তাদের নিজস্ব দেবমূর্তি বসিয়ে দিল; এক এক জাতি যে যে শহরে বাস করত, সেই সেই শহরে তাই করল। [৩০] এইভাবে বাবিলনের লোকেরা সুক্কোৎ-বেনোৎ তৈরি করল, কুথার লোকেরা নের্গাল তৈরি করল, হামাতের লোকেরা আশিমা তৈরি করল, [৩১] আব্বীয়েরা নিব্হাজ ও তার্তাক তৈরি করল, এবং সেফার্বাইমেরা সেফার্বাইমের দেবতা আদ্রাম-মেলেক ও আনাম-মেলেকের উদ্দেশে তাদের নিজেদের ছেলেদের আগুনে পোড়াত। [৩২] তারা প্রভুকেও উপাসনা করল, এবং নিজেদের মধ্য থেকে উচ্চস্থানগুলির জন্য যাজকদের নিযুক্ত করল; এরাই তাদের জন্য উচ্চস্থানগুলিতে উপাসনা চালাত। [৩৩] তারা প্রভুকেও উপাসনা করত, এবং যে সকল জাতির মধ্য থেকে তাদের আনা হয়েছিল, তাদের প্রথা অনুসারে

তাদের আপন আপন দেবতারও সেবা করত। ৩৪ তেমন প্রাচীন প্রথাগুলো তারা আজও পালন
করছে; তারা প্রভুকে উপাসনা করে না, তাঁর বিধি ও নিয়মনীতি অনুসারে চলে না, এবং প্রভু যাঁর
নাম ইস্রায়েল রেখেছিলেন, সেই যাকোবের সন্তানদের জন্য যে বিধান ও আজ্ঞা জারি করেছিলেন,
সেই অনুসারেও তারা চলে না। ৩৫ আসলে প্রভু তাদের সঙ্গে একটা সন্ধি স্থির করে এই আজ্ঞা
দিয়েছিলেন, 'তোমরা অন্য দেবতাদের উপাসনা করবে না, তাদের উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না,
তাদের সেবা করবে না, তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করবে না, ৩৬ তোমরা বরং কেবল সেই
প্রভুকেই ভয় করবে, কেবল তাঁরই উদ্দেশে প্রণিপাত করবে, তাঁরই উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করবে,
যিনি মহা পরাক্রম দেখিয়ে ও প্রসারিত বাহুতে মিশর দেশ থেকে তোমাদের এখানে এনেছেন। ৩৭
তিনি তোমাদের জন্য যে বিধি ও নিয়মনীতি এবং যে বিধান ও আজ্ঞা লিখিত আকারে দিয়েছেন,
সেই সমস্তই সবসময় সযত্নে পালন করবে; বিজাতীয় কোন দেবতাকে তোমরা উপাসনা করবে না।
৩৮ আমি তোমাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছি, তোমরা যেন তা ভুলে না যাও; বিজাতীয় কোন
দেবতাকে তোমরা উপাসনা করবে না, ৩৯ তোমাদের পরমেশ্বর সেই প্রভুকেই বরং উপাসনা করবে,
আর তিনি তোমাদের সকল শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।' ৪০ কিন্তু তারা কান
দিল না; সবসময়ই তাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে চলল। ৪১ তাই সেই জাতিগুলো প্রভুকেও উপাসনা
করত, তাদের দেবতাদেরও সেবা করত, আর তাদের সন্তানেরাও সেইমত করত। তাদের
পিতৃপুরুষেরা যেমন করত, তাদের সন্তানেরা ও তাদের সন্তানদের সন্তানসন্ততিরাও আজও তেমনি
করছে।

যুদা-রাজ হেজেকিয়া (৭১৬-৬৮৭)

১৮ এলাহ্‌র সন্তান ইস্রায়েল-রাজ হোসেয়ার তৃতীয় বর্ষে যুদা-রাজ আহাজের সন্তান হেজেকিয়া
রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ২ তিনি পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে ঊনত্রিশ বছর
রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম আবি, তিনি জাখারিয়ার কন্যা। ৩ হেজেকিয়া তাঁর পিতৃপুরুষ
দাউদের সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায় তেমন কাজই করলেন। ৪ তিনি উচ্চস্থানগুলি
নিশ্চিহ্ন করলেন, যত স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে দিলেন, পবিত্র দণ্ডগুলো ছিন্ন করলেন, ও মোশী যে ব্রঞ্জের
সাপ তৈরি করেছিলেন, তা ভেঙে ফেললেন, কেননা সেসময় পর্যন্ত ইস্রায়েল সন্তানেরা তার উদ্দেশে
ধূপ জ্বালাত; তারা তার নাম নেহুস্টান রেখেছিল। ৫ তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুতে ভরসা
রাখলেন। যুদার রাজাদের মধ্যে আর কেউই তাঁর মত হননি, তাঁর আগেও কেউই ছিলেন না। ৬
বাস্তবিক তিনি প্রভুকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন, তাঁর অনুগমন থেকে সরলেন না, বরং প্রভু মোশীকে
যে সকল আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত আজ্ঞা পালন করলেন। ৭ তাই প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন,
আর তিনি তাঁর যত প্রচেষ্টায় সফল হলেন। তিনি আসিরিয়া-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন,
তাঁকে সেবা করতে অস্বীকার করলেন। ৮ তিনি গাজা ও তার এলাকা পর্যন্ত, সবচেয়ে ক্ষুদ্র গ্রাম
থেকে দুর্গমিনার পর্যন্ত সমস্ত শহরেই ফিলিস্তিনিদের আঘাত করলেন।

সামারিয়ার পতন বিষয়ে দ্বিতীয় বিবরণ

৯ হেজেকিয়া রাজার চতুর্থ বর্ষে, অর্থাৎ ইস্রায়েল-রাজ এলাহ্‌র সন্তান হোসেয়ার সপ্তম বর্ষে
আসিরিয়া-রাজ শাল্‌মানেসের সামারিয়ার বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে তা অবরোধ করলেন। ১০

তিন বছর পরে আসিরীয়েরা তা হস্তগত করল; হেজেকিয়া রাজার ষষ্ঠ বর্ষে, ও ইস্রায়েল-রাজ
হোসেয়ার নবম বর্ষে সামারিয়া হস্তগত হল। ১১ আসিরিয়া-রাজ ইস্রায়েলকে দেশছাড়া করে
আসিরিয়ায় নিয়ে গিয়ে গোজানের হাবোর নদীর ধারে অবস্থিত হালাহে ও মেদীয়দের নানা শহরে
বসিয়ে দিলেন। ১২ এর কারণ এই, তারা তাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়নি, বরং তাঁর সন্ধি,
অর্থাৎ প্রভুর দাস মোশী যা যা আজ্ঞা করেছিলেন, তা লঙ্ঘন করল; হ্যাঁ, তারা সেই সমস্ত কিছুতে
কখনও কান দেয়নি, কিছুই পালন করেওনি।

সেন্নাখেরিবের রণ-অভিযান

১৩ হেজেকিয়া রাজার চতুর্দশ বর্ষে আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিব প্রাচীরে ঘেরা সমস্ত যুদা-নগরের
বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে সেগুলোকে হস্তগত করলেন। ১৪ যুদা-রাজ হেজেকিয়া লাখিশে
আসিরিয়ার রাজার কাছে একথা বলে পাঠালেন: 'আমি দোষ করেছি। আমার কাছ থেকে দূরে চলে
যান, আর আপনি আমাকে যে ভার দেবেন, তা আমি বইব।' আসিরিয়ার রাজা যুদা-রাজ
হেজেকিয়ার কাছ থেকে তিনশ' বাট রুপো ও ত্রিশ বাট সোনা আদায় করলেন। ১৫ হেজেকিয়া প্রভুর
গৃহে ও রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে থাকা যত রুপো তাঁকে দিলেন। ১৬ যুদা-রাজ হেজেকিয়া প্রভুর
মন্দিরের যে যে দরজা ও যে যে বাজু সোনায় মুড়ে দিয়েছিলেন, সেসময়েই তা থেকে সোনা কেটে
আসিরিয়ার রাজাকে দিলেন।

যেরুসালেমের বিরুদ্ধে আসিরিয়া-রাজের হুমকি

১৭ আসিরিয়ার রাজা লাখিশ থেকে প্রধান সেনাপতিকে, প্রহরীদের প্রধান অধিনায়ককে ও প্রধান
পাত্রবাহককে বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুসালেমে হেজেকিয়া রাজার কাছে পাঠালেন। তাঁরা রওনা
হয়ে যেরুসালেমে এসে পৌঁছলেন; তাঁরা উপরের দিঘির নালার কাছে ধোপার মাঠের রাস্তায়
থামলেন। ১৮ তাঁরা রাজাকে আহ্বান করলে হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্না
কর্মসচিব ও আসাফের সন্তান রাজ-ঘোষক যোয়াহ্ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেলেন। ১৯
প্রধান পাত্রবাহক তাঁদের বললেন, 'তোমরা হেজেকিয়াকে একথা বল: রাজাধিরাজ আসিরিয়া-রাজ
একথা বলছেন, তোমার ভরসা কিসের উপরে নির্ভর করছে? ২০ তুমি কি মনে কর যে, যুদ্ধ-সংগ্রামে
রণকৌশল ও পরাক্রমের চেয়ে অসার কথাই প্রবল? বল দেখি, কার্ উপরে ভরসা রেখে তুমি
আমার বিদ্রোহী হচ্ছ? ২১ ওই দেখ, তুমি থেঁতলানো নলগাছ সেই মিশরের উপরে ভরসা রাখছ;
কিন্তু যে কেউ তার উপরে ভর করে, তা তার হাতে ফোটে ও বিঁধিয়ে দেয়; যত লোক মিশর-রাজ
ফারাওর উপরে ভরসা রাখে, তাদের পক্ষে তিনি ঠিক তাই। ২২ আর যদি তোমরা আমাকে বল,
আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উপরে ভরসা রাখি, তবে তিনি কি সেই ঈশ্বর নন, যাঁর যত
উচ্চস্থান ও যজ্ঞবেদি ধ্বংস ক'রে হেজেকিয়া যুদার ও যেরুসালেমের লোকদের আদেশ দিয়েছে:
তোমরা কেবল যেরুসালেমে এই যজ্ঞবেদির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে? ২৩ এবার তুমি আমার প্রভু
আসিরিয়া-রাজের সঙ্গে বাজি রাখ: আমি তোমাকে দু'হাজার ঘোড়া দেব, অবশ্য তুমি যদি
সেগুলোর জন্য দু'হাজার অশ্বারোহী যোগাড় করতে পার। ২৪ কেমন করে আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম
দাসদের একজনকেও হটিয়ে দিতে পারবে? অথচ তুমি রথ ও অশ্বারোহীদের ব্যাপারে মিশরের
উপরেই ভরসা রেখেছ! ২৫ তুমি কি মনে কর, আমি প্রভুর সম্মতি ছাড়া এই জায়গা ধ্বংস করতে

এসেছি? প্রভু নিজেই আমাকে বলেছেন, তুমি এই স্থানের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে তা ধ্বংস
কর।'
[২৬] হিল্কিয়ার সন্তান এলিয়াকিম, শেব্না ও যোয়াহ্ উত্তরে প্রধান পাত্রবাহককে বললেন, 'দয়া করে
আপনার এই দাসদের সঙ্গে আরামীয় ভাষায় কথা বলুন, কেননা আমরা তা বুঝতে পারি;
নগরপ্রাচীরের উপরে থাকা লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের সঙ্গে ইহুদী ভাষায় কথা বলবেন না।' [২৭]
কিন্তু প্রধান পাত্রবাহক প্রতিবাদ করে তাঁদের বললেন, 'আমার প্রভু কি তোমার প্রভুরই কাছে ও
তোমারই কাছে একথা বলতে আমাকে পাঠিয়েছেন? ওই যে লোকেরা নগরপ্রাচীরে বসে আছে,
তোমাদের সঙ্গে যারা তাদের নিজেদের মল খেতে ও মূত্র পান করতে বাধ্য হতে যাচ্ছে, তাদেরই
কাছে কি তিনি পাঠাননি?' [২৮] প্রধান পাত্রবাহক তখন উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ইহুদী ভাষায় বলতে
লাগলেন, 'তোমরা রাজাধিরাজ আসিরিয়া-রাজের কথা শোন! [২৯] রাজা একথা বলছেন, হেজেকিয়া
যেন তোমাদের না ভোলায়! কেননা আমার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করার সাধ্য তার নেই। [৩০]
আরও, প্রভু নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করবেন, এই নগরী কখনও আসিরিয়ার রাজার অধীন হবে
না, একথা বলে হেজেকিয়া যেন প্রভুতে ভরসা রাখতে তোমাদের মন জয় না করে। [৩১] তোমরা
হেজেকিয়ার কথায় কান দিয়ো না, কারণ আসিরিয়ার রাজা একথা বলছেন: তোমরা আমার সঙ্গে
শান্তি স্থাপন কর, আত্মসমর্পণ কর; তবেই তোমরা প্রত্যেকে যে যার আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের ফল
ভোগ করতে পারবে, প্রত্যেকে যে যার কুয়োর জল পান করতে পারবে; [৩২] শেষে আমি এসে
তোমাদের নিজেদের দেশের মত এক দেশে—গম ও উত্তম আঙুররসের এক দেশে, রুটি ও
আঙুরখেতের এক দেশে, জলপাই ও মধুর এক দেশে নিয়ে যাব। তবেই তোমরা বাঁচবে, মরবে না।
কিন্তু হেজেকিয়ার কথায় কান দিয়ো না; প্রভু আমাদের উদ্ধার করবেন, একথা বলে সে তোমাদের
ভোলায়। [৩৩] জাতিগুলির দেবতারা কি কেউ আসিরিয়ার রাজার হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশ
উদ্ধার করেছে? [৩৪] হামাত ও আর্পাদের দেবতারা কোথায়? সেফার্বাইম, হেনা ও ইব্বার দেবতারা
কোথায়? ওরা কি সামারিয়াকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করেছে? [৩৫] সেই সমস্ত দেশের সকল
দেবতার মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতা আমার হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশ উদ্ধার করেছে? তাই
প্রভু যে আমার হাত থেকে যেরুসালেম উদ্ধার করবেন, এ কি সম্ভব?' [৩৬] কিন্তু লোকেরা নীরব
থাকল, উত্তরে একটা কথাও বলল না, কারণ রাজার এই আজ্ঞা ছিল: 'তাকে উত্তর দিতে নেই!'
[৩৭] হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্না কর্মসচিব ও আসাফের সন্তান
রাজ-ঘোষক যোয়াহ্ ছিঁড়ে ফেলা পোশাকেই হেজেকিয়ার সাক্ষাতে এসে প্রধান পাত্রবাহকের কথা
জানিয়ে দিলেন।
১৯ তা শুনে হেজেকিয়া রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে চটের কাপড় পরে প্রভুর গৃহে গেলেন। [২]
তিনি রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিমকে, শেব্না কর্মসচিবকে ও যাজকদের প্রবীণবর্গকে চটের
কাপড় পরা অবস্থায় আমোজের সন্তান নবী ইসাইয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। [৩] তাঁরা তাঁকে বললেন,
'হেজেকিয়া একথা বলছেন: আজকের দিন সঙ্কট, শাস্তি ও লজ্জার দিন, কেননা সন্তানেরা
প্রসব-দ্বারে আসে, কিন্তু মায়ের প্রসব করার শক্তি নেই। [৪] জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য
প্রধান পাত্রবাহকের প্রভু সেই আসিরিয়া-রাজ তাকে যে সমস্ত কথা বলতে পাঠিয়েছেন, হয় তো
আপনার পরমেশ্বর প্রভু সেই সমস্ত কথা শুনবেন, এবং আপনার পরমেশ্বর প্রভু যে কথা শুনেছেন,

সেই সমস্ত কথার জন্য তাকে শাস্তি দেবেন। সুতরাং, যারা এখনও বেঁচে রয়েছে, সেই অবশিষ্ট লোকদের জন্য আপনি প্রার্থনা নিবেদন করুন।'

৫ হেজেকিয়া রাজার পরিষদেরা ইসাইয়ার কাছে গেলে ৬ ইসাইয়া তাঁদের বললেন, 'তোমাদের প্রভুকে একথা বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি যা শুনেছ, এবং যা বলে আসিরিয়ার রাজার কর্মচারীরা আমাকে টিটকারি দিয়েছে, সেই সমস্ত কথায় ভয় পেয়ো না। ৭ দেখ, আমি তার অন্তরে এমন এক আত্মা পাঠাব যে, সে একটা খবর শোনামাত্র তার নিজের দেশে ফিরে যাবে, আর তার সেই দেশে আমি খড়্গের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটাব।'

৮ প্রধান পাত্রবাহক ফিরে গেলেন, গিয়ে দেখতে পেলেন যে, আসিরিয়ার রাজা লিব্না আক্রমণ করছিলেন। আসলে প্রধান পাত্রবাহক খবর পেয়েছিলেন যে, রাজা ইতিমধ্যে লাখিশ ছেড়ে চলে গেছিলেন, ৯ যেহেতু সেন্নাখেরিব ইথিওপিয়ার তির্হাকা রাজা সম্বন্ধে এই খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন।

হেজেকিয়ার কাছে আসিরিয়া-রাজের নতুন হুমকি

তিনি হেজেকিয়াকে একথা বলতে আবার কয়েকজন দূত পাঠালেন; ১০ 'তোমরা যুদা-রাজ হেজেকিয়াকে একথা বলবে: তোমার সেই ঈশ্বর, যাঁর উপর তোমার এত ভরসা, তিনি এখন বলবেন, যেরুসালেম আসিরিয়ার রাজার হাতে তুলে দেওয়া হবে না; তাঁর এই কথায় তুমি কিন্তু ভুলো না। ১১ দেখ, আসিরিয়ার রাজারা যে সকল দেশ বিনাশ-মানতের বস্তু করতে স্থির করেছিলেন, সেই সমস্ত দেশের তাঁরা যে কী দশা ঘটিয়েছেন, সেই কথা তুমি শুনেছ। তাহলে কি তুমি উদ্ধার পাবে? ১২ আমার পিতৃপুরুষেরা যে সকল জাতির বিনাশ ঘটিয়েছেন—গোজান, হারান, রেজেফ ও তেল-বাশার-নিবাসী এদেনীয়েরা—তাদের দেবতারা কি তাদের উদ্ধার করেছে? ১৩ হামাতের রাজা, আর্পাদের রাজা, সেফার্বাইম শহর, হেনা ও ইব্বার রাজা—এরা সকলে কোথায়?'

১৪ দূতদের হাত থেকে পত্র নিয়ে হেজেকিয়া তা পড়লেন; পরে হেজেকিয়া প্রভুর গৃহে গেলেন, এবং প্রভুর সামনে সেই গোটানো পত্র খুলে ১৫ প্রভুর সাক্ষাতে এই বলে প্রার্থনা করলেন: 'খেরুবদের উপরে সমাসীন হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি, কেবল তুমিই পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের পরমেশ্বর; তুমিই আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছ! ১৬ প্রভু, কান পেতে শোন! প্রভু, চোখ উন্মীলিত করে চেয়ে দেখ! জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য সেন্নাখেরিব কী বলে পাঠিয়েছে, তা শোন। ১৭ প্রভু, কথাটা সত্য বটে: আসিরিয়ার রাজারা জাতিগুলোকে ও তাদের দেশগুলোকে ঠিকই বিনাশ করেছে, ১৮ এবং তাদের দেবতাদের আগুনেই ফেলে দিয়েছে; কারণ সেগুলো তো ঈশ্বর নয়, বরং কাঠ ও পাথর মাত্র—মানুষেরই হাতে গড়া বস্তু; এজন্যই ওরা সেগুলোকে বিনাশ করেছে। ১৯ কিন্তু এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, তুমি তার হাত থেকে আমাদের ত্রাণ কর, যেন পৃথিবীর যত রাজ্য জানতে পারে যে, তুমি, হে প্রভু, কেবল তুমিই পরমেশ্বর।'

এই পরিস্থিতিতে ইসাইয়ার ভূমিকা

২০ তখন আমোজের সন্তান ইসাইয়া হেজেকিয়ার কাছে একথা বলে পাঠালেন: 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, তুমি আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিবের বিষয়ে আমার কাছে যে প্রার্থনা

করেছ, তা আমি শুনেছি; [21] তা সম্বন্ধে প্রভু যে উক্তি দিয়েছেন, তা এ:

কুমারী সিয়োন-কন্যা তোমাকে অবজ্ঞা করছে,
তোমাকে উপহাস করছে।
তোমার পিছনে যেরুসালেম-কন্যা মাথা নাড়ছে।
[22] তুমি কাকে অপমান করেছ? কাকে টিটকারি দিয়েছ?
কার্ বিরুদ্ধে তুমি জোর গলায় কথা বলেছ?
কার্ বিরুদ্ধে গর্বোদ্ধত হয়ে তুমি চোখ তুলেছ?
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বিরুদ্ধে!

[23] তোমার দূতদের মধ্য দিয়ে তুমি প্রভুকে অপমান করেছ,
তুমি ভেবেছ: "আমার বহুসংখ্যক রথের জোরে
আমি পর্বতমালার চূড়ায়,
লেবাননের চরম শিখরে গিয়ে উঠেছি;
তার সবচেয়ে উচ্চ এরসগাছ কেটে দিয়েছি,
তার সেরা দেবদারুগাছ ছিন্ন করেছি;
তার দূরতম কোণে, তার উর্বর অরণ্যে প্রবেশ করেছি।
[24] আমি খনন করে বিদেশের জল পান করেছি,
আমার পদতল দিয়ে মিশরের যত জলস্রোত শুষ্ক করেছি।"

[25] তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?
আমি দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু নিরূপণ করেছি,
পুরাকাল থেকেই এসব কিছু স্থির করেছি;
এখন তা বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছি!
এ নিরূপিত ছিল যে,
তুমি সমস্ত দৃঢ়দুর্গ ধ্বংসস্তূপ করবে;
[26] সেগুলোর নিবাসীরা—খাটোই যাদের হাত!—
ছিল আতঙ্কিত, ছিল দিশেহারা,
ছিল যেন মাঠের ঘাসের মত,
নরম সবুজ-ঘাসের মত,
ছাদের উপরে এমন ঘাসের মত, যা পুববাতাসে দগ্ধ।
[27] কিন্তু তোমার বসে থাকা, তোমার বাইরে যাওয়া, তোমার ভিতরে আসা,
এইসব আমার কাছে জানা;
আমার উপরে তোমার কোপের কথাও আমি জানি।
[28] আমার উপরে তোমার কোপ আছে,
তোমার আস্ফালন আমার কান পর্যন্তই গিয়ে উঠেছে,
তাই আমি তোমার নাকে দেব আমার কড়া,

ও তোমার ওষ্ঠে আমার বল্গা;
এবং তুমি যে পথ দিয়ে এসেছিলে,
সেই পথ দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।

২৯ তোমার পক্ষে, হেজেকিয়া, এই হবে চিহ্ন:
এবছরে লোকে স্বতঃস্ফূর্ত শস্য,
ও দ্বিতীয় বছরে তার মূলোৎপন্ন শস্য খাবে;
কিন্তু তৃতীয় বছরে তোমরা বীজ বুনবে ও ফসল কাটবে,
আঙুরখেত করবে ও তার ফসল খাবে।
৩০ যুদাকুলের যে অবশিষ্টাংশ রেহাই পাবে,
তারা নিচে শিকড় গাড়তে থাকবে,
উপরে ফল ফলাতে থাকবে।
৩১ কেননা যেরুসালেম থেকে একটা অবশিষ্টাংশ,
সিয়োন থেকে বেঁচে থাকা এক দল মানুষ নির্গত হবে।
সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্যোগ তা-ই সাধন করবে!

৩২ সুতরাং আসিরিয়া-রাজের বিরুদ্ধে প্রভু একথা বলছেন,
সে এই নগরীতে প্রবেশ করবে না,
এখানে তীর ছুড়বে না,
ঢাল নিয়ে তার সম্মুখীন হবে না,
তার গায়ে জাঙ্গালও বাঁধবে না।
৩৩ সে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়ে ফিরে যাবে;
না, সে এই নগরীতে প্রবেশ করবেই না—প্রভুর উক্তি!
৩৪ আমি নিজের খাতিরে ও আমার আপন দাস দাউদের খাতিরে
এই নগরী রক্ষা করব—আমিই হব তার ঢাল।'

৩৫ দেখা গেল, সেই রাতে প্রভুর দূত বেরিয়ে গিয়ে আসিরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার
সৈন্যকে প্রাণে মারলেন; বেঁচে থাকা লোকেরা সকালে উঠল, আর দেখ, সবই মৃতদেহ। ৩৬ তাই
আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিব তাঁবু গুটিয়ে দেশে ফিরে গেলেন আর সেখানে, সেই নিনিভেতে, রয়ে
গেলেন। ৩৭ একদিন তিনি তাঁর দেবতা নিস্রোকের মন্দিরে পূজা করছিলেন, এমন সময় তাঁর দুই
সন্তান আদ্রাম-মেলেক ও সারেজের তাঁকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করল; ও আরারাট এলাকায়
পালিয়ে গেল। তাঁর সন্তান এসারহাদ্দোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

হেজেকিয়ার অসুস্থতা ও নিরাময়-লাভ

২০ প্রায় সেসময়েই হেজেকিয়ার এমন অসুখ হল যে, তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় পড়লেন। আমোজের
সন্তান নবী ইসাইয়া এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তুমি তোমার বাড়ির সবকিছুর
সুব্যবস্থা করে ফেল, কারণ তোমার মৃত্যুর দিন এসে গেছে, তুমি বাঁচবে না।' ২ তখন তিনি

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে এই বলে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন: [৩] ‘মনে রেখ, প্রভু, আমি
তোমার সাক্ষাতে বিশ্বস্ততায় ও একনিষ্ঠ হৃদয়ে চলেছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময়, তেমন
কাজই করেছি।’ আর তখন হেজেকিয়া অঝোরে কেঁদে ফেললেন।
[৪] ইসাইয়া তখনও মধ্যপ্রাঙ্গণ পার হয়ে যাননি, এমন সময় প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত
হয়ে বলল, [৫] ‘ফিরে যাও, আমার জনগণের জননায়ক হেজেকিয়াকে বল: তোমার পিতৃপুরুষ
দাউদের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনেছি, আমি তোমার চোখের জল
দেখেছি; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করে তুলব: হ্যাঁ, তিন দিনের মধ্যে তুমি প্রভুর গৃহে যাবে। [৬]
আমি তোমার আয়ুষ্কাল আরও পনেরো বছর বৃদ্ধি করব; আসিরিয়ার রাজার হাত থেকে তোমাকে ও
এই নগরীকে উদ্ধার করব; আমার নিজের খাতিরে ও আমার দাস দাউদের খাতিরে আমি এই
নগরীকে রক্ষা করব।’ [৭] তারপর ইসাইয়া বললেন, ‘তোমরা ডুমুরফলের তৈরী একটা জাব আন।’
তারা তা এনে নালী-ঘায়ের উপরে রাখলে তিনি প্রাণে বাঁচলেন।
[৮] হেজেকিয়া ইসাইয়াকে বললেন, ‘প্রভু যে আমাকে সারিয়ে তুলবেন, এবং আমি যে তিন দিনের
মধ্যে প্রভুর গৃহে যাব, এর চিহ্ন কী?’ [৯] ইসাইয়া উত্তরে বললেন, ‘প্রভু যা বলেছেন, তিনি যে তা
সাধন করবেন, প্রভুর কাছ থেকে আপনার কাছে তার চিহ্ন এ: আপনি কী চান, ছায়াটা কি দশ ধাপ
এগিয়ে আসবে, না দশ ধাপ পিছিয়ে যাবে?’ [১০] হেজেকিয়া উত্তরে বললেন, ‘ছায়াটা যে দশ ধাপ
আগে সরে আসবে, এ সহজ ব্যাপার; সুতরাং আমি চাই, ছায়াটা বরং দশ ধাপ পিছিয়ে যাক।’ [১১]
নবী ইসাইয়া প্রভুকে ডাকলেন, তখন যে ছায়া আহাজের সিঁড়ির দশ ধাপ নেমে গেছিল, তা প্রভু
সেই দশ ধাপ পিছিয়ে দিলেন।

বাবিলনের রাজ-প্রতিনিধিরা

[১২] সেসময় বালাদানের সন্তান বাবিলন-রাজ মেরোদাক-বালাদান হেজেকিয়ার কাছে নানা পত্র ও
উপহার পাঠালেন, কারণ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, হেজেকিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। [১৩] এতে
হেজেকিয়া প্রীত হলেন; নিজের সমস্ত ধনভাণ্ডার, রুপো, সোনা, গন্ধদ্রব্য ও খাঁটি তেল এবং
অস্ত্রাগারে ও ধনাগারে যা কিছু ছিল, সেই দূতদের কাছে তিনি সবই দেখালেন; নিজের রাজপ্রাসাদে
বা নিজের সমস্ত রাজ্যে এমন কিছু রইল না, যা হেজেকিয়া সেই দূতদের দেখাননি।
[১৪] তখন ইসাইয়া নবী হেজেকিয়া রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওই লোকেরা কী
বলল? কোথা থেকে ওরা আপনার কাছে এল?’ হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, ‘ওরা দূরদেশ থেকে, সেই
বাবিলন থেকেই এল।’ [১৫] ইসাইয়া আরও জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনার প্রাসাদে ওরা কী কী
দেখেছে?’ হেজেকিয়া উত্তর দিলেন, ‘আমার প্রাসাদে যা কিছু আছে, ওরা তা সবই দেখেছে; আমার
ধনাগারগুলোর মধ্যে এমন কিছু নেই, যা আমি তাদের দেখাইনি।’ [১৬] ইসাইয়া হেজেকিয়াকে
বললেন, ‘এবার প্রভুর বাণী শুনুন: [১৭] দেখ, এমন দিনগুলি আসছে, যখন তোমার প্রাসাদে যা কিছু
আছে, এবং তোমার পিতৃপুরুষেরা আজ পর্যন্ত যা কিছু সঞ্চয় করেছে, তা সবই বাবিলনে কেড়ে
নেওয়া হবে; এখানে আর কিছুই থাকবে না—একথা বলছেন প্রভু! [১৮] আর তোমা থেকে যাদের
উদ্ভব হবে, তোমা থেকে উৎপন্ন সেই সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনকে তুলে নেওয়া হবে, এবং তারা
বাবিলন-রাজের প্রাসাদে নপুংসক হবে!’ [১৯] হেজেকিয়া ইসাইয়াকে বললেন, ‘আপনি প্রভুর যে বাণী

আমাকে জানিয়েছেন, তা উত্তম!' তিনি ভাবছিলেন, 'তা উত্তম হবে না কেন? অন্তত আমার
জীবনকালে শান্তি ও নিরাপত্তা থাকবে!'
২০ হেজেকিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর বীর্যবত্তা, তাঁর নির্মিত দিঘি ও নালার মধ্য দিয়ে তিনি
কিভাবে নগরীতে জল আনিয়েছিলেন, এই সমস্ত কথা কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ
নেই? ২১ পরে হেজেকিয়া তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর তাঁর সন্তান মানাসে তাঁর
পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ মানাসে (৬৮৭-৬৪২)

২১ মানাসে বারো বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর
মাতার নাম হেফ্জিবা। ২ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। প্রভু ইস্রায়েল
সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তিনি তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে
ব্যবহার করলেন: ৩ হ্যাঁ, তাঁর পিতা হেজেকিয়া যে সমস্ত উচ্চস্থান ধ্বংস করেছিলেন, তিনি সেগুলি
পুনর্নির্মাণ করলেন; ইস্রায়েল-রাজ আহাব যেমন করেছিলেন, তেমনি তিনি বায়াল-দেবের উদ্দেশে
নানা যজ্ঞবেদি প্রতিষ্ঠা করলেন; একটা পবিত্র দন্ড স্থাপন করলেন; আকাশের সমস্ত
তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করলেন ও তাদের সেবা করলেন; ৪ প্রভু যে গৃহের বিষয়ে
বলেছিলেন, 'আমি যেরুসালেমেই আমার আপন নাম অধিষ্ঠিত করব,' প্রভুর সেই গৃহে নানা
যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; ৫ তিনি প্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে নানা
যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; ৬ নিজের ছেলেকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার হতে বাধ্য করলেন; গণকতা ও
জাদুবিদ্যাও ব্যবহার করলেন; ভূতের ওঝাদের ও গণকদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করলেন; প্রভুর
দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি বহুরূপেই তেমন কাজ করলেন, শেষে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুললেন; ৭ তিনি
আশেরা-দেবীর একটা মূর্তি তৈরি করিয়ে সেই গৃহেই দাঁড় করালেন, যে গৃহের বিষয়ে প্রভু দাউদকে
ও তাঁর সন্তান সলোমনকে একথা বলেছিলেন, 'আমি এই গৃহে ও ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য
থেকে আমার বেছে নেওয়া নগরী এই যেরুসালেমে আমার নাম চিরকালের মত অধিষ্ঠিত করব; ৮
আমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই দেশভূমির বাইরে ইস্রায়েলের পা আর
চলতে দেব না; অবশ্য, আমি তাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, এবং আমার দাস মোশী তাদের জন্য
যে সমস্ত বিধান জারি করেছে, তারা যদি সযত্নে সেই অনুসারে চলে।' ৯ কিন্তু তারা কান দিল না,
এবং মানাসে তাদের এমন পথভ্রষ্ট করলেন যে, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের খাতিরে যে জাতিগুলোকে
নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, ওরা তাদের চেয়েও বেশি দুর্ব্যবহার করল।
১০ তখন প্রভু তাঁর দাস নবীদের মধ্য দিয়ে একথা বললেন, ১১ 'যুদা-রাজ মানাসে এই সমস্ত
জঘন্য কাজ করেছে ব'লে, তার আগে আমোরীয়েরা যত জঘন্য কাজ করত সেগুলির চেয়েও খারাপ
কাজ করেছে ব'লে, এবং তার পুতুলগুলো দ্বারা যুদাকেও পাপ করিয়েছে ব'লে ১২ ইস্রায়েলের
পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি যেরুসালেমের ও যুদার উপরে এমন অমঙ্গল ডেকে
আনব যে, যে কেউ তা শুনবে, তাতে তার দুই কান বেজে উঠবে। ১৩ আমি যেরুসালেমের উপরে
সামারিয়ার সুতা ও আহাবকুলের ওলন ছড়িয়ে দেব; থালা যেমন মোছা হয়, ও মুছলে পর তা
উল্টিয়ে উপুড় করে রাখা হয়, তেমনি আমি যেরুসালেমকে মুছে ফেলব। ১৪ আমি আমার

উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করব, তাদের শত্রুদের হাতে তাদের তুলে দেব, তারা
তাদের শত্রুদের শিকার ও লুটতরাজের বস্তু হবে, [15] কারণ আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তারা তেমন
কাজই করেছে, এবং যেদিন তাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন থেকে
আজ পর্যন্ত তারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।'

[16] প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে মানাসে যুদাকে যে পাপ করিয়েছিলেন, তা ছাড়া
তিনি আবার নির্দোষীর এমন পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছিলেন যে, সেই রক্তে যেরুসালেমকে এক প্রান্ত
থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভরিয়েছিলেন। [17] মানাসের বাকি যত কর্মকীর্তি, সেই সমস্ত কথা, ও তিনি
যে যে পাপ করেছিলেন, তাও কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [18] পরে মানাসে
তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর প্রাসাদের উদ্যানে, উজ্জার উদ্যানেই, সমাধি
দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আমোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

যুদা-রাজ আমোন (৬৪২-৬৪০)

[19] আমোন বাইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে দু'বছর রাজত্ব করেন; তাঁর
মাতার নাম মেশুল্লেমেৎ, তিনি যট্‌বা-নিবাসী হারুজের কন্যা। [20] তাঁর পিতা মানাসে যেমন
করেছিলেন, তিনিও তেমনি প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন। [21] তাঁর পিতা যে
সমস্ত পথে চলেছিলেন, তিনিও সেই সমস্ত পথে চললেন; তাঁর পিতা যে সমস্ত পুতুল পূজা
করেছিলেন, তিনিও সেই সবের পূজা করলেন ও তাদের সামনে প্রণিপাত করলেন। [22] তিনি তাঁর
পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুকে পরিত্যাগ করলেন; প্রভুর পথে চললেন না।

[23] আমোনের অনুচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, তারা রাজাকে তাঁর নিজেরই প্রাসাদে হত্যা
করল। [24] কিন্তু দেশের লোকেরা, আমোন রাজার বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করেছিল, তাদের সকলকে
মেরে ফেলল। দেশের লোকেরা নিজেরাই তাঁর সন্তান যোসিয়াকে তাঁর পদে রাজা করল। [25]
আমোনের বাকি যত কর্মকীর্তি কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? [26] তাঁকে তাঁর
নিজের সমাধিমন্দিরে, উজ্জার উদ্যানেই, সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যোসিয়া তাঁর পদে
রাজা হলেন।

যুদা-রাজ যোসিয়া (৬৪০-৬০৯)

২২ যোসিয়া আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে একত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর
মাতার নাম যেদিদা, তিনি বস্কাত-নিবাসী আদাইয়ার কন্যা। [2] প্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায়, যোসিয়া
তেমন কাজই করলেন, ও তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সমস্ত পথে চললেন, তার ডানে বা বামে তিনি
সরলেন না।

বিধান-পুস্তক আবিষ্কার

[3] যোসিয়া রাজার অষ্টাদশ বর্ষে রাজা মেশুল্লামের পৌত্র আজালিয়ার সন্তান শাফান কর্মসচিবকে
একথা বলে প্রভুর গৃহে পাঠালেন: [4] 'তুমি মহাযাজক হিল্কিয়াকে গিয়ে বল, যেন তিনি, প্রভুর গৃহে
যে রুপো আনা হয়েছে, দ্বারপালেরা লোকদের কাছ থেকে যা সংগ্রহ করেছে, তা গলিয়ে নেন। [5]
তিনি প্রভুর গৃহে নিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষদের হাতে তা তুলে দেবেন; আর তারা তাদেরই হাতে তুলে দেবে,

যারা গৃহে মেরামত কাজ করে থাকে, [৬] যথা, ছুতোর, গাঁথক, রাজমিস্ত্রীদের হাতে, তারা যেন
গৃহ-সংস্কারের জন্য যা প্রয়োজন, সেই সমস্ত কাঠ ও খোদাই করা পাথর কিনতে পারে।' [৭] তাদের
হাতে যে টাকা দেওয়া হল, তার হিসাব দেখানো তাদের পক্ষে দরকার ছিল না, কারণ তাদের
ব্যবহার বিশ্বাসযোগ্য ছিল।

[৮] মহাযাজক হিল্কিয়া শাফান কর্মসচিবকে বললেন, 'আমি প্রভুর গৃহে বিধান-পুস্তক পেয়েছি!'
হিল্কিয়া শাফানের হাতে পুস্তকটা তুলে দিলেন, আর শাফান তা পড়লেন। [৯] শাফান কর্মসচিব গিয়ে
রাজার কাছে ব্যাপারটা জানিয়ে বললেন, 'গৃহে যা কিছু রুপো ছিল, আপনার কর্মচারীরা তা গলিয়ে
নিয়ে প্রভুর গৃহে নিযুক্ত কর্মাধ্যক্ষদের হাতে তুলে দিয়েছে।' [১০] তাছাড়া শাফান কর্মসচিব রাজাকে
বললেন, 'হিল্কিয়া যাজক আমাকে একটা পুস্তক দিয়েছেন।' আর শাফান রাজার সাক্ষাতে তা পাঠ
করে শোনালেন। [১১] বিধান-পুস্তকের বাণীগুলো শুনে রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। [১২] রাজা
পরে হিল্কিয়া যাজক, শাফানের সন্তান আহিকাম, মিখাইয়ার সন্তান আকবোর, শাফান কর্মসচিব ও
আসাইয়া রাজমন্ত্রীকে এই আজ্ঞা দিলেন, [১৩] 'শীঘ্রই যাও; এই যে পুস্তক পাওয়া গেছে, তার সমস্ত
বাণী সম্বন্ধে তোমরা আমার হয়ে, জনগণের হয়ে, ও সমস্ত যুদার হয়ে প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান
কর; কারণ আমাদের উপরে প্রভুর যে রোষ জ্বলে উঠেছে, তা প্রচণ্ড, কারণ এই পুস্তকে আমাদের
জন্য যা কিছু লেখা রয়েছে, সেইমত কাজ না করায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পুস্তকের বাণীর
প্রতি বাধ্য হননি।'

[১৪] হিল্কিয়া যাজক, আহিকাম, আকবোর, শাফান ও আসাইয়া, এঁরা মিলে নারী-নবী হুল্দার কাছে
গেলেন; তিনি ছিলেন বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হার্হাসের পৌত্র তিক্‌বার সন্তান শাল্লুমের স্ত্রী; তিনি
যেরুসালেমের নতুন বিভাগে বাস করতেন। [১৫] তাঁরা তাঁর কাছে নানা প্রশ্ন রাখলে পর তিনি এই
উত্তর দিলেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: যে তোমাদের আমার কাছে পাঠিয়েছে,
তাকে বল, [১৬] প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি এই স্থানের ও এখানকার অধিবাসীদের উপরে
অমঙ্গল ডেকে আনছি, যুদা-রাজ যে পুস্তক পড়েছে, সেই পুস্তকে লেখা সকল বাণী বাস্তব রূপ লাভ
করবেই। [১৭] কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এবং অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে
তাদের নিজেদেরই হাতের কাজে আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে; তাই এই স্থানের উপরে আমার রোষ
জ্বলে উঠবে, তা নিভে যাবে না! [১৮] কিন্তু যুদার রাজা, যিনি প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে
তোমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁকে একথা বল: ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যে
সকল কথা শুনেছ, ...। [১৯] এই স্থানের বিরুদ্ধে ও তার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আমি যে সকল বাণী
উচ্চারণ করেছি, যথা, তারা যে আতঙ্ক ও অভিশাপের বস্তু হবে—তা শোনামাত্র যেহেতু তোমার
হৃদয় কোমল হয়েছে ও তুমি পরমেশ্বরের সামনে নিজেকে অবনমিত করেছ, এবং নিজের পোশাক
ছিঁড়ে ফেলেছ ও আমার সামনে চোখের জল ফেলেছ, সেজন্য আমিও তোমার কথা শুনলাম। প্রভুর
উক্তি! [২০] সুতরাং দেখ, আমি তোমার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত করব; তোমাকে
শান্তিতে তোমার সমাধিতে গ্রহণ করা হবে; এই স্থানের উপরে আমি যে অমঙ্গল ডেকে আনছি,
তোমার চোখ সেই সমস্ত কিছু দেখবে না।' তাঁরা রাজাকে এই বাণী জানালেন।

যুদা ও ইস্রায়েলে যোসিয়ার ধর্মীয় সংস্কারসাধন

২৩ তখন রাজা যুদা ও যেরুসালেমের সমস্ত প্রবীণদের ডাকিয়ে এনে সমবেত করলেন। [২] রাজা
প্রভুর গৃহে গেলেন, তাঁর সঙ্গে গেল যুদার সমস্ত লোক, যেরুসালেমের সকল অধিবাসী, যাজকেরা,
নবীরা ও উঁচু-নিচু সমস্ত শ্রেণির মানুষ। প্রভুর গৃহে পাওয়া সন্ধি-পুস্তকের মধ্যে যা বলা হয়েছে,
তিনি তা তাদের সামনে পাঠ করিয়ে শোনালেন। [৩] মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে রাজা প্রভুর সামনে এই
মর্মে একটা সন্ধি স্থির করলেন যে, তিনি প্রভুর অনুগামী হবেন; তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত
প্রাণ দিয়ে তাঁর আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি পালন করবেন, আর এইভাবেই সেই পুস্তকে লেখা সন্ধির
কথাসকল তিনি মেনে চলবেন। গোটা জনগণ সেই সন্ধি পালন করবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করল।

[৪] রাজা মহাযাজক হিল্কিয়াকে, দ্বিতীয় শ্রেণির যাজকদের ও দ্বারপালদের আদেশ দিলেন, তাঁরা
যেন বায়াল ও আশেরা দেব-দেবীর উদ্দেশে এবং আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে তৈরী
যত বস্তু প্রভুর গৃহ থেকে বের করে দেন; সেই সবকিছু তিনি যেরুসালেমের বাইরে কেদ্রোনের মাঠে
পুড়িয়ে দিয়ে তার ছাই বেথেলে নিয়ে গেলেন। [৫] যুদার রাজারা যুদা দেশের শহরে শহরে
উচ্চস্থানগুলিতে ও যেরুসালেমের নিকটবর্তী যত জায়গায় ধূপ জ্বালাবার জন্য যে পূজারিদের নিযুক্ত
করেছিলেন, এবং যারা বায়াল-দেব, সূর্য ও চন্দ্র এবং গ্রহ ও আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর
উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত, তাদের সকলকে তিনি দূর করে দিলেন। [৬] তিনি প্রভুর গৃহ থেকে পবিত্র
দণ্ডটা বের করে যেরুসালেমের বাইরে কেদ্রোন উপত্যকায় এনে সেই কেদ্রোন উপত্যকায় পুড়িয়ে
দিলেন, এবং তা পিষে গুঁড়ো করে তার ধুলা সাধারণ কবরস্থানে ফেলে দিলেন। [৭] তিনি প্রভুর গৃহে
থাকা যত সেবাদাসের সেই কামরাগুলো ভেঙে ফেললেন, যেখানে স্ত্রীলোকেরা আশেরা-দেবীর
উদ্দেশে পোশাক বুনত। [৮] তিনি যুদার শহরগুলো থেকে সমস্ত যাজককে আনলেন, এবং গেবা থেকে
বের্শেবা পর্যন্ত যে সকল উচ্চস্থানে যাজকেরা ধূপ জ্বালাত, সেই সকল উচ্চস্থান অশুচি করলেন;
নগরদ্বারের উচ্চস্থান, যা নগরপাল যোশুয়ার নগরদ্বারের কাছে অবস্থিত ও নগরদ্বারে যারা প্রবেশ
করতে, তাদের বাঁ দিকে পড়ত, সেই উচ্চস্থান নিশ্চিহ্ন করলেন। [৯] কিন্তু উচ্চস্থানগুলির যাজকেরা
যেরুসালেমে প্রভুর বেদির উপরে আর গেল না, তারা কেবল নিজেদের ভাইদের খামিরবিহীন
রুটির অংশী হল।

[১০] আর কেউ যেন মোলক-দেবের উদ্দেশে নিজের ছেলেকে বা মেয়েকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার
না করায়, এই লক্ষ্যে তিনি বেন্‌-হিন্নোম উপত্যকায় অবস্থিত তোফেৎ অশুচি করলেন। [১১] যুদার
রাজারা যে ঘোড়াগুলোর মূর্তি সূর্যের উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে প্রভুর গৃহের প্রবেশস্থানের কাছে,
নেথান-মেলেক নামে নপুংসকের কামরার কাছেই বসিয়েছিলেন, সেগুলোকে তিনি দূর করে দিলেন
ও সূর্য-রথ আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। [১২] যুদার রাজারা আহাজের উপরতলার কামরার ছাদে যে সমস্ত
যজ্ঞবেদি গেঁথেছিলেন, এবং মানাসে প্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে যে যে যজ্ঞবেদি গেঁথেছিলেন, রাজা
সেই সকল বেদি ভেঙে ফেললেন, গুঁড়ো করে দিলেন ও সেগুলোর ধুলা কেদ্রোন উপত্যকায় ফেলে
দিলেন। [১৩] বিনাশ-পর্বতের দক্ষিণে যেরুসালেমের বিপরীতে ইস্রায়েল-রাজ সলোমন সিদোনীয়দের
ঘৃণ্য বস্তু সেই আস্তার্তীসের উদ্দেশে, এবং মোয়াবের ঘৃণ্য বস্তু সেই কামোশের উদ্দেশে ও
আম্মোনীয়দের জঘন্য বস্তু সেই মিল্কমের উদ্দেশে যে সমস্ত উচ্চস্থানগুলি নির্মাণ করেছিলেন, সেই
সমস্ত কিছু রাজা অশুচি করলেন। [১৪] তিনি স্মৃতিস্তম্ভগুলো ভেঙে ফেললেন ও পবিত্র দণ্ডগুলো ছিন্ন

করে সেগুলোর স্থান মানুষের হাড়ে ভরাট করে দিলেন।
১৫ তাছাড়া, বেথেলে যে যজ্ঞবেদি ছিল, এবং নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম, যিনি ইস্রায়েলকে পাপ
করিয়েছিলেন, তিনি যে উচ্চস্থান নির্মাণ করেছিলেন, রাজা সেই বেদি ও সেই উচ্চস্থানও ভেঙে
ফেললেন; সেই উচ্চস্থানের পাথরগুলো ভেঙে ফেলে তা পিষে গুঁড়ো করলেন, এবং পবিত্র দণ্ডটাও
পুড়িয়ে দিলেন। ১৬ চারদিকে তাকিয়ে যোসিয়া সেখানকার পর্বতে কবরগুলো দেখলেন; লোক
পাঠিয়ে তিনি সেই সকল কবর থেকে হাড় আনালেন এবং পরমেশ্বরের যে মানুষ আগে এই সমস্ত
ঘটনার কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তাঁর উচ্চারিত প্রভুর বাণী অনুসারে, বেদিটি অশুচি করার জন্য
তিনি সেই যজ্ঞবেদির উপরে সেই সমস্ত হাড় পুড়িয়ে দিলেন। ১৭ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি ওই
যে স্মৃতিস্তম্ভ দেখছি, তা কী?' শহরের লোকেরা উত্তরে বলল, 'পরমেশ্বরের যে মানুষ যুদা থেকে
এসে বেথেলের যজ্ঞবেদির বিরুদ্ধে আপনার সাধিত এই সমস্ত কাজের কথা পূর্বপ্রচার করেছিলেন,
ওটি তাঁরই সমাধিমন্দির।' ১৮ রাজা বললেন, 'তাঁকে থাকতে দাও; তাঁর হাড় কেউ যেন উল্টোপাল্টো
না করে।' এইভাবে তাঁর হাড় ও সামারিয়া থেকে আসা নবীর হাড়ও স্পর্শ না করাই থাকল।
১৯ ইস্রায়েল-রাজারা সামারিয়ার নানা শহরে যে সমস্ত উচ্চস্থানের দেবালয় গেঁথেছিলেন, সেই
সকল দেবালয়ও যোসিয়া দূর করে দিলেন; বেথেলের প্রতি তিনি যেমন ব্যবহার করেছিলেন, সেই
সবগুলোর প্রতিও সেইমত ব্যবহার করলেন। ২০ সেখানকার উচ্চস্থানগুলির সকল যাজককে তিনি
বেদিতে বলিদান করলেন, এবং বেদিটির উপরে মানুষের হাড় পুড়িয়ে দিলেন। পরে যেরুসালেমে
ফিরে গেলেন।
২১ রাজা গোটা জনগণকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'এই সন্ধি-পুস্তকে যেমন লেখা আছে, তোমরা সেই
অনুসারে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন কর।' ২২ আসলে, ইস্রায়েলে যারা
বিচারকর্ম অনুশীলন করেছিলেন, সেই বিচারকদের আমল থেকে, অর্থাৎ সকল ইস্রায়েল-রাজের ও
যুদা-রাজের আমলে তেমন পাস্কা কখনও পালন করা হয়নি। ২৩ প্রকৃতপক্ষে কেবল যোসিয়া রাজার
অষ্টাদশ বর্ষেই যেরুসালেমে প্রভুর উদ্দেশে তেমন পাস্কা পালন করা হল।
২৪ যে পুস্তক হিল্কিয়া যাজক প্রভুর গৃহে পেয়েছিলেন ও যার মধ্যে বিধানের সমস্ত বাণী লেখা ছিল,
তার সমস্ত বাণী সিদ্ধ করার জন্য যোসিয়া যুদা দেশে ও যেরুসালেমে যে সকল ভূতের ওঝা, গণক,
পারিবারিক দেবমূর্তি, পুতুল ও ঘৃণ্য বস্তু দেখতে পেলেন, সেইসব কিছু দূর করে দিলেন। ২৫ তাঁর
মত সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে মোশীর সমস্ত বিধান অনুসারে প্রভুর
প্রতি ফিরলেন, এমন কোন রাজা তাঁর আগে কখনও হননি, তাঁর পরেও তাঁর মত কেউ ওঠেননি।
২৬ তথাপি মানাসে যে সমস্ত অপরাধ দ্বারা প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন, তার কারণে যুদার উপরে
প্রভুর যে প্রচণ্ড ক্রোধ জ্বলে উঠেছিল, সেই ক্রোধ প্রভু ত্যাগ করলেন না। ২৭ এজন্য প্রভু বললেন,
'আমি যেমন ইস্রায়েলকে দূর করেছি, তেমনি আমার দৃষ্টি থেকে যুদাকেও দূর করব; এবং এই যে
যেরুসালেম নগরী বেছে নিয়েছি, এবং যে গৃহ সম্বন্ধে বলেছি: "এই স্থানে আমার নাম অধিষ্ঠান
করবে," তাও প্রত্যাখ্যান করব।'
২৮ যোসিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ
নেই? ২৯ তাঁর সময়ে মিশর-রাজ ফারাও-নেখো আসিরিয়া-রাজের সাহায্যে ইউফ্রেটিস নদীর দিকে
এগিয়ে গেলেন, এবং যোসিয়া রাজা তাঁর বিরুদ্ধে রণযাত্রা করলেন, কিন্তু ফারাও-নেখো প্রথম

সংগ্রামে মেগিদ্দোতে তাঁকে বধ করলেন। ৩০ যোসিয়ার অনুচারীরা তাঁর মৃতদেহ রথে করে মেগিদ্দো
থেকে আনল; তারা তাঁকে যেরুসালেমে এনে তাঁর নিজের সমাধিতে সমাধি দিল। পরে দেশের
জনগণ যোসিয়ার সন্তান যেহোয়াহাজকে নিয়ে অভিষিক্ত করে তাঁকে পিতার পদে রাজা করল।

যুদা-রাজ যেহোয়াহাজ (৬০৯)

৩১ যেহোয়াহাজ তেইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন;
তাঁর মাতার নাম হামুটাল, তিনি লিব্নার নিবাসী যেরেমিয়ার কন্যা। ৩২ এই রাজা তাঁর পিতৃপুরুষদের
সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন। ৩৩ তিনি যেন যেরুসালেমে
রাজত্ব করতে না পারেন, সেজন্য ফারাও-নেখো হামাৎ প্রদেশে অবস্থিত রিব্লায় তাঁকে আটকিয়ে
দিলেন, এবং দেশের উপর একশ' রুপোর বাট ও এক সোনার বাট হিসাবে কর ধার্য করলেন। ৩৪
ফারাও-নেখো যোসিয়ার সন্তান এলিয়াকিমকে তাঁর পিতা যোসিয়ার পদে রাজা করে তাঁর নাম
পাল্টিয়ে যেহোইয়াকিম রাখলেন; পরে যেহোয়াহাজকে ধরে মিশর দেশে নিয়ে গেলেন, আর
সেখানে তিনি মরলেন।
৩৫ যেহোইয়াকিম ফারাওকে সেই সমস্ত রুপো ও সোনা দিলেন; কিন্তু ফারাওর আজ্ঞা অনুসারে
সেই সমস্ত রুপো দেবার জন্য তিনি আগে দেশে কর স্থির করলেন। ফারাও-নেখোকে তা দেবার
জন্য তিনি প্রতি মাথার উপরে এক একজনের সামর্থ্য অনুসারে কর ধার্য করে দেশের জনগণের
কাছ থেকে রুপো ও সোনা আদায় করলেন।

যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম (৬০৯-৫৯৮)

৩৬ যেহোইয়াকিম পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে এগারো বছর রাজত্ব
করেন; তাঁর মাতার নাম জেবিদা, তিনি রুমা-নিবাসী পেদাইয়ার কন্যা। ৩৭ যেহোইয়াকিম তাঁর
পিতৃপুরুষদের সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন।
২৪ তাঁর রাজত্বকালে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজার এসে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়লেন; যেহোইয়াকিম
তিন বছর ধরে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন, পরে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। ২ তখন প্রভু তাঁর
বিরুদ্ধে কাল্দীয়দের, আরামীয়দের, মোয়াবীয়দের ও আম্মোনীয়দের অনেক অস্ত্রসজ্জিত দল
পাঠালেন; প্রভু তাঁর দাস নবীদের মধ্য দিয়ে যে বাণী বলেছিলেন, সেই অনুসারে যুদাকে বিনাশ
করার জন্যই তার বিরুদ্ধে সেই সকলকে পাঠালেন। ৩ বাস্তবিক কেবল প্রভুর ইচ্ছা অনুসারেই যুদার
প্রতি তেমনটি ঘটল: তিনি তাদের তাঁর সামনে থেকে দূর করতে অভিপ্রায় করেছিলেন; এর কারণ
হল মানাসের যত পাপ, তাঁর সাধিত যত কাজ, ৪ ও সেই নির্দোষীদের রক্তপাত, যে রক্তে মানাসে
যেরুসালেম ভরিয়েছিলেন; এজন্যই প্রভু ক্ষান্ত হতে চাইলেন না।
৫ যেহোইয়াকিমের বাকি যত কর্মকীর্তি ও তাঁর কর্মবিবরণ কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে
লিপিবদ্ধ নেই? ৬ পরে যেহোইয়াকিম তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, আর তাঁর সন্তান
যেহোইয়াকিন তাঁর পদে রাজা হলেন। ৭ মিশর-রাজ নিজের দেশের বাইরে আর গেলেন না, কেননা
মিশরের খরস্রোত থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত মিশর-রাজের যত অধিকার ছিল, সেই সমস্ত কিছুই
বাবিলন-রাজ জয় করে নিয়েছিলেন।

যুদা-রাজ যেহোইয়াকিন (৫৯৮-৫৯৭)

[৮] যেহোইয়াকিন আঠারো বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম নেহুস্টা, তিনি যেরুসালেম-নিবাসী এল্নাথানের কন্যা। [৯] যেহোইয়াকিন তাঁর পিতার সমস্ত কাজ অনুসারে প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন।

যুদার প্রথম নির্বাসন

[১০] সেসময়ে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের সেনানায়কেরা যেরুসালেমের দিকে রণ-অভিযান চালাল; নগরী অবরুদ্ধ হল। [১১] যখন তাঁর সেনানায়কেরা নগরী অবরোধ করছিল, তখন বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার নগরীর দিকে এগিয়ে গেলেন। [১২] যুদা-রাজ যেহোইয়াকিন, তাঁর মা, অনুচারীরা, জননেতারা ও কঞ্চুকীরা বাবিলন-রাজের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, আর বাবিলন-রাজ তাঁর রাজত্বকালের অষ্টম বর্ষে তাঁকে বন্দি করলেন। [১৩] তিনি সেখান থেকে প্রভুর গৃহের সমস্ত ধন ও রাজপ্রাসাদের সমস্ত ধন নিয়ে গেলেন, এবং ইস্রায়েল-রাজ সলোমন প্রভুর মন্দিরে যে সমস্ত সোনার পাত্র তৈরি করেছিলেন, সেই সমস্ত কিছুও খুলে ফেললেন: এইভাবে প্রভুর বাণী সিদ্ধিলাভ করল। [১৪] তিনি যেরুসালেমের সমস্ত লোক, অর্থাৎ সমস্ত জননেতা ও সমস্ত বীরযোদ্ধা—সংখ্যায় দশ হাজার লোককে—এবং সমস্ত ছুতোর ও কর্মকার দেশছাড়া করে নিয়ে গেলেন; কেবল দেশের দীনদরিদ্রেরাই সেখানে থেকে গেল! [১৫] তিনি যেহোইয়াকিনকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেলেন; এবং তাঁর মাকে, রাজার বধূদের, তাঁর কঞ্চুকীদের ও দেশের সমাজনেতাদের যেরুসালেম থেকে নির্বাসনের দেশের দিকে, সেই বাবিলনেই, নিয়ে গেলেন। [১৬] বাবিলন-রাজ সমস্ত প্রভাবশালী মানুষকে—সংখ্যায় সাত হাজার লোককে—এবং ছুতোর ও কর্মকার—সংখ্যায় এক হাজার লোককে—এবং সবচেয়ে বীর্যবান যোদ্ধা, সকলকেই নির্বাসনের দেশের দিকে, সেই বাবিলনেই, নিয়ে গেলেন। [১৭] বাবিলনের রাজা যেহোইয়াকিনের জেঠা মশায় মাত্তানিয়াকে তাঁর পদে রাজা করে তাঁর নাম পাল্টিয়ে সেদেকিয়া রাখলেন।

শেষ যুদা-রাজ সেদেকিয়া (৫৯৮-৫৮৭)

[১৮] সেদেকিয়া একুশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে এগারো বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম হামুটাল, তিনি লিব্না-নিবাসী যেরেমিয়ার কন্যা। [১৯] যেহোইয়াকিমের সমস্ত কাজ অনুসারে সেদেকিয়াও প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করলেন।

[২০] প্রভুর ক্রোধের কারণেই যেরুসালেমে ও যুদায় তেমন ঘটনা ঘটেছিল; আর এর ফলে তিনি নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন। সেদেকিয়া বাবিলন-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন।

যেরুসালেম অবরোধ ও দ্বিতীয় নির্বাসন

২৫ তাঁর রাজত্বকালের নবম বর্ষে, দশম মাসে, মাসের দশম দিনে বাবিলনের রাজা নেবুকাদ্নেজার তাঁর সমস্ত সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুসালেমের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে এসে নগরীর সামনে শিবির বসিয়ে তার চারদিকে উঁচু উঁচু অবরোধের প্রাচীর গেঁথে তুললেন। [২] সেদেকিয়ার একাদশ বর্ষ পর্যন্ত নগরীকে অবরোধ করে রাখা হল। [৩] চতুর্থ মাসে, মাসের নবম দিনে, যখন নগরীতে কঠোর দুর্ভিক্ষ

দেখা দিল ও দেশের লোকদের জন্য একটুকু খাবারও আর ছিল না, ⁴ তখন নগরপ্রাচীরে একটা গর্ত
করা হল; সেই রাতে সমস্ত যোদ্ধা, রাজ-উদ্যানের কাছে সেই যে দুই প্রাচীর, তার মধ্যস্থিত
নগরদ্বার দিয়ে নগরী ছেড়ে পালিয়ে গেল; কাল্দীয়েরা তখনও নগরীকে ঘিরে বসে আছে, সেসময়েই
তারা আরাবা যাবার পথ ধরে পালিয়ে গেল। ⁵ কাল্দীয়দের সৈন্যেরা রাজার পিছনে ধাওয়া করে
যেরিখোর নিম্নভূমিতে তাঁকে ধরে ফেলল, আর তখন তাঁর সকল সৈন্য তাঁকে ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে
পড়ল। ⁶ রাজাকে ধরে কাল্দীয়েরা রিব্লায় বাবিলনের রাজার কাছে তাঁকে নিয়ে গেল; সেখানে তাঁর
দণ্ডাদেশ দেওয়া হল। ⁷ সেদেকিয়ার চোখের সামনে তাঁর ছেলেদের হত্যা করা হল;
নেবুকাদ্নেজারের হুকুমে তাঁর চোখ দু'টো উপড়ে ফেলা হল, এবং শেকলাবদ্ধ করে তিনি তাঁকে
বাবিলনে নিয়ে গেলেন।

⁸ পঞ্চম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে—বাবিলনের রাজা নেবুকাদ্নেজারের ঊনবিংশ বর্ষে—
বাবিলনের রাজার বিশিষ্ট যোদ্ধা, রক্ষীদলের অধিনায়ক সেই নেবুজারাদান যেরুসালেমে প্রবেশ
করল। ⁹ সে প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলল; যেরুসালেমের সমস্ত বাড়ি-ঘর ও প্রধানদের
বড় বড় যত বাড়িতে আগুন দিল। ¹⁰ ওই রক্ষীদলের অধিনায়কের সঙ্গে যত সৈন্য ছিল, তারা
যেরুসালেমের চারদিকের প্রাচীর ভেঙে ফেলল। ¹¹ তখন জনগণের বাকি যত লোকেরা, যাদের
নগরীতে রাখা হয়েছিল, যত লোক নিজ দেশের পক্ষ ছেড়ে বাবিলনের রাজার পক্ষে যোগ দিয়েছিল,
এবং জনসাধারণের মধ্যে যারা তখনও সেখানে ছিল, তাদের সকলকেই রক্ষীদলের অধিনায়ক
নেবুজারাদান দেশছাড়া করে নিয়ে গেল। ¹² রক্ষীদলের অধিনায়ক গরিব লোকদের মধ্য থেকে শুধু
এমন কয়েকজনকে রাখল, যারা আঙুরখেত পালন করবে ও জমি চাষ করবে।

¹³ প্রভুর গৃহের ব্রঞ্জের দুই স্তম্ভ ও প্রভুর গৃহে বসানো পীঠগুলো ও ব্রঞ্জের সমুদ্রপাত্র—এই
সবকিছু কাল্দীয়েরা টুকরো টুকরো করে সেই সবকিছুর ব্রঞ্জ বাবিলনে নিয়ে গেল। ¹⁴ তারা কড়াই,
হাতা, ছুরি, চামচ ও উপাসনা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্রঞ্জের পাত্রও নিয়ে গেল। ¹⁵ রক্ষীদলের অধিনায়ক
ধূপদানি ও বাটিগুলো, সোনার পাত্রের সোনা ও রুপোর পাত্রের রুপোও নিয়ে গেল। ¹⁶ যে দুই স্তম্ভ,
এক সমুদ্রপাত্র ও পীঠগুলো সলোমন প্রভুর গৃহের জন্য তৈরি করেছিলেন, সেই সমস্ত পাত্রের ব্রঞ্জের
ওজন অপরিমেয় ছিল। ¹⁷ তার একটা স্তম্ভ আঠারো হাত উচ্চ ছিল, তার উপরে ব্রঞ্জের এক মাথলা
ছিল, আর সেই মাথলা তিন হাত উচ্চ, এবং মাথলার উপরে চারদিকে জালিকাজ ও
ডালিম-মূর্তিগুলোই ব্রঞ্জের ছিল; তার জালিকাজ-সহ দ্বিতীয় স্তম্ভও ঠিক সেই রকম ছিল।

¹⁸ রক্ষীদলের অধিনায়ক প্রধান যাজক সেরাইয়াকে, দ্বিতীয় শ্রেণির যাজক জেফানিয়াকে ও
তিনজন দ্বারপালকে ধরল; ¹⁹ আবার: নগরী থেকে, যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত একজন কর্মচারী,
যাঁরা রাজার সাক্ষাতে থাকতে পারতেন—নগরীতে যাঁদের পাওয়া গেছিল—তাঁদের মধ্যে পাঁচজন,
কর্মসচিব, দেশের লোকদের সৈনিক-কর্মে আহ্বান করতে নিযুক্ত কর্মচারী, নগরীতে খুঁজে পাওয়া
আরও ষাটজন গণ্যমান্য লোক—এদের সকলকেও সে ধরল। ²⁰ এদের সকলকে ধরে রক্ষীদলের
অধিনায়ক নেবুজারাদান রিব্লায় বাবিলনের রাজার কাছে আনল। ²¹ আর সেই রিব্লায়, হামাৎ
প্রদেশে, বাবিলনের রাজা তাঁদের হত্যা করালেন। এইভাবে যুদাকে নিজের দেশভূমি থেকে
নির্বাসনের দেশের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।

যুদার দেশশাসক পদে নিযুক্ত গেদালিয়া

[২২] যুদা দেশে যত লোক অবশিষ্ট হয়ে রইল, বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যাদের রেখে গেছিলেন, তাদের উপরে তিনি শাফানের পৌত্র আহিকামের সন্তান গেদালিয়াকে শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করলেন। [২৩] বাবিলনের রাজা গেদালিয়াকে শাসনকর্তা করেছেন, একথা শুনে সেনাপতিরা ও তাঁদের লোকেরা, তথা নেথানিয়ার সন্তান ইসমায়েল, কারেয়াহ্‌র সন্তান যোহানান, নেটোফাতীয় তান্হুমেতের সন্তান সেরাইয়া, মায়াখাথীয়ের সন্তান যায়াজানিয়া এবং তাঁদের লোকেরা মিস্পাতে গেদালিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

[২৪] গেদালিয়া তাঁদের কাছে ও তাঁদের লোকদের কাছে দিব্যি দিয়ে এই বলে শপথ করলেন, 'তোমরা কাল্দীয়দের সেনানায়কদের বিষয়ে ভীত হয়ো না; দেশেই থাক, বাবিলনের রাজার সেবা কর, তাতে তোমাদের মঙ্গল হবে।' [২৫] কিন্তু সপ্তম মাসে রাজবংশজাত এলিসামার পৌত্র নেথানিয়ার সন্তান ইসমায়েল ও তাঁর সঙ্গী দশজন এলেন, আর গেদালিয়াকে ও যে ইহুদীরা ও কাল্দীয়েরা তাঁর সঙ্গে মিস্পাতে ছিল, তাদের আঘাত করে প্রাণে মারলেন। [২৬] তখন ছোট-বড় সকলে ও সেনাপতিরা রওনা দিয়ে কাল্দীয়দের ভয়ে মিশরে চলে গেলেন।

যেহোইয়াকিনের ক্ষমালাভ

[২৭] যুদা-রাজ যেহোইয়াকিনের নির্বাসনকালের সপ্তত্রিংশ বর্ষে, দ্বাদশ মাসে, মাসের সপ্তবিংশ দিনে, বাবিলন-রাজ এবিল-মেরোদাক যে বছরে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সেই বছরে তিনি অনুগ্রহ দেখিয়ে যুদা-রাজ যেহোইয়াকিনকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। [২৮] তিনি তাঁকে প্রসন্নতাপূর্ণ কথা শোনালেন, তাঁর সঙ্গে বাবিলনে যত রাজা ছিলেন, সকলের আসনের উচ্চস্থানেই তাঁর আসন স্থির করলেন, [২৯] ও তাঁর কারাগারের পোশাক পাল্টিয়ে দিলেন। যেহোইয়াকিন যাবজ্জীবন প্রতিদিন রাজার নিজের টেবিলে খাওয়া-দাওয়া করলেন; [৩০] তিনি যতদিন বাঁচলেন, ততদিন ধরে রাজা দিনে দিনে তাঁর বৃত্তি ব্যবস্থা করে গেলেন।